উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৬ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 22 July 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 65 APD

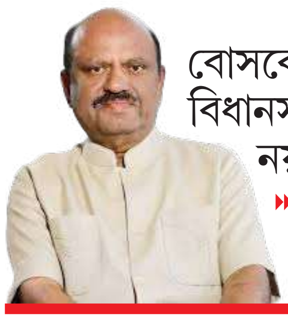

বোসকে এড়িয়েই বিধানসভায় শপথ নয়া বিধায়কদের

পাঁচের পাতায়

রিচার তাণ্ডবে বড় জয় ভারতের

বারোর পাতায়

তিন মাসেই কড়া ব্যবস্থা

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের বার্তা দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কলকাতার ধর্মতলায়।

সোজাসুজি

বাঙালির অস্মিতা এবার অস্ত্র মমতার

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন তাসটিকে তাঁর শাড়ির আঁচল থেকে বের করতে চান- সে নিয়ে একটা জল্পনা ছিলই। ফি বছরই তৃণমূল নেত্রী এই একুশে জুলাইয়ের মঞ্চটিকে বেছে নেন আগামী দিনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মপন্থা ঘোষণা করার জন্য। সেই কর্মপন্থাগুলির দিকে নজর রাখলেই বোঝা যায়, মমতা তাঁর হাতের কোন তাসটি এবার ফেলবেন। এবারও একুশে জুলাই তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একুশে জুলাইয়ের সভামঞ্চ থেকে রবিবার তাঁর ভাষণেই মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, '২৬ -এর বিধানসভা নির্বাচনে কোন ঘুঁটি তিনি সাজাবেন ভেবে রেখেছেন।

একুশে জুলাইয়ের এই সভামঞ্চ থেকে মমতা তাঁর দলের নেতা এবং কর্মীদের কী বার্তা দেন, তা জানতে সব মহলই উদগ্রীব ছিল। বিশেষ করে দলীয় নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। এবারের একুশে জুলাইয়ের গুরুত্বও অতীতের থেকে একটু আলাদাই ছিল তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে। এবার লোকসভা নির্বাচন এবং তারপর চারটি বিধানসভা উপনির্বাচনের পর এই একুশে জুলাইয়ের সমাবেশ। স্বাভাবিক, এই একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কর্মীদের উদ্দীপনাও ছিল প্রভূত।

এবার লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই তৃণমূল নেত্রী তাঁর দলীয় নেতা এবং কর্মীদের একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছিলেন। সতর্ক করার কারণও আছে অবশ্য। লোকসভার ফল থেকেই দলনেত্রী বুঝতে পেরেছিলেন, তৃণমূল স্তরে দলের নেতা-কর্মীদের রাশ না পরালে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে দলকে খেসারত দিতে হবে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, পুর এলাকাগুলিতে দলের ফল এবার উৎকণ্ঠিত হওয়ার মতোই।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেও যে মমতা তাঁর দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করবেন, এটা সবার ধারণার ভিতরেই ছিল। সেই সতর্কবার্তা মমতা উচ্চারণ করেছেনও। স্পষ্ট ভাষায় দলের নেতা-কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও রকম অনাচার বরদাস্ত তিনি করবেন না। করবেন যে না, সেটা লোকসভা নির্বাচনের পর বিভিন্ন পদক্ষেপ করে বুঝিয়েও দিচ্ছেন মমতা।

তৃণমূল স্তরে রাশ টানতে দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব যে সিরিয়াস, তা দলের দু'নম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝিয়ে দিয়েছেন। অভিষেকের বক্তব্যেও এই রাশ টানার কথাই উঠে এসেছে। এরপর দশের পাতায়

জেলা সভাপতি পদে বদলের আভাস

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : ধর্মতলায় শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে শুদ্ধকরণের বার্তা দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন মাসের মধ্যেই হবে সেই শুদ্ধকরণ। এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলা সংগঠনে ব্যাপক রদবদলের জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে গত কয়েকদিন ধরেই। জেলা সভাপতির পদে রদবদল হতে পারে। এমনটাই জল্পনা। আর সেই জল্পনার পালেই আরও বেশি করে হাওয়া দিয়েছে এদিনের অভিষেকের উক্তি।

লোকসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার শহরে ব্যাপক খারাপ ফল হয়েছে। তারপরেও কিন্তু তিরস্কার নয়, পুরস্কার জুটতে পারে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের। দলের নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে যে কয়েকজনের নাম ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে, তাঁদের মধ্যে সবথেকে বেশি শোনা যাচ্ছে পুরসভার চেয়ারম্যানের নামটাই। আরও কয়েকজনের নাম অবশ্য শোনা যাচ্ছে। গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, সুভাষ রায়, সৌরভ চক্রবর্তী, মৃদুল গোস্বামীর নাম নিয়েও শাসকদলে চর্চা তুঙ্গে রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'জেলা সভাপতি রদবদলের বিষয়টি রাজ্য নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে। সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

কিন্তু জেলা সভাপতি পদে রদবদলের কথা উঠছেই বা কেন? আসলে বর্তমান জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বর্তমানে রাজ্যসভার সদস্যও বটে। শাসকদলের জেলা নেতাদের অনেকের ব্যাখ্যা, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশকে দিল্লিতে অনেকটা সময় দিতে হবে। এদিকে, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে দলের নেতৃত্ব চাইছে আলিপুরদুয়ার জেলায় এমন কেউ জেলা সভাপতি হোক, যিনি সবসময় জেলাতেই সময় দেবেন। সেক্ষেত্রেই পাল্লা ভারী প্রসেনজিতের। তাঁর প্লাস পয়েন্ট হল অভিষেকের গুডবুকে থাকা।

দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ কর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরোনো সৈনিক। সেই ১৯৯২ সাল থেকে প্রসেনজিৎ মমতাপন্থী বলে পরিচিত।

এরপর দশের পাতায়

'বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবান দরকার'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ জুলাই : থরহরিকম্প তৃণমূলে। অনৈতিক কাজে যুক্ত দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া বার্তা প্রত্যাশিতই ছিল। কিন্তু অভিষেকের কথায় মিলল ব্যাপক রদবদলের বার্তা। একেবারে পঞ্চায়েত ও পুরসভা স্তরে পদাধিকারী পরিবর্তনের স্পষ্ট আভাস দিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। এই পরিবর্তনের জন্য হাতে সময় মাত্র তিন মাস।

তৃণমূল নেত্রীর চেয়েও ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে রবিবার কড়া বার্তা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েতে আপনি টিকিট পাবেন, পুরসভায় টিকিট পাবেন, আপনি জিতবেন। আর বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে প্রার্থীকে জেতাতে হবে, এটা চলবে না।' এর পরেই তাঁর চরম হুঁশিয়ারি, 'খারাপ ফল হলে দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তা তিনি যত বড় নেতা হোন না কেন, যাঁর ছত্রছায়াতেই থাকুন না কেন। তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।'

তাঁর কথায়, 'আমাকে গত দেড় মাস আপনারা দলের কর্মসূচিতে দেখেননি। এই সময় আমরা যে জায়গায় হেরেছি, সেখানে হারের কারণ খতিয়ে দেখেছি।'

অভিষেক রবিবার দলীয় মুখপত্র জাগো বাংলায় লিখেছেন, লোকসভার নির্বাচনের ফল উপভোগ্য, কিন্তু আত্মসন্তুষ্টির জায়গা নেই। ভাষণে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আমরা মানুষের পাহারাদার। যত জিতব আমাদের দায়িত্ব তত বেশি হবে। আরও বেশি মানুষের কাজ করতে হবে। আরও বিনয়ী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে।'

মমতা বলেন, 'দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়। মানুষকে যাঁরা পরিষেবা দেবেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই।'

লোভ করবেন না। তৃণমূলে বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবান দরকার। দুর্নীতির সঙ্গে কোনও আপস নয়। মানুষকে যাঁরা পরিষেবা দেবেন না, তাঁদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কারও বিরুদ্ধে যেন কোনও অভিযোগ না ওঠে। যদি অভিযোগ আসে ও প্রমাণ হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চায়েতে আপনি টিকিট পাবেন, পুরসভায় টিকিট পাবেন, আপনি জিতবেন। আর বিধানসভা বা লোকসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে প্রার্থীকে জেতাতে হবে, এটা চলবে না। খারাপ ফল হলে দল আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। তা তিনি যত বড় নেতা হোন না কেন, যাঁর ছত্রছায়াতেই থাকুন না কেন। তিন মাসের মধ্যে ফল পাবেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

সাংসদ, বিধায়ক, পুরসভা ও পঞ্চায়েতের সমস্ত দলীয় সদস্যের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, 'কারও বিরুদ্ধে যেন কোনও অভিযোগ না ওঠে। যদি অভিযোগ আসে ও প্রমাণ হয়, তাহলে কড়া পদক্ষেপ করব।'

তাঁর ভাষায়, 'তৃণমূলে বিত্তবানের দরকার নেই, বিবেকবানের দরকার। লোভী হতে যাবেন না কেউ। গাড়ি না চড়ে সাইকেলে বা হেঁটে ঘুরে মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। যাঁরা আমাদের ভোট দেননি, তাঁদের কাছেও যান। কেন তাঁরা আমাদের ভোট দিলেন না, জানার চেষ্টা করুন। যা ঘরে আছে, তাই খেয়ে বেঁচে থাকুন।'

মমতা, অভিষেকের এই শুদ্ধিকরণের কোপ যে উত্তরবঙ্গেই বেশি পড়বে, তাও তাঁদের কথায় স্পষ্ট। তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'উত্তরবঙ্গে আমরা ভালো ফল করতে পারিনি। কোচবিহার জিতলেও বাকি আসনগুলিতে হেরে গিয়েছি। মালদায় আমরা একটিও আসন জিততে পারিনি। একটি আসন বিজেপি ও একটি কংগ্রেস পেয়েছে। ওরা কোনওদিন কিছু করেছে আপনাদের জন্য?'

দলের কিছু নেতার আচরণ নিয়ে তাঁর বিরক্তি ভাষণে সামনে এসেছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, প্রয়োজনে তিনি তৃণমূলের লোককেও গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারেন। শিলিগুড়িতে দুজন দাপুটে নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন। আগামীদিনে অন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাঁকেও রেয়াত না করার বার্তা ছিল মমতার মুখে।

জোটে ভিন্ন রসায়ন একুশের মঞ্চে

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ২১ জুলাই : 'ইয়ে সরকার গিরনেওয়ালা হ্যায়!' চার শব্দে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেন মেলবন্ধন পোক্ত করে ফেললেন অখিলেশ যাদব। প্রথম থেকেই তৃতীয় এনডিএ সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও 'ইন্ডিয়া' জোটের সরকার গঠনে উদ্যোগী হওয়ার পক্ষে ছিলেন তিনি। জোট সেই সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় উষ্মাও প্রকাশ করেছিলেন।

মমতার সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শুনল রবিবারের কলকাতা। ধর্মতলায় তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ হয়ে উঠল এই কেন্দ্রীয় সরকারকে 'এক ধাক্কা অউর দো' মনোভাবের যুগলবন্দি। এক সুরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির সভাপতির ভাষণে 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে ভিন্ন রসায়নের ইঙ্গিত বহন করল। অখিলেশের কথায়, 'দিল্লিতে যাঁরা ক্ষমতায় রয়েছেন, তাঁরা আসলে কিছুদিনের অতিথি। এই সরকার পড়ে যাবে।'

পরে মমতাও বললেন, 'এই সরকারের স্থায়িত্ব নেই। এরা এজেন্সি, নির্বাচন কমিশন ও আদালতকে কাজে লাগিয়েও বেশিদিন টিকতে পারবে না। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশরা দারুণ খেলা খেলেছেন। এই হারের পর বিজেপির পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু ওদের লজ্জাশরম কম।' বিরোধী জোটে এখন অখিলেশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। তাঁর সঙ্গে আলাদা সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছে জোটের মধ্যে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সিম কার্ড প্রতারণায় আন্তঃরাজ্য চক্র

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২১ জুলাই : ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও। ঠিক কীভাবে এই প্রতারণার ঘটনা ঘটছে তা তদন্তকারীদের বেশ ভাবাচ্ছিল। এবারে সিম কার্ড প্রতারণায় আন্তঃরাজ্য চক্রের হদিস মেলায় ঘটনার অনেকটাই সুরাহা হল। বায়োমেট্রিক প্রতারণার অভিযোগে বক্সিরহাট থানার পুলিশ রবিবার অসমের বাসিন্দা সাহিবুল খন্দকার সহ বক্সিরহাটের সিম কার্ড বিক্রেতা রাহুল রবিদাস ও দেবাংশু পালকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের কাছ থেকে বায়োমেট্রিক যন্ত্র, কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট, বেশ কিছু আধার কার্ডের নম্বর ও দুটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের এদিন তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃত সাহিবুলকে আটদিনের জন্য পুলিশ হেপাজত ও বাকিদের ১৪ দিনের জন্য বিচার বিভাগীয় হেপাজতে পাঠান।

তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গার বলেন, 'বিনামূল্যে সিম কার্ড দেওয়ার নামে সহজে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে একই ব্যক্তির নামে একাধিক সিম কার্ড তৈরি করে সেগুলি বহু টাকায় দেশ ও দেশের বাইরে সাইবার অপরাধীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে। এছাড়াও ওই ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর মত প্রতারণার ঘটনা ঘটানো হয়েছে।'

সম্প্রতি এক বেসরকারি টেলিকম সংস্থা বক্সিরহাট থানায় সন্দেহজনক নম্বরের তালিকা পাঠায়। তাতে বক্সিরহাটের বাসিন্দা ৫০ জনেরও বেশি মানুষের নাম ছিল। প্রত্যেকের নামে চার-পাঁচটি করে সিম কার্ড ইস্যু করা হয়েছিল। পুলিশ ওই ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। এই সূত্রে ভ্রাম্যমাণ সিম কার্ড ব্যবসা চক্রের হদিস মেলে। চক্রটি ফ্রিতে সিম কার্ড বিলি করছে। শুধুমাত্র আধার নম্বর দিলেই পোর্ট করিয়ে দেওয়ার নামে বিনামূল্যে নতুন সিম কার্ড দেওয়া হচ্ছে। তাতে কখনও এক মাস আবার কখনও তিন মাসের জন্য ফ্রি রিচার্জের ঘোষণা থাকছে। অনেকেই এই ফাঁদে পা দিচ্ছেন। তাঁরা জালিয়াতদের হাতে আধার সংক্রান্ত তথ্য ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট তুলে দিচ্ছেন। আর বড়সড়ো বিপদ ডেকে আনছেন।

অভিযুক্তদের আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। রবিবার।

রবিবার নিরাপত্তা উপদেষ্টা, তিন বাহিনীর প্রধান, মন্ত্রী পরিষদের সচিব ও সশস্ত্রবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের সঙ্গে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনায় শেখ হাসিনা।

সংরক্ষণ কমে ৭%

কার্ফিউ বহাল, মৃত বেড়ে ১৬১

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২১ জুলাই : চাকরিতে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের গোড়ায় কিছুটা জল ঢালল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। বিপুল সংরক্ষণ ব্যবস্থাটাই উঠে গেল দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে। সংরক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পক্ষে রায় হওয়া সত্ত্বেও হিংসা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। বাংলাদেশে রবিবার পর্যন্ত পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬১। দেশের বিভিন্ন রাস্তায় রবিবারও টহল চলছে সাঁজোয়া গাড়ি ও নিরাপত্তাবাহিনীর।

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান অবশ্য জানিয়েছেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত কার্ফিউ জারি থাকবে। অশান্তির জন্য তিনি বিরোধী দল বিএনপি ও জামাতকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিক্ষোভকারীদের মূল দাবির অনেকটা নিষ্পত্তি ঘটেছে। সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের রায়কে এই রায়ে 'বেআইনি' ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের এই নির্দেশে সরকারি চাকরিতে এখন অধিকাংশ নিয়োগ হবে মেধার ভিত্তিতে।

৫৬ শতাংশের বদলে সংরক্ষণ কমে হল মাত্র ৭ শতাংশ। ৯৩ শতাংশ নিয়োগের সুযোগ তৈরি হল মেধা বিচার করে। নতুন নিয়ম জানাতে বাংলাদেশ সরকারকেই বিজ্ঞপ্তি দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের বৈষম্যবিরোধী মঞ্চ রায়টিকে

বাংলাদেশ

স্বাগত জানালেও ঘোষণা করেছে, সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গলবারের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন আন্দোলনকারীরা। সুপ্রিম কোর্ট মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারে সংরক্ষণ একেবারে উঠিয়ে না দিলেও কমিয়ে মাত্র ৫ শতাংশ করে দিয়েছে। বাকি ২ শতাংশের মধ্যে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য আরও ১ শতাংশ থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর পুলিশ, র‌্যাব, সেনা, বিজিবি প্রধানদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সুপ্রিম কোর্ট রবিবারের নির্দেশে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে বলেছে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে বাংলাদেশ সরকারের আবেদনের শুনানি নির্ধারিত ছিল ৭ অগাস্ট। কিন্তু পড়ুয়াদের আন্দোলনে পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে ওঠায় সরকারের আবেদনে শুনানি এগিয়ে রবিবার করা হয়। সেই অনুযায়ী রবিবার প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের বেঞ্চে শুনানি হয়।

স্ববিরোধিতা রয়েছে জানিয়ে হাইকোর্টের রায়টি বাতিলের আবেদন জানান দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল এই আমিনউদ্দিন। কোটার মতো সরকারের নীতিগত সিদ্ধান্তে আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে না

এরপর দশের পাতায়

উচ্ছেদের জেরে পেশা বদলাচ্ছেন হকাররা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : এ যেন করোনাকালের পুনরাবৃত্তি। তখন দীর্ঘ লকডাউনের ফলে যেমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়েছিলেন নিজেদের পেশা বদলে ফেলতে, এখনও অনেকটা সেই পরিস্থিতিই দেখা যাচ্ছে আলিপুরদুয়ার শহরে। পুরসভা উচ্ছেদ করে দিয়েছে সপ্তাহ তিনেক আগে। অথচ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেনি। তাই একসময় যাঁরা রাস্তায় বসে ব্যবসা করতেন, সেইসব ব্যবসায়ী এখন বাধ্য হয়ে পেশা বদলাচ্ছেন। একসময়কার ফাস্ট ফুড বিক্রেতা এখন টোটোচালক। কাটা ফল বিক্রি করা বন্ধ করে দিয়ে কেউ এখন ভ্যান চালিয়ে ফল-সবজি বিক্রি করছেন অলিতে-গলিতে।

নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছিলেন জবরদখল নিয়ে। তারপরই অভিযানে নামে পুলিশ ও প্রশাসন। তারপর অবশ্য কালজানি ও ডিমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। কথা ছিল, ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে মিলবে সেই পুনর্বাসন। মেলেনি।

পার্ক রোড এলাকায় রাস্তার ধারে ফাস্ট ফুডের দোকান ছিল সমীর বিশ্বাসের। গত ২৬ জুন ফুটপাথ দখলমুক্ত অভিযানের পর সেখান থেকে সমীর দোকান সরিয়ে নেন। এখনও পর্যন্ত কোথাও দোকান দিতে পারেননি। তাঁর দোকানের পাশেই ভাপা পিঠে বিক্রি করতেন সমীরের স্ত্রী সবিতা বিশ্বাস। সেটাও বন্ধ। সমীর বললেন, 'কেউ কেউ আবার ফুটপাথে টেবিল পেতে বসছে ঠিকই, কিন্তু আমি আর বসছি না। আমি টোটো চালাচ্ছি। তাতে আগের মতো উপার্জন হচ্ছে না।'

পুনর্বাসন জোটেনি

- গত ২৬ জুন উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন
- ১৬ জুলাইয়ের মধ্যে পুনর্বাসনের আশ্বাস ছিল
- হকারদের থেকে আবেদন জমা নিয়েছে পুরসভা
- ২১৬টি আবেদন ইতিমধ্যে জমাও পড়েছে
- তারপরে আর কাজ কিছুই এগোয়নি

এরকমই আরেকজন মনু শাহ। তিনি ফুচকা বিক্রি করতেন। এখন তো আর সেই উপায় নেই। তবে সমীরের মতো তিনি নিজের পেশা সম্পূর্ণ বদলে ফেলেননি। তিনি এখনও ফুচকা বানাচ্ছেন আর বিক্রি করছেন ঠিকই, তবে দোকানে নয়। বিয়েবাড়িতে ফুচকার স্টল দিচ্ছেন। তাতে যে নিয়মিত উপার্জন হচ্ছে না, সেকথা তো বলাই বাহুল্য। মনু বললেন, 'বাড়িতে ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে রয়েছে। তাদের স্কুলের খরচ, টিউশনের খরচ, আবার সংসারের খরচ চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। দ্রুত পুরসভা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করলে কী করব জানি না।'

কাটা ফল বিক্রি করতেন বিদ্যুৎ দাস। সেই উচ্ছেদ অভিযানের পর থেকে দোকান দিতে পারবেন কি না, নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই পেশা বদলে ফেলেছেন। এখন তিনি ভ্যানরিকশা করে বাড়িতে বাড়িতে ফল বিক্রি করেন। মন্টু সাহা তো মোমোর দোকান বন্ধ করে কেটারিংয়ের কাজ করছেন। দুজনের মুখেই একই কথা, কিছু একটা করে খেয়েপরে বাঁচতে হবে তো।

পুনর্বাসনের জন্য পুরসভার কাছে এখনও পর্যন্ত ২১৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। তবে তা কবে হবে, বলতে পারেননি

জেসিআই বন্ধ, সংকটে পাটচাষিরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি পাট বিপণন নিয়ে ব্যাপকভাবে উদ্বিগ্ন। উত্তরের সবক'টি জেলাতে উৎপন্ন পাট ইতিমধ্যেই বাজারে বিক্রি হতে শুরু করেছে। কিন্তু পাট কেনার জন্য ভারত সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাট ক্রয় সংস্থা বা জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (জেসিআই) বর্তমানে বন্ধ। ফলে পাটচাষিরা পড়েছেন মহাফাঁপরে। তারমধ্যেই একশ্রেণির অসাধু ফড়ে এবং দালালরা প্রায় জলের দরেই পাট কিনছেন। জেসিআই এ বিষয়ে পদক্ষেপ না করলে উত্তরবঙ্গের পাটচাষিরা গভীর সংকটে পড়বেন বলে মনে করছে এই কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে ডিভিশনাল কমিশনারকে এনিয়ে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটির নেতা রহুল আমিন বলেন, 'প্রকৃত উৎপাদন খরচ অনুযায়ী পাটের ন্যূনতম দাম কুইন্টাল প্রতি ১৩ হাজার টাকা করতে হবে। জেসিআইকে উত্তরের সমস্ত প্রশাসনিক ব্লক অধীনস্থ হাটগুলিতে কৃষকের থেকে সরাসরি পাট কিনতে হবে।' রহুল আরও বলেন, 'অসাধু ফড়ে এবং দালালদের শনাক্ত করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। ব্লকগুলিতে সরকারিভাবে পাট পচানোর পুকুর কাটতে হবে। পাটচাষিদের সরকারি অনুদান এবং সস্তায় বীজ ও রাসায়নিক সার দেওয়াও প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য পাট নিগম গঠন করতে হবে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন মহানন্দা নদীর তীরবর্তী এলাকায় চটকল নির্মাণ এবং বেকার তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকেই।'

সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলার নেতা অধ্যাপক জিতেন দাসের কথায়, 'প্রতি বছর পাট বিক্রি নিয়ে সমস্যা পোহাতে হয় চাষিদের। পাট বিক্রি করে চাষিরা মূলত রবি চাষের জন্য মূলধন জোগাড় করেন এবং কিছুটা দিয়ে পুজোর সামান্য কেনাকাটা করেন। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদনকারী রাজ্য। অথচ এই রাজ্যেই পাট কেনার কোনও ব্যবস্থা নেই। জেসিআইয়ের দপ্তরগুলি তালাবন্ধ। পাটের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে পাটচাষিরা ব্যাপক হতাশার শিকার।

সংযুক্ত কিষান সভার নেতা প্রকাশ রায় মন্তব্য করলেন, 'জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবার পাট ভারতসেরা। পাটের প্রত্যাশিত দাম না পেয়ে পাটচাষিরা আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা প্রতিটি হাটে পাটের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে প্রতিবাদ সভা এবং মিছিল করব। চাষিদের কাছ থেকে পাট কেনা জেসিআইয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থার কর্মীদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিচ্ছে।'

ব্যাপক সমস্যা

- জেসিআইয়ের সব দপ্তরগুলি তালাবন্ধ
- চাষিরা পাট বিক্রি করতে ব্যাপক সমস্যা পোহাচ্ছেন
- একদল ফোড়ে ও দালালরা জলের দরে পাট কিনছেন
- পাটের ন্যায্যমূল্যের দাবিতে সরব উত্তরবঙ্গ পাটচাষি সংগ্রাম কমিটি

আজ টিভিতে

ইন্দ্রাণী আরও একবার কালার্স বাংলার পর্দায়। সোম থেকে রবি বিকেল ৫টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

শুরু হচ্ছে **বিধিলিপি** বিকেল ৩টায়।

ভালোবাসার লুকোচুরি বিকেল সাড়ে ৩টায়। দুটো ধারাবাহিকই সোম থেকে শনি দেখা যাবে **জি বাংলায়।**

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ২.৪০ জীবনযুদ্ধ, বিকেল ৪.৫০ চৌধুরী পরিবার, সন্ধ্যা ৭.৪০ বাবা তারকনাথ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১.০০ বিধিলিপি, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ মহাগুরু

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ সন্তান, বিকেল ৩.৪৫ সংঘর্ষ, সন্ধ্যা ৭.১০ হারজিৎ, রাত ১০.০৫ সহজপাঠের গপ্পো

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সংঘর্ষ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নবাবনন্দিনী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার

জলসা মুভিজে রাত ১০.০৫ মিনিটে **সহজপাঠের গপ্পো।**

বাংলাদেশ ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলনে পালটা সুর সিপিএমের

মমতার বক্তব্যে কটাক্ষ সেলিমের

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ জুলাই : বাংলাদেশের অশান্তি ইস্যুতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করলেন। রবিবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মমতা বলেছেন, 'অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ, এ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ রয়েছে। শরণার্থীদের পার্শ্ববর্তী এলাকা সম্মান জানাবে।'

এর বিরোধিতা করে কোচবিহারে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেলিম বলেছেন, 'ওখানকার (বাংলাদেশের) মানুষ, ওখানকার সমস্যা, ওখানে সমাধান করবে। আমাদের দেশের মানুষের সমস্যা আমাদের সমস্যা, আমরা সমাধান করব। অন্য দেশের কেউ যদি খটখটানিও করে আমাদের দেশ থেকে কেউ যাতে উসকানি না দেয়।'

কোচবিহারে সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মহম্মদ সেলিম। ছবি ঃ জয়দেব দাস

সেলিম রবিবার সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে দলের বৈঠকে অংশ নেন। এরপর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। সেখানে তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিকে ঘিরে একের পর এক কটাক্ষ করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সমাবেশে অখিলেশ যাদবের উপস্থিত থাকা ও মমতার ভূয়সী প্রশংসা করা নিয়ে সেলিম বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের মধ্যে বামপন্থী ও কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে বিজেপি বিরোধী শক্তিদের নিয়ে তৃণমূল বিভাজন করতে চাইছে। তারা শিবসেনা, এনসিপি, সমাজবাদী পার্টিদের নিয়ে ঘরের মধ্যে ঘর তৈরি করতে চাইছে। যাতে বিজেপি বিরোধী বৃহৎ ঐক্য গড়ে না ওঠে। এটা আসলে আরএসএসের পরিকল্পনা।' দুর্নীতিগ্রস্তদের রেয়াত করা হবে না বলে এদিনের ভাষণে মমতা কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তার পালটা দিয়ে সেলিমের বক্তব্য, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করেন। রাজ্যে যে এত দুর্নীতি হচ্ছে ক'জন মন্ত্রী, অফিসারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে?'

এদিনের সভায় মমতার মুখে বারবার নমনীয়তার কথা উঠে আসে। কখনও তিনি বলেছেন, 'যত জিতব ততই নরম হতে হবে।' আবার কখনও বলেছেন, 'গাড়ির বদলে স্কুটার, সাইকেলে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে।'

মমতার এই মন্তব্যের বিরোধিতা করে মহম্মদ সেলিম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। তিনি বলেন, 'ওদিকে বাবু (নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে) লাক্সারি চার্টার্ড বিমানে বিদেশ ঘুরে বেড়ান। চার্টার্ড বিমানে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসেন। আর মমতা তাঁর দলের কর্মীদের বলছেন, গাড়ি ব্যবহার করবেন না সাইকেল ব্যবহার করুন। আসলে তিনি নিজে যা বলেন তার বিপরীতটা করেন।' ১০ লক্ষ চাকরি তৈরি রয়েছে বলে মমতার বক্তব্যের প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, 'শুধু ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে তো লাভ হবে না। কোন দপ্তরে কোন পদে কত নিয়োগের জন্য চাকরি তৈরি করেছেন তা স্পষ্ট করে বলা হোক।'

ছেলের চিকিৎসায় সাহায্যের আর্জি

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২১ জুলাই : ছেলের চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারছে না পরিবার। তেরো বছরের ছেলেকে বাঁচাতে তাই সাহায্যের আবেদন জানাল পরিবার। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেওড়া মাঝিয়ালি এলাকার।

এলাকার নাজির হোসেনের ছেলে সাজেদ আলি। সে ছোট থেকেই স্নায়ুর রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নাজির হোসেন দিনমজুরি করেন। ছেলের চিকিৎসার এত টাকা কোথায় পাবেন। তাই ছেলেকে বাঁচাতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে সাজেদের পরিবার। সাজেদের হাত ও পা একপ্রকার অচল।

গত দেড় মাস আগে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসা চলার পরও তার কোনও উন্নতি হয়নি। চিকিৎসার জন্য তাকে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পরিবার। তাই সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে তারা। এ বিষয়ে নাজির বলেন, 'দিনমজুরি করে খাই। সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। ছেলের চিকিৎসার জন্য অত টাকা পাব কোথায়?' ছেলেকে বাঁচাতে সকলের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

রিসর্টে হানা দিল হাতি

চালসা, ২১ জুলাই : বেসরকারি রিসর্টে ঢুকে বুনো হাতি বহু গাছ নষ্ট করল। শনিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ মেটেলি ব্লকের মঙ্গলবাড়ি সংলগ্ন পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি বুনো হাতি বেরিয়ে ওই রিসর্টে হানাদারি চালায়।

হাতিটিকে দেখে রিসর্টটির কর্মীরা চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেন। তবে পর্যটকরা খুব খুশি হন। তাঁরা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে হাতি দেখে ক্যামেরাবন্দি করতে থাকেন। ভোর ৪টা নাগাদ হাতিটি রিসর্ট থেকে বেরিয়ে পানঝোরা জঙ্গলে চলে যায়। লাগাতার মঙ্গলবাড়ি বস্তি এলাকায় হাতির হানা হচ্ছে। হাতিতে গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি বাড়ি সহ দোকান ভেঙেছে। হাতির হানা রুখতে বাসিন্দারা এলাকায় লাগাতার টহলদারির দাবি করেছেন।

তপ্ত দুপুরে শরীর জুড়োতে চিলাপাতায় 'জলকেলি'। রবিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কাজ বন্ধের হুমকি বাগানে

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : টি বোর্ডের ৩০ নভেম্বর কাঁচা চা পাতা উত্তোলনের আদেশনামা কার্যকর হলে ছোট চা বাগানগুলির পরিচালন কর্তৃপক্ষ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবে। কাজ বন্ধ হলে উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানের শ্রমিকদের মজুরি পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী ক্ষুদ্র চা বাগানের পরিচালন গোষ্ঠীর এই অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।

টি বোর্ডের সাম্প্রতিক আদেশনামায় ৩০ নভেম্বর কাঁচা চা পাতার তোলার শেষ দিন হিসাবে ধার্য করবার বিষয়টি ক্ষুদ্র চা চাষিরা ভালোভাবে গ্রহণ করেননি। উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির পক্ষ থেকে পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত চা শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকারক। উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল বলেন, 'এটা ঘটনা যে কয়েকটি চা ফ্যাক্টরি অসম থেকে চায়ের বর্জ্য এনে চা তৈরি করছে। যার গুণগত মান ভালো নয়। টি বোর্ডের নজরদারি থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

বিজয়গোপাল বলেন, 'কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে চায়ের দাম বৃদ্ধি পাবে টি বোর্ডের ঘোষণায়।' বর্তমানে ভরা মরশুমেও চায়ের উৎপাদন কম। কাঁচা চা পাতার দাম হওয়া উচিত ৩৫ টাকা কেজি। বাস্তবে তার থেকে অনেক কম দাম মিলছে। বিজয়গোপালের কথায়, 'এই সিদ্ধান্তে টি বোর্ড অনড় থাকলে আমরাও আমাদের সিদ্ধান্তে অনড়। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত কাঁচা চা পাতার উৎপাদন হবে না।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের বক্তব্য, আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত যে চা পাতা পাওয়া যাবে তার গুণগত মান ভালো হবে। এই কাঁচা চা পাতা বিক্রি করে ক্ষুদ্র চা চাষিরা প্রুনিং এবং ক্ষুদ্র সেচের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

ভাড়া

ঘোগোমালি সবিতা ভবনের নিকট ৩ রুমযুক্ত (নীচতলা) বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া 7,500, (M) 9832522074. (C/111654)

বিক্রয়

Domestic Land Sale Near Airport More Market, Bagdogra. Cont. : 9749384330. (C/111542)

কর্মখালি

An educational gaint required teacher, accountant, MKT. officer & abacus trainer Sal- 10K-25K (Exp. Pref.). For details - 9474043664/www.misexam.con (C/111655)

Job Vacancy

দাগাপুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১জন সেলাইয়ে দক্ষ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি সত্বর প্রয়োজন। ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যে কোনও স্বনামধন্য কলেজ থেকে সেলাইয়ের উপর ডিপ্লোমা থাকা প্রয়োজন। বায়োডাটা পাঠান - niswarth123@gmail.com (C/111541)

হাতি তাড়াতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ বনকর্মী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : হাতি তাড়াতে গিয়ে গুলিতে জখম হলেন এক বনকর্মী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া শামুকতলা থানার উত্তর পারোকাটা গ্রামে। জখম সেই বনকর্মীর নাম দিলীপ মঙ্গর। আপাতত শিলিগুড়িতে তাঁর চিকিৎসা চলছে। বনকর্তাদের দাবি, দিলীপের নিজের বন্দুক থেকেই গুলি বেরিয়ে জখম হয়েছেন তিনি। ওই বনকর্মীর পায়ে গুলি লেগেছে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) উপক্ষেত্র আধিকারিক দেবাশিস শর্মা বলেন, 'ডিউটি চলাকালীন আচমকাই দিলীপের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে আসে। সেই গুলি পায়ে লেগে তিনি জখম হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। এই ঘটনার পর প্রতিটি রেঞ্জের বনকর্মীদের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করে ডিউটি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

কী ঘটেছিল শনিবার রাতে? বনকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গ্রামে বুনো হাতি ঢুকেছে খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের বনকর্মীরা হাতি তাড়াতে যান। হাতিকে জঙ্গলমুখো করার সময়ই সেই বনকর্মী পা পিছলে পড়ে যান। সেই সময় হাতে থাকা বন্দুকে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে আসে। তাতেই তিনি জখম হয়েছেন।

জখম সেই বনকর্মীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে পরে তাঁকে শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

বন দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে দুটি হাতি শনিবার রাতে ছিপড়া এবং উত্তর পারোকাটা এলাকায় হানা দেয়। খবর পেয়ে কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জ এবং সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের অন্তর্গত নারারথলি বিটের বনকর্মীরা ওই এলাকায় ডিউটি করতে পৌঁছান রাতে। ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় প্রথমে বনকর্মীরা হাতিগুলিকে জঙ্গলমুখী করার সময়ই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। বনকর্মীর ব্যবহৃত বন্দুক থেকে এভাবে গুলি বেরিয়ে আসার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে বনকর্তাদের মধ্যে। এই ঘটনার পরেই বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা সবাইকে সাবধানতার সঙ্গে ডিউটি করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বার্ষিক সাধারণ সভা

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার নীলকান্ত মুখার্জি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল।

জানা যায়, এদিন শহরের কলেজ হল্ট এলাকার একটি বেসরকারি ভবনে এই সভার আয়োজন করা হয়। এটি সংগঠনের ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা।

এদিন সভায় সংগঠনের ২৬ জনের নতুন এগজিকিউটিভ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক হয়েছেন যথাক্রমে বিপ্লব মজুমদার ও বিমল দত্ত এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন বরুণকান্তি পাল। এদিন সভাতে আগামীদিনে সংগঠনের পক্ষ থেকে কী কী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে সেইসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনাও করা হয়।

অবহেলায় উইল্ডারনেস ক্যাম্প

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ জুলাই : করোনাকালে বন্ধ হয়ে যাওয়া ডুয়ার্সের চালসার পানঝোরার চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্প আজও চালু হয়নি। এটির আওতাধীন চারটি কটেজ। তার ভিতরে থাকা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সোলার ও জেনারেটর ব্যবস্থার সবকিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে মোড়া চালসার এই সরকারি ইকো পর্যটনকেন্দ্রটি দ্রুত চালু করার দাবি তুলেছে স্থানীয় যৌথ বন পরিচালন কমিটি। দিনকয়েক আগেই গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন ঘটনাস্থলে যান এবং ওই কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে কেন্দ্রটি চালু করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি সম্প্রতি পানঝোরার এই কেন্দ্রে পরিদর্শন করে এসেছি। কর্মী ও কমিটির সঙ্গে এর সংস্কারকাজ নিয়ে আলোচনা করেছি। রাজ্য বন দপ্তরে ইতিমধ্যেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

ডুয়ার্সের পানঝোরার চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্পের কটেজ।

একসময় পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্প। জঙ্গল লাগোয়া হওয়ায় প্রায়শই এখানে হাতি সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণের দেখা মিলত। এটি পুনরায় খোলার ব্যাপারে বন দপ্তরের তৎপরতা শুরু হওয়ার খবরে খুশির মহল তৈরি হয়েছে পানঝোরা বনবস্তিজুড়ে। এপ্রসঙ্গে স্থানীয় ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটির সম্পাদক অমৃত ছেত্রী বলেন, '২০০৫ সালে বন বিভাগ এই ক্যাম্পটি তৈরি করে। বহু পর্যটক এখানে আসতেন। তারপর অতিমারি আসায় এটি একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। লকডাউনের পর যখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ততদিনে পর্যটনকেন্দ্রটির পরিকাঠামো একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।' আজও পর্যটকরা আমাকে ফোন করে জানতে চান এটি কবে চালু হবে? বুকিং কীভাবে করব? ইত্যাদি।

তবে তাঁরা আশার আলো দেখছেন কারণ জেএফএমসি এবং ইডিসি কমিটির তরফে বন দপ্তরে এটি চালুর দাবি জানানোর পর ডিএফও এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। পাহাড়ের ঢালে অবহেলায় পড়ে থেকে ক্যাম্পটি যেন ক্ষুধিতপাষাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চাপড়ামারি উইল্ডারনেস ক্যাম্পের এক কর্মী সঞ্জিত রাই বলেন, 'এটি পুনরায় চালু হচ্ছে শুনেছি। আমরা এই পানঝোরা বনবস্তির প্রায় ৫০ জন এখানে কাজ করতাম। এখন কাজ নেই। অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে। এটি ফের চালু হলে আমাদের কর্মসংস্থান হবে।'

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষঃ ব্যবসা নিয়ে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। **বৃষঃ** আজ মেজাজ গরম করে কোনও কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগান্তি। **মিথুনঃ** ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটে যাওয়ায় স্বস্তি। উদাসীনতায় হওয়া কাজ হাতছাড়া হবে। **কর্কটঃ** দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি। নিজের ভুলকে আজ স্বীকার করুন। **সিংহঃ** মেয়ের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। পথে চলতে সতর্ক থাকুন। প্রেমে শুভ। **কন্যাঃ** সাহিত্যিক, সংগীতশিল্পীরা আজ নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। কোমর ও পিঠের ব্যথা ভোগাবে। **তুলাঃ** আজ কোনও নতুন ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা সার্থক হবে। রাজনীতির বিতর্কে গিয়ে সমস্যা। **বৃশ্চিকঃ** কারও সঙ্গে বিতর্কে যাবেন না। প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে উপহারপ্রাপ্তি। **ধনুঃ** বেশি খেয়ে শারীরিক সমস্যা। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। **মকরঃ** কোনও অসৎ ব্যক্তির জন্যে ঝামেলায় পড়তে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় না দিলে সমস্যা। **কুম্ভঃ** আজ কাজের চাপ হঠাৎ বাড়বে। পরিবারের সঙ্গে দিনের শেষভাগ কাটিয়ে আনন্দলাভ। **মীনঃ** সংসারে পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ। নতুন কোনও কাজ হাতে আসবে। আগুন থেকে সাবধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ২২ জুলাই ২০২৪, ভাঃ ৩১ আষাঢ়, ৬ শাওন, সংবৎ ১ শ্রাবণ বদি, ১৫ মহরম। সূঃ উঃ ৫।৬, অঃ ৬।২২। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ২।৪১। শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ১২।৫৭। প্রীতিযোগ রাত্রি ৯।৫। কৌলবকরণ দিবা ২।৪১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১।৪৪ গতে গরকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ১২।৫৭ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ২।৪১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।৪১ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২৫ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২৩ গতে ১।৪৪ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ১১।৫ গতে উত্তরেও নিষেধ, ২।৪১ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ২।৪১ গতে হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। অদ্য হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্রীশ্রীতারকেশ্বরধামে শ্রাবণীমেলা আরম্ভ। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫৮ মধ্যে ও ১০।২৪ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৫২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১১।১৯ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৩।৩৩ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিমডিমা চা বাগানে পৌনে ১৬ কোটির রাস্তা বেহাল। -সংবাদচিত্র

প্রতিবেশী দেশে যে অশান্তি ও ডামাডোল চলছে, তার আঁচ পড়েছে এদেশেও। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার পড়ুয়ারা বাংলাদেশ ছাড়ছেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর তাঁদের চোখেমুখে লেগে রয়েছে আতঙ্কের ছাপ। আবার বাংলাদেশের অশান্তির প্রভাবেই মাথায় হাত পড়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ট্রাক মালিকদের একটা বড় অংশের। সেইসঙ্গে পাথর পরিবহণের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত এমন কয়েক হাজার কর্মীর পেশাও সংকটের মুখে।

ক্ষতির মুখে তিন হাজার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : সংরক্ষণ ইস্যুতে উত্তপ্ত বাংলাদেশ। পড়শি দেশের উত্তাপের আঁচ লেগেছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। বাংলাদেশে পড়তে যাওয়া বহু পড়ুয়া এখন ফিরে আসছেন ধীরে ধীরে। এদিকে, চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশের যে ব্যবসা চলে, সেটাও বন্ধ শনিবার থেকে। বন্ধ হয়েছে পণ্য পরিবহণ। এবার ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলিপুরদুয়ার জেলার ব্যবসায়ীরা। প্রতিদিন প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাকে রুট করে বাংলাদেশে যায় ভুটানের বোল্ডার ও চিপস পাথর। আলিপুরদুয়ারের ব্যবসায়ীরা যেমন জড়িত, তেমনই আবার প্রচুর গাড়ি পাথর পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত। কিছু গাড়ি দলগাঁও, কয়েকটি আবার বীরপাড়ার।

রবিবার এবিষয়ে জয়গাঁ ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি আনারুল ইসলামের বক্তব্য, 'কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি দিয়ে বাংলদেশে গাড়িগুলো ঢোকে। তবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকায় সেই কাজ হচ্ছে না। তাই গাড়ি যাওয়া বন্ধ। অনেক গাড়ি বর্ডারে গিয়ে আটকে রয়েছে। গাড়ি যাতায়াত এভাবে বন্ধ থাকলে ক্ষতি হবে। গাড়ির মালিক, ড্রাইভার, কর্মী, লোডিংয়ের কাজে থাকা লোক মিলে প্রায় তিন হাজার মানুষ এই ব্যবসার উপর নির্ভরশীল।'

আলিপুরদুয়ারের প্রায় ৩০০ গাড়ি বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে যায়। এই একবার বোল্ডার নিয়ে গেলে আয় হয় ১০ হাজার টাকা। সেই হিসেবে ৩০ লক্ষের ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী আলাদাভাবে বোল্ডার রপ্তানি করেন বাংলাদেশে। তাঁদের ক্ষতি প্রতিদিন প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। সেই গাড়িগুলো নতুন করে ভাড়া পাচ্ছে না। একই জায়গায় রাখতে হচ্ছে। সেখানেই থাকতে হচ্ছে গাড়িচালকদের।

বাংলাদেশে এই রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আলিপুরদুয়ারের আরেক বাসিন্দা উৎপল সরকার বলেন, 'ভুটান থেকে সবাই বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারে না। আমার বিভিন্ন নদী থেকে আগে তুলে রাখা বোল্ডার বাংলাদেশে পাঠাই। এমনিতেই স্লট করে একটি গাড়ির বর্ডার পার করতে অনেকটা সময় লাগে। এবার পুরোপুরি গাড়ি ঢোকা বন্ধ হওয়ায় বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। গাড়ির মালিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।'

আলিপুরদুয়ারের কোনও নদী থেকে বর্তমানে বোল্ডার তোলা হয় না। বর্ষার আগে জলপাইগুড়ি জেলার যে নদীগুলো থেকে বোল্ডার তোলা হয়েছিল সেগুলো বাংলদেশে রপ্তানি করছিলেন ব্যবসায়ীরা। ভুটানের ফুন্টশোলিং, পাশাখা, পাগলি, সামসি এবং গুমটু বর্ডার দিয়ে বোল্ডারবোঝাই গাড়িগুলো এসে চ্যাংরাবান্ধা চেকপোস্ট দিয়ে ঢুকে বাংলাদেশের বুড়িমারি পর্যন্ত যায়। আর ফুলবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে গিয়ে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি রয়েছে গাড়িগুলোর। শনিবার পর্যন্ত যে গাড়ি যেখানে পৌঁছেছিল সেখানেই আটকে রয়েছে। নতুন করে গাড়ি আর লোডিং হচ্ছে না। এই বোল্ডার রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আলিপুরদুয়ারের আরেক ব্যবসায়ী সাহেদ আলির কথায়, 'আমার চাই দ্রুত যেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।'

ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতি

- চ্যাংরাবান্ধা ও ফুলবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে বন্ধ পণ্য পরিবহণ
- ক্ষতির মুখে পড়ছেন আলিপুরদুয়ার জেলার ব্যবসায়ীরা
- প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে
- বোল্ডারবোঝাই গাড়িচালক, গাড়ির মালিক, কর্মী এবং ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়েছেন
- শনিবার পর্যন্ত গাড়ি যেখানে যায়, সেখানেই আটকে দেওয়া হয়
- চালকরাও ওই অবস্থায় সেখানেই রয়েছেন

চ্যাংরাবান্ধায় আটকে বোল্ডারবোঝাই এই গাড়িগুলো।

বিপাকে পাঁচটি চা বাগানের ৫০ হাজার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : ১৫ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বীরপাড়া থানা এলাকায় বানানো হয়েছিল ১৭ কিমি দীর্ঘ পাকা রাস্তা। তৈরির পর ৩ বছর যেতে না যেতেই বেহাল হয়ে পড়েছে সেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ।

এই রাস্তা রয়েছে আবার তৃণমূল পরিচালিত আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁয়ের নির্বাচনি এলাকাতেই। রাস্তাটি তৈরি করেছে মেদিনীপুরের একটি সংস্থা। নির্মাণকাজ শেষের পর ৫ বছর রাস্তাটি দেখভালের দায়িত্বে রয়েছে ওই সংস্থাটিই। এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে আরও ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। তবু রাস্তাটি মেরামতে উদ্যোগ নেই কেন? প্রশ্ন ভুক্তভোগীদের। তবে বৃষ্টি কমলেই রাস্তা মেরামত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ।

৩ বছরেই বেহাল প্রায় ১৬ কোটির রাস্তা

ডিমডিমা চা বাগান থেকে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট থানার কারবালা চা বাগানের সীমানা পর্যন্ত পুনর্নির্মিত ও রাস্তাটির ওপর নির্ভর করেন ডিমডিমা, নাংডালা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া বান্দাপানি চা বাগান ও ভুটান সীমান্ত লাগোয়া বীরপাড়া থানার প্রত্যন্ত কালাপানি গ্রামের কমবেশি ৫০ হাজার মানুষ। বানারহাট এলাকা থেকে রেতি নদী পেরিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে বীরপাড়া যাওয়া যায়। আগেও রাস্তাটি পাকা ছিল। সেটি বেহাল হয়ে পড়ায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে সেটি পুনর্নির্মাণে উদ্যোগ নেয়। কাজ শুরু হয় ২০১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর। শেষ হয় ২০২১ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এদিকে, বছরখানেক যেতে না যেতেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভাঙতে থাকে, জানান স্থানীয়রা। দু'বছর যেতে না যেতেই বিভিন্ন এলাকায় বেহাল হয়ে পড়ায় ডিমডিমা এবং নাংডালা চা বাগান এলাকায় রাস্তাটির বেহাল অংশ ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জোড়াতাপ্পি দিয়ে মেরামত করে সংস্থাটি।

তবে কিছুদিন পর থেকেই পিচের তাপ্পি ফের উঠে যেতে থাকে। বর্তমানে ডিমডিমা এবং নাংডালা চা বাগান এলাকায় ওই রাস্তায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ব্যাপক সমস্যায় সাধারণ মানুষ। জয়বীরপাড়ার গৃহবধূ অলকা কুমারীর কথায়, 'রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই রাস্তা দিয়েই স্কুলে যাতায়াত করে। ভোট এলে সব রাজনৈতিক দলই ভোট চায়। কিন্তু পরিষেবা নেই। বেহাল রাস্তা মেরামতেও উদ্যোগ নেই।'

এই রাস্তা সংস্কার করা হচ্ছে না কেন? জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ ওরাওঁ বলছেন, 'একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছে। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বাস্তুকারের সঙ্গে কথা বলেছি। বৃষ্টি কমলেই রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করা হবে।'

এখন বেহাল এই রাস্তা এড়িয়ে চলেন টোটোচালকরা। এমনই এক টোটোচালক শংকর পাসোয়ানের কথায়, 'বড় বড় গর্তে ভরা রাস্তায় টোটো চালানোই মুশকিল হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন আগে রাস্তায় টোটো উলটে গুরুতর আহত হন এক যাত্রী। তাঁকে বীরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।'

রাস্তা তৈরির কাজ চলাকালীন, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নাংডালা চা বাগানের বাসিন্দারা কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এনিয়ে অশান্তিও হয় ওই চা বাগানে। দায়সারাভাবে কাজ করার অভিযোগ উঠেছিল স্থানীয়দের তরফে।

গদাধর সেতু

সেতু সংস্কারে ফোন 'দিদিকে বলো'-তে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : তিন দশকের পুরোনো বেহাল সেতুটি বিপদসীমা পার করেছে, কিন্তু দু'বছরে সেতু সংস্কার হয়নি। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। গদাধর সেতুর বেহাল দশার ব্যাপারে এর আগে অনেকবার স্থানীয় প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। আশ্বাস মিলেছে, কিন্তু বাস্তবে কোনও ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। তাই এবার আর স্থানীয় প্রশাসনকে নয়, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। শনিবার লোয়ারডাঙ্গির বাসিন্দা শুভময় ভৌমিক শনিবার 'দিদিকে বলো' ফোন নম্বরে ফোন করে বিপজ্জনক গদাধর সেতুর কথা জানান। সেই সঙ্গে সেতুটি যেন দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয়, সেই আর্জিও রেখেছেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের দক্ষিণ ঢালকর এলাকায় অবস্থিত গদাধর নদীর ওপর প্রায় ৫০ ফুট লম্বা সেতুটি প্রায় ৩১ বছর আগে তৈরি হয়। বছর দুয়েক ধরে সেতুটির তথৈবচ অবস্থা। এই বেহাল সেতু নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে ওই এলাকার অন্তত দেড় লক্ষ মানুষ।

শুভময় জানান, পার্শ্বনাথ হাইস্কুলের কাছে সেতুটির খুবই খারাপ অবস্থা। সবটা সবাই জানার পরেও কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি না হওয়ায় সেতু দিয়ে বিনা বাধায় ভারী যানবাহন চলাচল করছে। সেতুর অবস্থা এতটাই বেহাল হয়ে পড়েছে, সেতুটি ভেঙে পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা, বলছেন শুভময়। তাঁর কথায়, 'সেতুর মাঝখানে বড় ফাটল তৈরি হয়েছে। ঢালাই থেকে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে। কোনও গাড়ি গেলে সেতুটি কাঁপতে থাকে। 'দিদিকে বলো' ফোন নম্বরে ফোন করে সবটা জানিয়েছি। আশা করছি, দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।' তিনি জানান, ফোনের অপর প্রান্তে যিনি কথা বলেছেন, তিনি বিষয়টি শুনে নোট করেছেন বলে জানান। আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনা হবে।

স্থানীয় বিমল দাস, ঝুনু সরকারদের গলাতেও আশঙ্কার সুর। ঝুনু বলেন, 'দু'বছর ধরে সেতুটির শোচনীয় দশা। যে কোনও দিন সেতুটি ভেঙে পড়লে অবাক হব না।' এদিকে, সেতুটি ভেঙে পড়লে আলিপুরদুয়ার জেলা শহরের সঙ্গে মাঝেরডাবরি এবং তুরতুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত পাঁচটি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সবটা জানার পরেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। আলিপুরদুয়ার-২'এর বিডিও নিমা শেরিং শেরপা অবশ্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এবার 'দিদিকে বলো'-তে জানিয়ে গদাধর সেতুর ভোল বদলায় কি না, সেটাই দেখার।

ভাঙার অপেক্ষায়

- ৩১ বছরের পুরোনো গদাধর সেতুর গত দু'বছর ধরে বেহাল অবস্থা
- সেতুর মাঝখানে বড় ফাটল তৈরি হয়েছে, ঢালাই থেকে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে
- কোনও গাড়ি গেলে সেতুটি কাঁপতে থাকে, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা

বাইক সহ যন্ত্রপাতিতে ভরা

যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে চলে তাস খেলা

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২১ জুলাই : নামে যাত্রী প্রতীক্ষালয়, অথচ তা কখনও বাইকস্ট্যান্ড, আবার কখনও তা তাস খেলার জায়গা। ফালাকাটা থেকে জটেশ্বরগামী জাতীয় সড়কের ওপর রয়েছে মুজনাই বাসস্টপ। সেই বাসস্টপের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভেতরে দীর্ঘদিন থেকে চলে তাস খেলা। ফাঁকা সময়ে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভেতরে রাখা হয় মোটর সাইকেল সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। তাই যাত্রীদের কার কোনও কাজে লাগে না সেই ছাউনি। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ জমছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

স্থানীয়রা বলছেন, ব্যস্ত জনপদে যাত্রী প্রতীক্ষালয় দখল করে তাস খেলার পাশাপাশি চলে হইহট্টগোল, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও। কোনও মহিলাকে বাসস্টপে গাড়ির জন্য দাঁড়াতে হলে তো রীতিমতো সমস্যায় পড়তে হয়। যাত্রী প্রতীক্ষালয় দখল করে এভাবে কতদিন চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকায়। স্থানীয় কলেজ পড়ুয়া সুস্মিতা রায় বলেন, 'টিউশন কিংবা কলেজে যেতে হলে মুজনাইয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মুজনাইয়ে বাসস্টপে যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকলেও যাত্রীরা ব্যবহার করতে পারেন না।'

জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মুজনাই সেতু এলাকায় রয়েছে মুজনাই বাসস্টপ। সেখানে ক্ষীরেরকোট, দক্ষিণ ডালিমপুর, কাঁঠালবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ গাড়ি ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও এই বাসস্টপে দাঁড়ান। তাঁরা কিন্তু ওই যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে অপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ সেখানকার একমাত্র যাত্রী প্রতীক্ষালয় তো দিনের বেশিরভাগ সময় থাকে তাস খেলুড়েদের দখলে। অভিযোগ, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের ভেতরে মোটরবাইক, সাইকেল, টেবিল, চেয়ার সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম দিয়ে ভর্তি করে রাখা হয়েছে। গাড়ি ধরার জন্য অপেক্ষা করবেন কী, বৃষ্টি পড়লে সেখানে একজন মানুষের দাঁড়ানোর জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকে না বলে অভিযোগ।

মুজনাই বাসস্টপ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শশীমোহন বর্মনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এটিই নাকি মুজনাই এলাকার একমাত্র যাত্রী প্রতীক্ষালয়। তার এই দুরবস্থা নিয়ে সরব হয়েছেন শশীমোহন। এলাকার বাসিন্দা নীলিমা মণ্ডল বললেন, 'মুজনাই বাসস্টপের যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে বসে সারাদিন তাস খেলা ও হইচই চলে। ভেতরটা গাড়ি, সাইকেল দিয়ে ভর্তি থাকে। পা রাখার জায়গা হয় না।'

ডিমডিমা চা বাগানে পৌনে ১৬ কোটির রাস্তা বেহাল। -সংবাদচিত্র

রাঙ্গালিবাজনায় মহাসড়কে দুর্ঘটনা

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ জুলাই : চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলায় একটি মালবাহী ছোট গাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে থেকে নীচে পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে রবিবার ভোররাতে। গাড়িটি শিলিগুড়ি থেকে আমবোঝাই করে বারবিশার দিকে যাচ্ছিল। চালকের পাশে বসা এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ির পণ্যের মালিক সৈনিক দত্ত বলেন, 'হঠাৎ গাড়িটির সামনে এক মহিলা চলে আসেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে পাশ কাটানোর চেষ্টা করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারান চালক।' স্থানীয়রা জানালেন, রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে এক মানসিক ভারসাম্যহীন ভবঘুরে মহিলা থাকেন। সম্ভবত তিনিই গাড়িটির সামনে চলে এসেছিলেন বলে সন্দেহ স্থানীয়দের। এদিন সকালবেলা ক্রেন দিয়ে গাড়িটিকে তুলে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

হাতির হানায় চৌকিতে ভেঙে পড়ল দেওয়াল

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : ফালাকাটার দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি। মাদারিহাট রেঞ্জের খয়েরবাড়ি ফরেস্ট থেকে দাঁতালটি প্রতি রাতেই বেরিয়ে দেওগাঁওয়ের লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। শনিবার রাত সওয়া ১টা নাগাদ পূর্ব দেওগাঁওয়ের মহিরউদ্দিন মিয়াঁর বাড়িতে হাতিটি হানা দেয়। পরিযায়ী শ্রমিক মহিরউদ্দিন রুজির সংস্থানে ভুটানে রয়েছেন। বাড়িতে রয়েছেন তাঁর মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। রাতে একটি চৌকিতে ঘুমিয়ে ছিলেন মহিরুদ্দিনের মা আজিতন্নেসা এবং তাঁর দুই নাবালক ছেলেমেয়ে। হাতির উপস্থিতি টের পেয়ে কোনওরকমে নাতি-নাতনিকে সরিয়ে নেন আজিতন। পরমুহূর্তেই চৌকির ওপর ভেঙে পড়ে দেওয়ালটি।

রবিবার ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়েন বন দপ্তরের দক্ষিণ খয়েরবাড়ির বিট অফিসার প্রকাশ সুব্বা। অবশ্য তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে। এদিকে আজিতন বলেন, 'নামমাত্র টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ভালো। আমরা নিরাপত্তা চাই। রাতে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি।' এলাকায় লাগাতার হাতির হানায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনও। তাঁর অভিযোগ, লাগাতার ক্ষয়ক্ষতি হলেও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না ক্ষতিগ্রস্তরা।

ওঁরা এখনও ভ্যানরিকশা আঁকড়ে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : বছর পঁয়তাল্লিশের নারায়ণ বর্মনের এখনও সঙ্গী ভ্যানরিকশা। তবে টোটো, অটোর প্রভাবে এখন তো আর ওই ভ্যানরিকশায় যাত্রী ভাড়া হয় না। অন্য ভাড়াও মেলে না। কয়েক বছর ধরে ফালাকাটা কৃষক বাজারই যেন নারায়ণের কাছে সহায়। এই বাজারের আশপাশের রাস্তা, গলিতে প্রায় দেখা যায় তাঁকে। আবার বাজার সংলগ্ন ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের দোলং নদীর ধারেও তাঁর দেখা মেলে। নারায়ণের বাড়ি হল ফালাকাটার হাটখোলায়। তবে রোজগারের উৎস কৃষক বাজার ও রাস্তার ধার। ফালাকাটা শহরের এক শ্রেণির মানুষ রাস্তার ধারে জঞ্জাল ফেলে দেন। আবার কৃষক বাজারের আশপাশেও পড়ে থাকে জঞ্জাল। সেইসব জঞ্জাল ঘেঁটে প্লাস্টিকের বোতল সহ অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন নারায়ণ। সেগুলি ভ্যানরিকশায় বহন করে কারখানায় বিক্রি করেই তাঁর সংসার চলে। দিনে কতটা রোজগার হয় জানতে চাইতেই নারায়ণ বললেন, 'প্লাস্টিকের বোতল পনেরো টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এক বস্তায় ২০ কেজি বোতল বা অন্য প্লাস্টিকের সামগ্রী ধরে। রোজ গড়ে তিন-চারশো টাকা রোজগার হয়।' তাঁর আরও সংযোজন, 'এতেই সংসার চলে যায়। স্ত্রী কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে। এক ছেলেকে স্কুলে পড়াচ্ছি। আমার এই রোজগারেই দুজনের সংসার চলে যায়।'

আবার রাইচেঙ্গার বছর পঞ্চাশের নিত্য মণ্ডলও আগে ভ্যানরিকশায় যাত্রী বা পণ্য পরিবহণ করতেন। দিব্যি চলে যেত সংসার। কিন্তু টোটোর দাপটে তাঁকেও পেশা বদলাতে হয়। অবশ্য ভ্যানরিকশার মায়া ছাড়তে পারেননি। এখন তিনি গ্রামীণ হাট, বাজারে ফল বিক্রি করেন। আর এজন্য অন্যের গাড়ি তাঁকে ভাড়া নিতে হয় না। ফালাকাটা শহরে ভ্যানরিকশা নিয়ে গিয়ে পাইকারি বাজার থেকে ফল কিনে আনেন। তারপর গ্রামের খুচরো বাজারে বিক্রি করেন। নিজের ভ্যানরিকশা থাকায় পরিবহণ বাবদ তাঁর ব্যয় হয় না। নিত্য মণ্ডল বললেন, 'ভ্যানরিকশার মায়া ছাড়তে পারিনি। তাই পেশা বদলালেও ভ্যানরিকশাকে সঙ্গী করেই রোজগার করছি।'

একই পরিস্থিতি কালীপুর গ্রামের সাধন রায়ের। একসময় ভ্যানরিকশা নিয়ে দিনভর ব্যস্ত ছিলেন সাধন। গ্রামের যে কোনও পরিবহণের ক্ষেত্রে ডাক পড়ত তাঁর। কিন্তু বছর দশেকের মধ্যে সেই ছবিটা বদলেছে। তবে সাধনও পেশা বদলালেও ভ্যানরিকশা ছাড়তে পারেননি। তিনি এখন সবজি বিক্রি করেন। আর এক্ষেত্রেও তাঁর সঙ্গী ভ্যানরিকশা। ফালাকাটা কৃষক বাজারে গিয়ে পাইকারি দরে নিজের ভ্যানরিকশায় সবজি নিয়ে আসেন। তারপর গ্রামের খুচরো হাট, বাজারে তা বিক্রি করেন। এভাবেই চলছে সংসার। আর বছর পঁয়তাল্লিশের সাধন রায়ের বক্তব্য, 'টোটো কেনার সামর্থ্য নেই। তাই যতদিন বেঁচে আছি ভ্যানরিকশাকে সঙ্গী করেই থাকব। এর মায়া ছাড়তে পারব না।'

প্লাস্টিকের সামগ্রী কুড়োচ্ছেন নারায়ণ বর্মন। পাশেই সঙ্গী নিজের ভ্যানরিকশা। ফালাকাটা কৃষক বাজারের রাস্তার ধারে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুনে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, পুনে - এর একজন বাসিন্দা ধানপাল রিখাবচান্দ পালেশা - কে 23.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 69J 24413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি অসংখ্য মানুষকে কোটিপতি বানিয়ে আর্থিক স্থিতাবস্থা উন্নতি করেছে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিততে আমাদের বেশি পরিমাণ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে কিছু পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ভাগ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

বনধের ডাক প্রত্যাহার

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেবেন পোলট্রি ব্যবসায়ীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : পোলট্রি পরিবহণের গাড়ি থেকে পুলিশ টাকা তোলে, এই অভিযোগে ব্যবসা বনধের ডাক দিয়েছিলেন শনিবার। রবিবার অবশ্য সেই বনধ তুলে নিয়েছেন। এবার এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন পোলট্রি ব্যবসায়ীরা। সোমবার সেই চিঠি ই-মেল মারফত পাঠানো হবে। মঙ্গলবার আবার এই বিষয় নিয়ে আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপারকেও চিঠি দিতে চলেছেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গ পোলট্রি ফেডারেশনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সম্পাদক পিনাকীরঞ্জন অধিকারীর বক্তব্য, 'শনিবার ব্যবসা বন্ধ রেখেছিলেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের নিয়ে বৈঠক করি। পুলিশের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেটা মেটানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হবে। জেলা প্রশাসনকেও জানানো হবে।'

পোলট্রি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, আর কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় দুর্গাপুজোর চাঁদা তোলা শুরু হয়ে যাবে। পুলিশের তোলাবাজি, সেইসঙ্গে চাঁদার জুলুমে তাঁদের পক্ষে ব্যবসা করাই মুশকিল হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা। আর তার প্রভাব শেষপর্যন্ত কিন্তু পড়বে আমআদমির উপরই। পোলট্রি পরিবহণে খরচ বাড়লে সেই বাড়তি টাকার চাপ গিয়ে পড়বে ক্রেতাদের উপরই। পুজোর আগে মুরগির মাংসের দাম বাড়তে পারে।

দাম যাতে না বাড়ে, সেজন্য এই টাকা তোলার বিষয়টি আগে থেকেই নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সেজন্য আগে থেকেই বিভিন্ন জায়গায় দরবার করছেন ব্যবসায়ীরা। পুলিশ কিন্তু তোলাবাজির অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তারা আবার এসব পোলট্রি গাড়ির বিরুদ্ধে নথি ছাড়াই গাড়ি চালাবার অভিযোগ করেছে। অভিযোগ, পোলট্রি বহনকারী গাড়িগুলোর প্রয়োজনীয় 'হেন ক্যারিয়ার পারমিট' থাকে না। থাকে না লাইভ স্টক পারমিটও। এছাড়াও অনেক সময় গাড়িগুলোয় ওভারলোডিংও থাকে।

সঠিক কাগজ না থাকায় সেই সুযোগে গাড়িগুলো আটকায় পুলিশ। তোলাবাজির সুযোগ তৈরি হয়। যদিও এই বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পরিবহণ দপ্তরের। সেই দপ্তর থেকেও আবার মাঝেমধ্যেই এই গাড়িগুলো আটকে জরিমানা করা হয়। আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ১৫০টি গাড়ি পোলট্রি পরিবহণে যুক্ত। তার মধ্যে ১২০টি গাড়িরই সঠিক কাগজ নেই বলে অভিযোগ।

সঠিক নথিপত্র ছাড়াই যে অনেক গাড়ি চলছে, সেই অভিযোগ কিন্তু মেনে নিয়েছেন পোলট্রি ব্যবসায়ীরাও। তবে তাঁদের অভিযোগ, পাশের জেলা কোচবিহার বা শিলিগুড়ি আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর থেকে ওই হেন ক্যারিয়ার পারমিট দেওয়া হলেও আলিপুরদুয়ার থেকে সেটা দেওয়া হয়নি।

সেই অভিযোগ আবার উড়িয়ে দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের আরটিও সুশোভন মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'ওই পারমিটের জন্য আবেদন করার পর গাড়ি নিয়ে আসতে হয়। সেটা দেখে পারমিট দেওয়া হয়। সঠিক নিয়ম মেনে আবেদন করলে অবশ্যই পারমিট দেওয়া হবে।'

ব্যবসায়ীরা বলছেন

- বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ তোলাবাজি করে
- অভিযোগ জানিয়েও কাজ হচ্ছে না
- পুজোর সময় চাঁদার জুলুমও থাকে
- এসবের জন্যই মুরগির দাম বাড়ে

প্রশাসন বলছে

- বেশিরভাগ গাড়ির হেন ক্যারিয়ার পারমিট থাকে না
- থাকে না লাইভ স্টক পারমিটও
- ১৫০টি পোলট্রি বহনকারী গাড়ির মধ্যে ১২০টিরই সঠিক কাগজ নেই

চা শ্রমিককে পিষে মারল হাতি

জঙ্গল ঘেঁষা চা বলয়ে হাতির হানা কোনও নতুন ঘটনা নয়। এসব জায়গায় হাতি মানেই মূর্তিমান আতঙ্ক। কিন্তু গত কয়েকমাসে সেই আতঙ্ক যেন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতির হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন একের পর এক গ্রামবাসী। বন দপ্তরের নজরদারি, বাসিন্দাদের সতর্কতা, কিছুই যেন কাজে লাগছে না।

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২১ জুলাই : ফের বুনো হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কার্তিকা জঙ্গল লাগোয়া কার্তিকা চা বাগানের চিরলাইনে মৃত্যু হল এক চা শ্রমিকের। মৃতের নাম পিলাতুস বাঘোয়ার (৪২)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি শনিবার ভোররাতে ঘর থেকে বেরিয়ে শৌচাগারে যান। শৌচাগার থেকে বেরিয়ে হাতি দেখে ছুটে ঘরে ঢুকতে যান। সেই সময়ই ছুটে এসে হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে ফেলে পিষে দেয়। দ্রুত জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। এই নিয়ে মাত্র দু'মাসের মধ্যে শামুকতলা থানা এলাকায় বুনো হাতির হানায় চার গ্রামবাসীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

গত ১ জুন মৃত্যু হয় এক আদিবাসী বৃদ্ধের। শামুকতলা থানার চুনিয়াঝোরা চা বাগানের আদিবাসী মহল্লার এতোয়া মুন্ডা নামে ৫৫ বছরের এক প্রবীণকে পিষে মারে বুনো হাতি।

হাতির হানায় পরপর মৃত্যুর ঘটনায় এখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া গ্রাম এবং চা বাগানগুলির বাসিন্দাদের মধ্যে। গত ২০ মে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রায়ডাক জঙ্গল লাগোয়া উত্তর রামপুর গ্রামের হোকনাথ রাভা (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ প্রাণ হারান হাতির হানায়।

গত ২৪ মে শামুকতলা থানার দাসপাড়া এলাকার দুলাল সূত্রধর (৫৮) নামে এক কাঠমিস্ত্রির মৃত্যু হয় হাতির হানায়। কোহিনুর চা বাগান থেকে ফেরার পথে তাঁকে আক্রমণ করে বুনো হাতি। তিনি সাইকেলে ফিরছিলেন। বনকর্মীদের অনুমান, রাতে বাড়ি ফেরার পথেই বুনো হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। তখনই তাঁর ওপর আক্রমণ চালায় হাতি। প্রতি রাতেই বুনো হাতি হানা দিচ্ছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রাম এবং চা বাগানগুলিতে। ঘরবাড়ি এবং ফসলের ক্ষতি করছে। এতে আতঙ্ক আরও বেড়ে গিয়েছে শামুকতলা থানায় এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ঘর ভেঙে মজুত করা চাল, ডাল, আটা, লবণ খেয়ে নিচ্ছে হাতি। গ্রামবাসীর অভিযোগ, বুনো হাতির দল প্রতিনিয়ত গ্রামে ঢুকে খেতের ক্ষতি করে। মাঝেমধ্যে দু'একটি ঘরেরও ক্ষতি করে। কিন্তু বুনো হাতির এমন আক্রমণাত্মক স্বভাব রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

কার্তিকা চা বাগান এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ শা জানান, বুনো হাতির হানা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের কাছে একটি বড় সমস্যা। কিন্তু গত কয়েকদিন বুনো হাতির হানা যেভাবে হচ্ছে তাতে বনবস্তি, চা বাগান এবং প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামবাসীরা সত্যিই ভীষণ আতঙ্কিত। বন দপ্তর বুনো হাতির হানা ঠেকাতে সক্রিয় হচ্ছে। কিন্তু তাতে বুনো হাতির হানা কমছে না।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের (পূর্ব) উপ-ক্ষেত্র আধিকারিক দেবাশিস শর্মা বলেন, 'বুনো হাতির হানা ঠেকাতে রাতে টহল বাড়ানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রাখছি।'

পিলাতুস বাঘোয়ারের সমাধিতে শেষশ্রদ্ধা। রবিবার কার্তিকা চা বাগানে।

পরপর মৃত্যু

- ২০ মে রায়ডাক জঙ্গল লাগোয়া উত্তর রামপুর গ্রামের হোকনাথ রাভা (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ প্রাণ হারান হাতির হানায়
- ২৪ মে শামুকতলা থানার দাসপাড়া এলাকার দুলাল সূত্রধর (৫৮) নামে এক কাঠমিস্ত্রির মৃত্যু হয় হাতির হানায়
- ১ জুন শামুকতলা থানার চুনিয়াঝোরা চা বাগানের এতোয়া মুন্ডা (৫৫)-কে পিষে মারে বুনো হাতি
- শনিবার ভোররাতে হাতির হানায় প্রাণ হারান পিলাতুস বাঘোয়ার (৪২)

ঘরের দরজা বন্ধ করে গোরু চুরি খাউচাঁদপাড়ায়

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : একেবারে গৃহবন্দি করে চুরি! ঘটনাটি ফালাকাটা ব্লকের খাউচাঁদপাড়ার। শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার পাঁচশো মিটারের ব্যবধানে শনিবার রাতে দুটি বাড়ি থেকে সাতটি গোরু চুরি হয়। দুটি পরিবারই রবিবার ফালাকাটা থানায় লিখিতভাবে চুরির অভিযোগ জানিয়েছে। ফালাকাটা থানার আইসি সমিত তালুকদার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।' প্রথম বাড়িটির মালিক গোবিন্দ মল্লিক জানান, শনিবার রাতে চুরির সময় দুষ্কৃতীরা বাড়ির দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়। তারপর বিনা বাধায় গোয়াল থেকে গোরু নিয়ে চম্পট দেয়। গোরু ডাকার আওয়াজ শুনেও দরজা বন্ধ থাকায় ঘর থেকে বেরোতে পারছিলেন না বাড়ির কেউ। পরে ঘরের জানলা দিয়ে যখন বাইরে বের হন, তখন দুষ্কৃতীদের আর হদিস পাননি। এভাবে যে চুরির ঘটনা ঘটবে, সেটা বুঝতেই পারেননি। গোয়াল থেকে দুটি গাভি এবং দুটি বাছুর চুরি হয়েছে বলে জানালেন গোবিন্দ। প্রতিদিন একটি গাভি ৬-৭ লিটার করে দুধ দিত। সেই দুধ বিক্রি করে সংসার চলে। তাঁর কথায়, 'এখন কীভাবে সংসার চলবে, বুঝতে পারছি না। দুটি গাভি এবং বাছুরের দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা হবে। থানায় জানিয়েছি। আমার বিশাল বড় ক্ষতি হয়ে গেল।'

গোবিন্দর বাড়ি থেকে পাঁচশো মিটার দূরে বাড়ি নারায়ণ মণ্ডলের। তবে তিনি রাতে বুঝতেই পারেননি যে গোরু চুরি হয়েছে। রবিবার সকালে গোয়াল থেকে গোরু বের করতে গিয়ে দেখেন গোরু নেই। তাঁর গোয়াল থেকে দুটি গাভি এবং একটি বাছুর চুরি গিয়েছে। নারায়ণ বলেন, 'এদিন সকালে যখন বুঝতে পারি, তখন তো আর কিছু করার নেই। অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। আমাদের ধারণা, এই গোরু বাইরে পাচারের জন্য চুরি করা হয়েছে।' স্থানীয়দের দাবি, চার চাকার গাড়ি করে দুষ্কৃতীরা এলাকায় চুরি করতে আসে। যাতায়াতের রুট হিসেবে তারা ব্যবহার করে নয়মাইল-কুঞ্জনগর রোড। এদিকে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, এভাবে গ্রামের দুটি বাড়ি থেকে গোরু চুরির নেপথ্যে স্থানীয় যোগসূত্র রয়েছে। তা নাহলে বাইরের দুষ্কৃতীরা এভাবে গোরু চুরি করতে পারত না। আপাতত দুই পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

'ডাবল' চুরি

- খাউচাঁদপাড়ায় পাঁচশো মিটারের ব্যবধানে শনিবার রাতে দুটি বাড়ি থেকে সাতটি গোরু চুরি হয়েছে
- গোবিন্দর ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দুষ্কৃতীরা দুটি গাভি এবং দুটো বাছুর নিয়ে চম্পট দেয়
- চুরি টের পেলেও ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় চুরি আটকানো যায়নি

আলো-ছায়ায়।। *গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন পীযূষ সরকার।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

শহিদ দিবস পালন

কালচিনি, ২১ জুলাই : শহিদ দিবস কর্মসূচিতে কালচিনি ব্লকের অনেক নেতা-কর্মীই যেতে পারেননি। তবে তাঁরা ব্লকেই দিনটি পালন করলেন। রবিবার তৃণমূলের কালচিনি ব্লক কার্যালয়ে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন দলের কালচিনি ব্লক সাধারণ সম্পাদক হায়দর আনসারি, ব্লক সহ সভাপতি ওমদাস লোহরা সহ অন্য নেতারা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের লতাবাড়ি অঞ্চলের তরফে দিনটি পালিত হয় হ্যামিল্টনগঞ্জে। সংগঠনের লতাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি ষষ্ঠী চক্রবর্তী, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সায়ন ঘোষ সহ অন্যরা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনটি পালন করেন। আলিপুরদুয়ার জেলা ও কালচিনি ব্লক যুব কংগ্রেসের তরফে দিনটি পালিত হয় কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক কার্যালয় নিমতি দোমোহনিতে। সেখানে ১৩ জন শহিদকে স্মরণ করে ১৩টি গাছের চারা রোপণ করা হয়। ছিলেন জেলা যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি অভিষেক গজমের, সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি সুজিত তপাদার প্রমুখ।

দুর্ঘটনায় জখম

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : রবিবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন এক তরুণ। ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাইনবোর্ড এলাকায়। এদিন সকালে নিজের বাইকে করে আলিপুরদুয়ারে দাদুর বাড়িতে যাচ্ছিলেন গণেশ বর্মন (২৮) নামে ওই তরুণ। বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের সাকালুরহাট এলাকায়। সাইনবোর্ড এলাকায় একটি পথকুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে রাস্তায় পড়ে যান তিনি। পায়ে চোট পেয়েছেন। স্থানীয়দের তরফে তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রশিক্ষণকেন্দ্র উদ্বোধন

শামুকতলা, ২১ জুলাই : শামুকতলা ক্যারাটে অ্যাকাডেমির নতুন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন হল রবিবার। শামুকতলা বাজারের বজরং ভবনে এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। ছোট থেকে তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এই কেন্দ্রে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তত ২০০ জন ছিলেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালতী মেরি মারান্ডি, শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে, সভাপতি বজরং বুচ্চা, প্রশিক্ষক চন্দন দেবনাথ এবং অন্যরা।

টুকরো খবর

ময়নাতদন্ত

কালচিনি, ২১ জুলাই : শনিবার বিকেলে কালচিনির সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান থেকে দুটি পূর্ণবয়স্ক বাইসনের দেহ উদ্ধার করে বন দপ্তর। রবিবার রাজাভাতখাওয়া প্রাণী হাসপাতালে বাইসন দুটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এখনও বন দপ্তরের তরফে প্রকাশ করা হয়নি। শনিবার গভীর রাতে বাইসন দুটির দেহ উদ্ধার করে রাজাভাতখাওয়া প্রাণী হাসপাতালে নিয়ে যান হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জের বনকর্মীরা। বন দপ্তর জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে বাইসন দুটোর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

ইউনিট সম্মেলন

সোনাপুর, ২১ জুলাই : ১০ অগাস্ট আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বীরপাড়ায় শুরু হবে ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্মেলন। সেজন্যই বিভিন্ন জায়গায় লোকাল সম্মেলন ও ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রবিবার আলিপুরদুয়ার পশ্চিম-২ লোকাল কমিটির অন্তর্গত বঞ্চুকামারি ইউনিট সম্মেলন হয়। দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এই সম্মেলন শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয় আলোচনার সঙ্গে নতুন কমিটিও তৈরি হয়।

মশারি বিলি

কালচিনি, ২১ জুলাই : পতঙ্গবাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে মশারি বিলির উদ্যোগ নিলেন কোচবিহারের সমাজকর্মী দীপঙ্কর মণ্ডল। রবিবার কালচিনি ব্লকের নিমতি দোমোহনির একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ময়দানে প্রায় ৮০ জন বাসিন্দার হাতে মশারি তুলে দেন দীপঙ্কর। তাঁর এই উদ্যোগে অনেকেই তাঁকে সহযোগিতা করেন।

মুজনাই নদীতে মরা মাছ ধরার হিড়িক

বিষক্রিয়ার 'বলি' মাছ, কাঁকড়া

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ২১ জুলাই : রবিবার ভোরবেলা মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগান এলাকা থেকে শুরু করে রাঙ্গালিবাজনা এমনকি দক্ষিণ খয়েরবাড়ি এলাকাতেও হাজার হাজার মাছ জলে ভাসতে থাকে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এদিন সকাল থেকে নদীতে মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যায়। বড় বড় বোয়াল, খট্টি, দাড়াঙ্গি, চিংড়ি, বাইন মাছ থেকে শুরু করে মৃত অবস্থায় ভাসতে দেখা যায় নানা আকৃতির কাঁকড়া। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাছ ধরতেই কে বা কারা নদীর জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। বিষক্রিয়ার জেরে বেশ কয়েক মাস ওই এলাকায় মুজনাই নদীতে মাছ পাওয়া যাবে না বলেই বক্তব্য মৎস্যপ্রেমীদের। ঘটনায় সমস্যায় পড়লেন পেশাদার মৎস্যজীবীরাও।

মুজনাই বাগানের গোপাল সাউয়ের কথায়, 'ভোরবেলা ঘটনার কথা শুনতে পাই। এধরনের কার্যকলাপ একেবারেই বরদাস্ত করা যায় না।' রায়পাড়ার কিশোর নবীন রায়, অদীত রায়দের প্রচুর খট্টি, দাড়াঙ্গি মাছ ধরতে দেখা গিয়েছে। দেবেন্দ্রপুরের কিশোরী বীথিকা রায়, পুষ্পিতা রায়, তিথি রায়রা এসে মাছ কুড়িয়ে নিয়ে যায়। মুন্ডাপাড়ার এক ব্যক্তি দুটি বোয়াল মাছ পান। দুটিরই ওজন প্রায় ১১ কেজি।

কাজিপাড়ার আমানুর রহমানের কথায়, 'বিরাট ক্ষতি হল। এখন কয়েক মাস আর নদীতে মাছ পাওয়া যাবে না।'

এদিকে, বিষক্রিয়ায় মৃত মাছ খেলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, মেনে নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে। তবে রবিবার সকালে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথিতে ওই মাছ বিক্রিও হতে দেখা গিয়েছে। মুন্ডাপাড়ার মরা মুন্ডা নদী থেকে মাছ কুড়িয়ে রাঙ্গালিবাজনা চৌপথি বাজারে বিক্রি করেন অনেকে। এলাকার প্রদীপ রায় ওই মাছ কেনেনও।

দেবেন্দ্রপুরের সুভাষ রায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে মাছ ভাসতে দেখে নেমে পড়েন নদীতে। বড় আকারের বাইন মাছ পান তিনি। তাঁর কথায়, 'বিষক্রিয়ায় মারা মাছ খেলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি জানি। কিন্তু মাছ দেখে যে লোভ ধরে রাখতে পারছি না। তবে বিষ প্রয়োগকারীরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। প্রশাসনের আইনি পদক্ষেপ করা দরকার।'

জানা গিয়েছে, দেবেন্দ্রপুরের শ্যাম রায় একাধিক বড় মৃত বোয়াল মাছ পান নদীতে। শুধু মাছ নয়, প্রচুর কাঁকড়াও মরে পড়ে থাকতে দেখা যায় বিষক্রিয়ায়। এদিন নদী থেকে মৃত কাঁকড়া কুড়িয়ে দেখান বিশ্বজিৎ তালুকদার। পণ্ডিতপাড়ার চুনুলাল ওরাওঁ বলেন, 'আমি বাইন মাছ পেয়েছি। ছেলেরাও পেয়েছে। তবে বিষ প্রয়োগের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এভাবে নদীতে মাছ কমে যাচ্ছে।'

এদিকে, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি এলাকার পাগলির জাম্পোই নামে একটি বড় নালার জলেও বিষ মিশিয়ে মাছ ধরার খবর মিলেছে। কিন্তু কারা এই কাজ করল তা এলাকার কেউ বুঝতে পারেননি।

বিষক্রিয়ায় মরা মাছ হাতে দুই খুদে। রবিবার। - সংবাদচিত্র

মুজনাইতে মরা মাছের খোঁজে।

ক্ষুব্ধ মৎস্যজীবীরা

- বিষক্রিয়ায় মরা মাছে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রচুর
- রবিবার ভোরবেলা নদীতে ভাসতে দেখা যায় মরা মাছ ও কাঁকড়া
- এই বিষক্রিয়ার ফলে কয়েক মাস আর মাছ ধরা যাবে না বলে জানাচ্ছেন মৎস্যজীবীরা
- নদীতে এভাবে মাছ কমে যাওয়ায় তাঁদের পেশায় টান পড়েছে

পদ্মের সার্চলাইট বিলিতে প্রশ্ন

ফালাকাটা ও রাঙ্গালিবাজনা, ২১ জুলাই : ফালাকাটার ময়রাডাঙ্গা, শালকুমার ও দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বুনো হাতির হানা অব্যাহত। হাতির হানায় প্রায় রাতেই ভাঙছে ঘরবাড়ি। মৃত্যু হচ্ছে বাসিন্দাদেরও। জলদাপাড়া ও দক্ষিণ খয়েরবাড়ি জঙ্গল লাগোয়া বাসিন্দাদের সুরক্ষা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। এদিকে বিজেপির দাবি, তৃণমূল পরিচালিত প্রশাসন স্থানীয়দের হাতি তাড়ানোর সরঞ্জাম বিলিতে স্বজনপোষণ করছে। তাই রবিবার ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন নিজের টাকা দিয়ে কিনেই সার্চলাইট বিলি করেন। মোট ২০০টি সার্চলাইট বিলির উদ্যোগ নিয়েছেন বিধায়ক। তবে তৃণমূলের পালটা, বিধায়ক কোনও উন্নয়ন করেননি। এখন রাজনীতি করছেন। যা নিয়ে দুই ফুলের তর্জা তুঙ্গে উঠলেও সার্চলাইট পেয়ে সাধারণ মানুষ অবশ্য খুশি।

দীপকের কথায়, 'তৃণমূল পরিচালিত যৌথ বন পরিচালন কমিটি বন লাগোয়া বাসিন্দাদের সুরক্ষার প্রশ্নে এসব সরঞ্জাম বিলির ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ করে। যেসব বাসিন্দার সার্চলাইটের মতো সরঞ্জাম পাওয়া উচিত তাঁরা পাচ্ছেন না। অনেক সময় এসব সার্চলাইট বাজারেও বিক্রি হচ্ছে।' বিধায়কের সংযোজন, 'হাতির হানাও অব্যাহত। ঘরবাড়ি, জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। প্রাণহানি ঘটছে। কোনও কিছুই রুখতে পারছে না প্রশাসন। তাই ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে কিনেই প্রাথমিক সুরক্ষার জন্য ২০০টি সার্চলাইট বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তবে বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ দীপক সরকারের কথায়, 'গত তিন বছরে বিধায়ক কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। ২১ জুলাই আমাদের দলের সব নেতাই কলকাতায়। তাই এদিন কিছু সার্চলাইট বিলির মাধ্যমে বিধায়ক রাজনীতি করলেন।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'যৌথ বন পরিচালন কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবেই বন লাগোয়া বাসিন্দাদের সব পরিষেবা দেওয়া হয়। সমবণ্টন করা হয়। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ।' তবে সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ করার পালটা দাবি তুলেছেন দীপক।

এদিন সকালে দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলি গ্রামে বিজেপির ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রঞ্জন বর্মনের বাড়িতেই সার্চলাইট বিলি করা হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে দলের ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রের সংযোজক জয় সূত্রধর বলেন, 'এই বিধানসভার কিছু এলাকায় লাগাতার হাতির হানা অব্যাহত। বিধায়কের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেই সব জায়গার বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে এদিন সার্চলাইট বিলি করা হয়। আগামীতেও এই কর্মসূচি চলবে। কারণ, বন সংলগ্ন এলাকার মানুষ সুরক্ষার জন্য যা যা পাওয়া প্রয়োজন তা পাচ্ছেন না।' রঞ্জনেরও একই বক্তব্য। জানা গেল, এদিন বিধায়ক ময়রাডাঙ্গা, শালকুমার ও দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের পঞ্চাশটি সার্চলাইট বিলি করেন। তবে এদিন রমেশ বর্মন, বিকাশ বর্মন, দুলাল বিশ্বশর্মার মতো বাসিন্দারা বলছেন, 'রাতের অন্ধকারে হাতির গতিবিধি বুঝতে এই সার্চলাইট অনেকটাই সহায়ক হবে।'

সার্চলাইট বিলি করছেন বিধায়ক দীপক বর্মন। রবিবার। ফালাকাটার বেলতলি গ্রামে।

গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

জটেশ্বর, ২১ জুলাই : খগেনহাটের ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির পরিচালনায় খগেনহাটের প্রসেনজিৎ রায়ের বাড়িতে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ১৯তম ব্যাসপুজো ও ভক্তসম্মিলনি অনুষ্ঠান হয়। রবিবার সকাল থেকে প্রসেনজিৎ রায়ের বাড়িতে ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির সদস্য সহ সকল ভক্তদের ভিড় জমে। খগেনহাটের ঠাকুর পঞ্চাননের মূর্তিতে মাল্যদান করে দিনটির সূচনা করেন সংগঠনের সদস্যরা। পরে একটি যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। খগেনহাট ঠাকুর পঞ্চানন স্মৃতি সমিতির সহ সভাপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'পূর্ণিমায় জগৎগুরু ব্যাসদেবকে স্মরণ করতে আমরা ১৯ বছর ধরে দিনটি পালন করে আসছি।'

সংগঠনের তরফে চিত্তমোহন রায় বলেন, 'ব্যাসদেবের জন্মতিথি পালন করতেই এই অনুষ্ঠান।'

উদ্বিগ্ন নবান্ন

বাংলাদেশে এরাজ্যের কত নাগরিক আটকে রয়েছেন তা নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে নবান্ন। রবিবার ৪০০-র বেশি পড়ুয়া দেশে ফিরেছেন। তার মধ্যে নেপাল-ভুটানের পড়ুয়ারাও রয়েছেন।

সালিশি সভায় খুন

জমি নিয়ে বিবাদের জেরে সালিশি সভাতেই খুন হলেন একজন। জখম তিনজন। তাঁরা উলুবেড়িয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাওড়ার শ্যামপুকুর থানা এলাকার ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণে শ্যালিকা

প্রধান শিক্ষকের শ্যালিকার হাতে স্কুলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভে অভিভাবকরা। নদিয়ার শান্তিপুরের নৃসিংহপুর উত্তর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। অভিযোগ অস্বীকার প্রধান শিক্ষকের।

ল্যাংচা হাবে অভিযান

শক্তিগড়ের ল্যাংচা হাবে অভিযান চালিয়ে তিন কুইন্টাল মিষ্টি বাতিল করল প্রশাসন। বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

একুশ স্মরণে

তৃণমূলের শহিদ দিবস।। *বৃষ্টি মাথায় মঞ্চে ভাষণ মমতার। শহিদদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে অভিষেক। রোদ-বৃষ্টির সঙ্গে মানিয়ে নিলেন সমর্থকরা। রবিবার কলকাতার ধর্মতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল, আবির চৌধুরী এবং পিটিআই*

কর্মসূচিতে নেই শুভেন্দু, সুকান্ত

শুরুতেই ধাক্কা বিজেপির গণতন্ত্র হত্যা দিবসের ডাকে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ জুলাই : গণতন্ত্র হত্যা দিবস কর্মসূচির শুরুর দিনেই রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা সুকান্ত মজুমদার ও শুভেন্দু অধিকারীকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনও কর্মসূচিতে। তবে সুকান্ত-শুভেন্দু না থাকলেও রবিবার আসানসোলে দলের এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। যদিও, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা মতোই এদিন নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া থানার বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘোষিত সূচিতেই ছিল না এই ধরনের কোনও অনুষ্ঠান।

২১ থেকে ২৬ জুলাই রাজ্যে গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারই। তবে, তার অনেক আগে ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের পালটা হিসাবে রাজ্যের থানায় থানায় ভোট পরবর্তী হিংসা ও মেয়র ববি হাকিমের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু শুভেন্দুর ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন সুকান্ত। পর্যবেক্ষকদের মতে, সম্ভবত এই ঘটনার জেরেই এদিন সুকান্তর ঘোষিত কর্মসূচিও এড়িয়ে গেলেন শুভেন্দু।

রাজভবনের বাইরে নিজের কর্মসূচি ঘোষণা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, 'আমি চাই ২১ জুলাই অন্তত ১০০ থানায় এই কর্মসূচি পালন করা হোক। আমি নিজেও ওইদিন নন্দীগ্রামের কর্মসূচিতে থাকব।' কিন্তু ১৮ জুলাই, রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠকের দিনেই রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়ে দেন, এমন কোনও কর্মসূচি দল অনুমোদন করেনি। একই সঙ্গে সুকান্ত জানান, ২১ থেকে ২৬ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। জেলা নেতৃত্বই এর সূচি স্থির করবেন। এরপর এদিন সুকান্ত রাজ্যে থাকলেও ওই ধরনের কোনও কর্মসূচিতে তাঁকে দেখা যায়নি। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই এদিন সুকান্ত সকালে বেলুড় মঠ ও পরে হাওড়া গ্রামীণের মনসাতলা এবং হাওড়া সদরের ইছাপুরে জেলা কার্যকারিণী বৈঠকে যোগ দেন। তবে নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া থানার বাইরে গণহত্যা দিবসের কর্মসূচি হলেও, সেখানে বিরোধী দলনেতা ছিলেন না বলেই জানা গিয়েছে। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর 'কাফের, কাপুরুষ' মন্তব্য নিয়ে সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানালেও, সুকান্তর ঘোষিত গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের কর্মসূচি নিয়ে কার্যত নীরব থেকেছেন শুভেন্দু। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনার পর দলীয় কর্মসূচি থেকে শুভেন্দুর দূরে সরে থাকা নিয়ে দলের অন্দরে অস্বস্তি বেড়েছে। দলের একাংশ মনে করছে, কর্মসূচি নিয়ে এই ঘটনায় রাজ্য বিজেপিতে সুকান্ত-শুভেন্দু দ্বৈরথ আবার প্রকাশ্যে এসে পড়ল।

শুভেন্দুর প্রত্যাশামতো এদিন ১০০ থানায় এই কর্মসূচি না হলেও, নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়া ছাড়া জগদ্দল, নদিয়ার গাংনাপুরে থানার বাইরে বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছে বিজেপি। জগদ্দলের কর্মসূচিতে ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং ও তাঁর ছেলে বিধায়ক পবন সিং।

সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে লোকসভা ও বিধানসভার অধিবেশন। অধিবেশনে যোগ দিতে দলের সাংসদ, বিধায়করা আগামী দিন দশেক ব্যস্ত থাকবেন। ফলে, তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের পালটা বিজেপির গণতন্ত্র হত্যা দিবসের কর্মসূচিতে দলীয় জনপ্রতিনিধিদের যোগদান অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে মনে করছে দল।

মতের অমিল

- ২১-২৬ জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের ঘোষণা করেছিলেন সুকান্ত
- ভোট পরবর্তী হিংসা ও মেয়রের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু
- কিন্তু শুভেন্দুর ওই প্রস্তাব খারিজ করে দেন সুকান্ত
- এদিন সুকান্তর ঘোষিত কর্মসূচিও এড়ালেন শুভেন্দু

শরণার্থীরা এলে ফেরাব না : মমতা

কলকাতা, ২১ জুলাই : আশ্রয় চেয়ে যদি কেউ এরাজ্যের দরজায় কড়া নাড়েন তাহলে বাংলা ফেরাবে না। রবিবার ধর্মতলায় ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে এই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, ওপার বাংলায় আটকে পড়া ভারতীয়দের এপারে ফেরানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করতে। তিনি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সমস্যাদীর্ণ বাংলাদেশ থেকে আটকে পড়া কয়েকশো ভারতীয় এপারে ফিরছেন। আমি তাঁদের সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতা করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি।' হিলি সীমান্তের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সেখানে ৩০০ পড়ুয়া এসে পৌঁছেছেন। তাঁদের অধিকাংশই নিরাপদে গন্তব্যের দিকে রওনা হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৫ জনের অবশ্য কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, রাজ্য বিজেপির কো-ইনচার্জ অমিত মালব্য বলেছেন, 'অভিবাসন ও নাগরিকত্বের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। মমতা কীভাবে অন্য দেশের লোককে স্বাগত জানাবেন? ইন্ডিয়া জোটের বদ পরিকল্পনাই হল, বেআইনি বাংলাদেশিদের পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডে বসানো।'

চাকরিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গত কয়েকদিন ধরে অশান্ত বাংলাদেশ। হিংসা থামাতে পুলিশ ব্যর্থ হওয়ায় নামাতে হয়েছে সেনা। যদিও এদিনই সেদেশের সুপ্রিম কোর্ট চাকরিতে কোটা পদ্ধতির আমূল সংস্কারের নির্দেশ দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে অবশেষে শান্তি ফেরার আশা দেখা গিয়েছে। এদিন তাঁর ভাষণের শেষ দিকে হঠাৎই মুখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করে প্রথমে বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না। যা বলার কেন্দ্রীয় সরকারই বলবে।' প্রতিবেশী দেশের সমস্যায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে যদি পড়াশোনা সূত্রে কেউ গিয়ে থাকেন বা চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়েন, তাহলে সব ধরনের সহযোগিতা করতে আমরা পাশে আছি। আমি এটুকু বলতে পারি কোনও অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখট করলে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব।' কেন্দ্রীয় সরকারের যে এই ব্যাপারে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা রাষ্ট্রসংঘের নিয়ম কেউ শরণার্থী হলে পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাঁকে সম্মান জানানো হয়। অসমে একবার বোড়োদের সঙ্গে গোলমাল হয়েছিল। দীর্ঘদিন শরণার্থীরা আলিপুরদুয়ারে ছিলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।' রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ নিয়ে কেউ কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। ওখানকার পরিস্থিতির জন্য আমার সহমর্মিতা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের তাজা প্রাণগুলো চলে যাচ্ছে। আমরা খবর রাখছি।'

> “ বাংলাদেশে যদি পড়াশোনা সূত্রে কেউ গিয়ে থাকেন বা চিকিৎসার জন্য গিয়ে আটকে পড়েন, তাহলে সব ধরনের সহযোগিতা করতে আমরা পাশে আছি। আমি এটুকু বলতে পারি কোনও অসহায় মানুষ বাংলার দরজায় খটখট করলে আমরা অবশ্যই আশ্রয় দেব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

৪৩৫টি বাস নিয়ে ব্রিগেডে অরূপ

বাঁকুড়া, ২১ জুলাই : একশো দলীয় সমর্থককে আকাশপথে দিল্লি নিয়ে গিয়ে এসি হোটেলে রেখে রীতিমতো চমক দিয়ে শপথ নিয়েছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী, যে আলোচনা এখনও রাজনৈতিক মহলে বর্তমান। এবার শহিদ দিবসে শুধুমাত্র বাঁকুড়ার লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৪৩৫টি বাসে দলীয় সমর্থকদের নিয়ে ব্রিগেডের সভায় যোগ দিলেন অরূপ।

জেলার বিপুল সংখ্যক বাস ব্রিগেডমুখী হওয়ায় সারা জেলায় রবিবার সকাল থেকে কার্যত অঘোষিত বনধের চেহারা নিয়েছে। দোকানপাট খোলা থাকলেও যাত্রীবাহী বাসের কার্যত দেখা মেলেনি। স্বভাবতই এদিন বাজার ছিল ফাঁকা। খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষজন এদিন বাড়ি ছেড়ে বেরোননি।

সুপ্রিম রায়ে স্বস্তি এদেশে চিকিৎসায় আসা বাংলাদেশিদের

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ জুলাই : রক্তস্নাত বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলার রায় ঘোষণা করেছে রবিবার সেই দেশের সর্বোচ্চ আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ খারিজ করে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরিতে ৯৩ শতাংশ পদে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে। এই রায়ের পরই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন এরাজ্যে চিকিৎসা করতে আসা বাংলাদেশি নাগরিকরা। স্বজনরা পড়ে রয়েছেন ওপার বাংলায়। ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন তাঁরা যোগাযোগ করতে পারছেন না। কিন্তু মন পড়ে রয়েছে পদ্মাপারে। কারও ভিসার মেয়াদ শেষের পথে, আবার কারও নগদ অর্থ ফুরিয়ে এসেছে। উত্তাল বাংলাদেশে যেতে সীমান্ত কীভাবে পেরোবেন, তা নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে। তবে সুপ্রিম রায়ের পর আন্দোলনের ঝাঁঝ কমবে বলেই আশায় বুক বাঁধছেন ওপার বাংলার নাগরিকরা।

দক্ষিণ কলকাতার বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে সারা বছরই বাংলাদেশের মানুষের যাতায়াত রয়েছে। অনেকে পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আগেই এদেশে এসেছেন। কিন্তু ফিরতে পারছেন না। মুকুন্দপুরের বেসরকারি হাসপাতালে আসা যশোরের আতিয়ার রহমান ছলছল চোখে বললেন, 'এখানে চোখের চিকিৎসার জন্য ১৪ জুলাই এসেছি। তার মধ্যেই তো আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। দুই ছেলে ঢাকায় রয়েছে। কী জানি কেমন আছে।'

সেদেশের বহু আন্দোলনের সাক্ষী থেকেছেন ৭২ বছরের প্রৌঢ় বিএম কাউসারউদ্দিন। যশোরের সিরাজসিঙ্গা গ্রামের এই প্রবীণের ধারণা, এই পরিস্থিতির নেপথ্যে শুধু সাধারণ ছাত্ররা নয়, রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছে।

অসুস্থ স্ত্রীকে রেখে হার্টের চিকিৎসা করাতে মুকুন্দপুরে এসেছিলেন চট্টগ্রামের মহম্মদ সেলিম। জানালেন, 'স্থলপথে ফেরা এখনই সম্ভব হবে না। তাই উড়ানে আগামীকালই ফিরব। বাড়িতে স্ত্রী অসুস্থ। এই ক'দিন কথাও বলতে পারিনি।' আইভিএফ পদ্ধতির চিকিৎসার জন্য এরাজ্যে এসেছেন দিনাজপুরের সাবিনা বেগম। মা সঙ্গে থাকলেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। বলেন, 'গতকাল স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলাম। ফিরতে আরও দু'মাস লাগবে। ততদিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলে আশা।' দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার সাজ্জাতুন্নেসারও বাড়ি ফিরতে তিন মাস সময় লাগবে। রবিবার সুপ্রিম কোর্টের রায় শুনে স্বস্তি ফিরেছে তাঁর মনেও। বললেন, '১৮ তারিখ এদেশে এসেছি। তিন-চারদিন আগে বাড়ির সঙ্গে কথা হয়েছিল। এবার মনে হয়, সব ঠিক হবে।'

> “ পাঁচদিন হল এদেশে এসেছি। সোমবার হাসপাতাল খুললে ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরব। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েই দিয়েছে। মনে হয় না সমস্যা হবে। আসলে স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি এই অশান্তি তৈরি করেছে। শুধু ছাত্ররাই জড়িত নয়, ওদের পিছনে উসকানি রয়েছে।
>
> **বিএম কাউসারউদ্দিন**

একুশের টানে অভিনব ভাবনায়। রবিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

এজেন্সির বিরুদ্ধে ডাক একুশের মঞ্চে

কলকাতা, ২১ জুলাই : শহিদ সমাবেশের মঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে একযোগে আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে বিচার ব্যবস্থার একাংশকেও আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, 'বিজেপির সিবিআই, ইডি, আয়কর দপ্তর, বিচার ব্যবস্থার একাংশ আছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গে জনতা জনার্দনের আশীর্বাদ আছে। তাই যতই বাধা আসুক আমরা লড়াই করব। বিজেপির কাছে মাথা নত করব না।' মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, 'নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের অনেককে গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু ইডি, সিবিআইকে লেলিয়ে দিয়ে আমাদের হারানো যাবে না। আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করব। কেউ অন্যায় করলে আমরা তা সমর্থন করি না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিজেপি ব্যবহার করছে।' অভিষেকের প্রশ্ন, এসএসসি দুর্নীতির ঘটনায় যদি পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হন, তাহলে নিট প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনায় কেন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে গ্রেপ্তার করবে না সিবিআই? নিরপেক্ষ সংস্থা হলে তাই করা উচিত।

এদিন ভাষণের প্রথম থেকেই এজেন্সিকে তোপ দাগতে শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সিবিআই, ইডিকে লোকসভা ভোটের আগে থেকে মাঠে নামানো হয়েছিল। চিত্রনাট্য তৈরি করে সন্দেশখালিতে নানা কুৎসা করা হয়েছিল। কিন্তু সন্দেশখালি যে লোকসভার মধ্যে পড়ে, সেই বসিরহাটে আমাদের প্রার্থী সাড়ে তিন লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছেন। তাই কোনওভাবেই সিবিআই, ইডিকে দিয়ে আমাদের রোখা যাবে না।' মমতা বলেন, 'অনেক চক্রান্ত হয়েছে। কেউ সত্যি দোষ করলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এই এজেন্সিগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।' অভিষেক সেই সুর ধরে রেখেই বলেন, 'এজেন্সি দিয়ে আমাকে কম হেনস্তা করা হয়নি। আমাকে তো হেনস্তা করেছেই, আমার স্ত্রী, কন্যা সন্তানকেও তারা বাদ দেয়নি। তবু আমি মাথা নোয়াইনি। আমি কারও কাছে মাথা নোয়াব না। মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে আমি ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে সাত লক্ষের বেশি ব্যবধানে জয়ী হয়েছি। অথচ বিজেপি বলেছিল ডায়মন্ড হারবারে তৃণমূল নাকি তৃতীয় স্থানে থাকবে। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা কারও কাছে মাথা নত করব না।'

তবে অভিষেক ও মমতার এই মন্তব্যের তীব্র কটাক্ষ করেছেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'কেউ অন্যায় করলে তাঁর বিরুদ্ধে এজেন্সি ব্যবস্থা নেবেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে যে সরকার চলছে, সেই সরকার কোনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই এইসব কথা বলে কোনও লাভ নেই।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'যে অন্যায় করবে, তাঁর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কয়লা, গোরু চোরদের বিরুদ্ধে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তেমনই নিট কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করতে হবে।'

বোসকে এড়িয়ে শপথের সম্ভাবনা

কলকাতা, ২১ জুলাই : সোমবার বিধানসভায় চার তৃণমূল বিধায়কের শপথ পাঠ করাতে পারেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সোমবার বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। ওইদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে চলতি বিধানসভার অধিবেশনে দলের কৌশল নিয়ে নির্দেশ দেবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ও ৬ বিধানসভা উপনির্বাচনের পর আসন্ন অধিবেশনকে ঘিরে শাসক-বিরোধী সংঘাতের জেরে আবারও উত্তপ্ত হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি।

সূত্রের খবর, সোমবার নবনির্বাচিত চার বিধায়ককেই দুপুর ১টার মধ্যে বিধানসভায় প্রস্তুত হয়ে আসতে বলা হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটায় সর্বদল বৈঠকের পর, বিধানসভার চলতি অধিবেশনের 'বিজনেস' স্থির করতে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক। অধ্যক্ষ বলেছেন, বিএ কমিটির বৈঠকেই শপথের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। সেই নিরিখে বিএ কমিটির বৈঠকে শপথের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত করে দুপুর ২টোয় অধিবেশনের শুরুতে শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে। এদিকে, এবারও সর্বদল বৈঠকে যোগ দিচ্ছে না বিজেপি।

আকাশকে ঘরে ফেরানোর রোমাঞ্চকর কাহিনী

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২১ জুলাই : এ যেন এক রোমাঞ্চকর সিনেমার কাহিনী। চোখের সামনে স্কুল, কলেজের সার্টিফিকেট পুড়তে দেখে তাৎক্ষণিক শোকে উন্মাদ হয়ে যাওয়া এক তরুণের জীবনের করুণ কাহিনী। পাগলের মতো রাস্তায় ঘুরতে থাকা তরুণকে উদ্ধার করে সুস্থ করার পর তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার এক অসাধারণ প্রচেষ্টার গল্প। সৌজন্যে বীরভূমের বোলপুরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষ।

ছেঁড়া জামাকাপড় পরা এক তরুণকে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখে তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেয় বোলপুরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন'। বছর তিনেক আগের ঘটনা। শুরু হয় চিকিৎসা। খানিক সুস্থ হওয়ার পর ওই তরুণ তাঁর নাম ও একটি কলেজের কথা বলেন। সেই সূত্র ধরে উত্তর ২৪ পরগনার রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁরা। ওই মহারাজই তখন হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। গোটা বিষয়টি জানান।

ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, একত্রিশ বছর বয়সি ওই তরুণের নাম আকাশকুমার সাউ। উত্তর ২৪ পরগনার কাঁকিনাড়া মানিকপিরের বাসিন্দা আকাশের বাবা লক্ষ্মী সাউ দিনমজুর। অসুস্থ মা লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালান। কিন্তু অভাব সত্ত্বেও ছেলের পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন তাঁরা।

স্নাতক হওয়ার পর চাকরির খোঁজ করতে থাকেন আকাশ। তখনই জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। কাঁকিনাড়ায় তাঁরা যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেই বাড়িওয়ালা ঘর খালি করার জন্য আকাশের বাবাকে চাপ দিতে থাকেন। একদিন তাঁদের ঘরে আগুনও লাগিয়ে দেন। চোখের সামনে দাউ দাউ করে পুড়তে থাকে তাঁদের একচিলতে ঘরটি। ঘরের মধ্যেই ছিল স্কুল-কলেজের সমস্ত সার্টিফিকেট। এভাবে চোখের সামনে সব কিছু পুড়তে দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন আকাশ ও তাঁর মা। সর্বস্ব হারানোর শোক সামলাতে না পেরে দিনকয়েক পর মারা যান তাঁর মা। সেই শোকেই প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েন আকাশ।

এরপর থেকেই আকাশকে লাঠি হাতে ট্রাফিক কন্ট্রোল করতে দেখা যায়। তখনই কোনও একদিন আপন খেয়ালে ট্রেনে চেপে ঘুরতে ঘুরতে বোলপুরে চলে আসেন। সেখানেই তাঁকে দেখতে পেয়ে সঙ্গে নিয়ে যান 'সুপ্রভাত ফাউন্ডেশন'-এর কর্ণধার সুমন্ত আইচ। শুরু হয় চিকিৎসা। নাম, ঠিকানা কিছুই বলতে পারছিলেন না আকাশ। কিছুদিন পরে অবশ্য তাঁর নাম ও কলেজের নাম বলেন তিনি। সেই সূত্র ধরেই রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের কাছে খোঁজখবর নেন সুমন্ত। কিন্তু মিশনের কলেজে আকাশের ভর্তি হওয়ার কোনও তথ্য মেলে না। তখনই মহারাজ হ্যাম রেডিও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট হীরক সিনহা বলেন, 'আকাশের সঙ্গে কথা বলে কাঁকিনাড়ার কাছারি রোড ও ১২ নম্বর গলির কথা জানতে পারা যায়। সেইমতো খোঁজখবর নিয়ে মেলে আকাশের ঠিকানা।

কাঁকিনাড়ায় আকাশের মামা রোশন সাউ চাউমিন বিক্রি করেন। হারিয়ে যাওয়া ভাগ্নের খবর পেয়ে চোখে জল আসে তাঁর। বলেন, দু'একদিনের মধ্যেই বোলপুর থেকে আকাশকে নিয়ে আসবেন তিনি।

সোমবার, ৬ শ্রাবণ ১৪৩১, ২২ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৬৫ সংখ্যা

পদ্মে ডামাডোল

একুশে জুলাইয়ের সফল সমাবেশের পর তৃণমূল আরও উজ্জীবিত। অথচ বিজেপি শিবিরের অবস্থা ছন্নছাড়া, দিশাহারা। রাজ্য নেতাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সদ্ভাব নেই। একজন প্রকাশ্যে আরেকজনের মুণ্ডপাত করছেন। নেতাদের পরস্পরবিরোধী কথাবার্তায় দলের কর্মী-সমর্থকরা বিভ্রান্ত, হতাশ।

২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলকে লোকসভা ভোটে টেক্কা দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছিল বিজেপি। পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে লোকসভা ভোট হলে জয় তাঁদের হাতের মুঠোয় বলে বড় আশায় ছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। এবার লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেও ছিল কাতারে কাতারে। তার ওপর একটি ছাড়া সব বুথফেরত সমীক্ষা বাংলায় তৃণমূলের তুলনায় বিজেপিকে অনেক এগিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু ফলপ্রকাশ হতে দেখা গেল, রাজ্যে সবুজ ঝড়। ৪২ আসনের মধ্যে ২৯টিই ঘাসফুলের দখলে। পদ্মের দখলে মাত্র ১২টি। ২০১৯-এর ভোটের থেকে ৬টি কম। বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও জয়ী তৃণমূল। বিপর্যয়ের এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে রাজ্যের আরও চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও গোহারা হারল বিজেপি।

লোকসভা ও ছয় বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে এই ভরাডুবির পর রাজ্য বিজেপির জাহাজ কার্যত টলোমলো। রাজ্য নেতাদের মধ্যে ঝামেলা আগে থেকেই ছিল। লোকসভা ভোটের প্রার্থী মনোনয়নে সেটা বোঝা যায়। ২০১৯-এর ভোটে সাফল্যের কান্ডারি, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে তাঁর পুরোনো কেন্দ্র মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে পাঠানো হল বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেবশ্রী চৌধুরীকেও রায়গঞ্জ থেকে সরিয়ে মনোনয়ন দেওয়া হল কলকাতা দক্ষিণে।

রায়গঞ্জে কিন্তু বিজেপিই জিতেছে লোকসভা ভোটে। মাঝখান থেকে প্রার্থী মনোনয়নে অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে বিজেপির হাতছাড়া হল বেশ কিছু আসন। মোদি-শা, নাড্ডাদের বাংলায় প্রায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি, গরমের মধ্যে সভা, রোড শো ইত্যাদি সবই মাঠে মারা গেল। অথচ ২০১৯ সালে বাংলায় বিজেপির সাফল্য হাইকমান্ডকে বিস্মিত করেছিল।

এবার ভোটের পর শুরু হয়েছে রাজ্য নেতাদের মধ্যে কাদা ছোড়াছুড়ি। যিনি ভোটের আগে প্রতি সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে যাবতীয় খুঁটিনাটি বলে আসতেন, সেই শুভেন্দু অধিকারী এখন বলছেন, 'আমি সংগঠনের কেউ নই।' অর্থাৎ ভরাডুবির দায় তাঁর নয়। উলটোদিকে সুকান্ত মজুমদার বলছেন, নির্বাচনের ফলাফলে সংগঠনের ভূমিকা ২৫ শতাংশ। অর্থাৎ দায় নিতে চাইছেন না তিনিও।

বাংলার বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা প্রশ্ন তুলছেন, প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া থাকা সত্ত্বেও এই বিপর্যয় কেন? তার ওপর রাজ্য কর্মসমিতির বৈঠকে শুভেন্দুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গেরুয়া শিবির তোলপাড়। শুভেন্দু বলেছিলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ আর নয়। যো হামারি সাথ, হাম উনকো সাথ। সংখ্যালঘু মোর্চা রাখারই দরকার নেই।' একই বৈঠকে সুকান্ত বলেন, 'শুভেন্দুদা যা বলেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মত। দলের মত নয়।'

শুভেন্দুকে সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি জামাল সিদ্দিকীর কটাক্ষ, 'নতুন এসেছেন, আগে দলকে জানুন।' মোট কথা, শুভেন্দুর মন্তব্য নিয়ে বেশ জলঘোলা হচ্ছে। বিজেপি হাইকমান্ড শুভেন্দুর ওপর বিরক্ত, কিন্তু সংঘ কার্যত শুভেন্দুর পাশে দাঁড়িয়েছে। পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ নেতা তথাগত রায়ও। দিন কয়েক আগে শুভেন্দু একুশে জুলাই গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সুকান্ত সরাসরি তা খারিজ করে দেন।

আবার হাইকমান্ড তাঁকে কোনও কাজ না দেওয়ায় দিলীপ ঘোষ হতাশ। রাজ্য বিজেপিতে ডামাডোল চলছে। যতজন নেতা, ততগুলো গোষ্ঠী। পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে, তাতে আগামীদিনে গভীর সংকটে পড়তে পারে বঙ্গ বিজেপি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপেও লাগাম পরবে কি না সন্দেহ।

অমৃতধারা

বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আধ্যাত্মিকতা মানে নির্ভীকতা, আধ্যাত্মিকতা মানে দুর্বলতা নয়। আধ্যাত্মিক জগতের মূল কথা হচ্ছে-নিজের মনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখ, মন কী চাইছে। গুরু নয়, শাস্ত্র নয়, তোমার মনই তোমায় আসল কথা বলে দিচ্ছে। আমরা যে দোষারোপ করি, সেটাই তো বড় দোষের। উচ্চ সত্যের কথা যাঁরা বিশ্বাস করেন না, ভাবেন-আহার, নিদ্রা আর ভোগ, এছাড়া আর কিছু নেই পৃথিবীতে, এদেরই বদ্ধজীব বলা হয়, অজ্ঞানী জীব বলা হয়। আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে বলেছে, তাঁরা চোখ ঢাকা বলদের মতো বদ্ধ।

- ভগবান

গভীর অসাম্যের মূলে সেই কর ব্যবস্থা

নির্মলা সীতারামন টানা সপ্তমবার বাজেট পেশ করবেন। যা রেকর্ড। তাঁর সপ্তসিন্ধু কী দিকনির্দেশ দেয়, সেটা বড় প্রশ্ন।

সুপর্ণ পাঠক

কী চান আপনি বাজেটে? খবরের কাগজের পাতা বা টিভি খুললেই এই প্রশ্নটা দেখতে দেখতে আমাদের চোখ পচে গিয়েছে। একই সঙ্গে উত্তরগুলোও সেই একই রকম। "ট্যাক্স কমা উচিত"। বা এই জাতীয় কিছু। কিন্তু ট্যাক্স কমলে লাভটা কী হবে তার কিন্তু খুব স্পষ্ট উত্তর সাধারণভাবে আমরা দিতে পারি না। অথচ কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কর কমলে সরকার তার খরচ চালাবে কী করে? তা হলে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তা চোখে আঙুল দিয়ে বলে দেয় যে, এ ব্যাপারে পরিষ্কার ভাবার কোনও পরিসরও আমাদের দৈনন্দিন যাপনের মধ্যে নেই।

অথচ এই কর বিন্যাসই কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অন্যতম নির্ধারক। কর ব্যবস্থাই দেশের আর্থিক যাত্রার অন্যতম নির্দেশক।

ব্যাপারটাকে আমরা যদি অন্যভাবে দেখি? ধরা যাক আপনার সন্তানের উচ্চশিক্ষার কথা। আপনার সন্তান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চায়। আপনি কী চাইবেন? চাইবেন সে যেন সরকারের টাকায় চলে এমন বিশ্ববিদ্যালয়েই পড়ুক। ধরা যাক সে আইআইটি বম্বেতে পেয়ে গেল। আপনি তো আত্মহারা। কিন্তু যেই পড়ার খরচের কথা শুনলেন তখনই গুটিয়ে গেলেন। কারণ আপনি যে টাকা আয় করেন তাতে চার বছরে ১১ লক্ষ টাকার আশপাশে খরচ। বার্ষিক প্রায় তিন লক্ষ টাকার গচ্চা।

প্রথমে যখন ছেলের সুযোগ পাওয়ার কথা শুনেছিলেন, তখন কিন্তু আপনার মাথায় 'গচ্চা' শব্দটা আসেনি। কিন্তু বার্ষিক তিন লক্ষের খরচ শুনে আপনার মাথায় হাত। আর তখনই গচ্চা শব্দটা মাথায় ঘুণপোকার নিরবচ্ছিন্ন ঘ্যানঘ্যানে কাঠ খেয়ে চলার আওয়াজের মতো ঘুরতে লাগল। ঘুরবে নাই বা কেন? আপনি যে খবরের কাগজে পড়ে ফেলেছেন ওই আইআইটি'র ৩৩ শতাংশ ছাত্রের চাকরি জোটেনি। তাই ব্যাংক থেকে ধার করে ছেলেকে আইআইটিতে পড়ানোর সুযোগও আপনাকে ধন্দে ফেলে দিয়েছে।

বাজেটের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? সম্পর্ক তো সোজা। বাজেট হল সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব। আর আইআইটি সরকারের সাহায্যপুষ্ট সংস্থা। তাই সরকার যদি আগের মতোই আরও বেশি খরচ বহন করে তাহলে সাধারণ ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরাও দু'বার ভাববেন না আইআইটি'র মতো দেশের গর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার সুযোগ নেওয়ার ব্যাপারে। তাতে শিক্ষা শেষে চাকরি পেতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হোক বা না হোক।

আর প্রশ্নের সিঁড়ি তৈরি হচ্ছে এখান থেকেই। যে দেশের সরকার বিশ্বের প্রথম পাঁচটি আর্থিক শক্তিধর দেশগুলোর অন্যতম সে দেশের অন্যতম সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াতেও সাধারণ মানুষ দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ছেন কেন? কেনই বা বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর দেশের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩৩ শতাংশ ছাত্রের স্থান নেই কাজের বাজারে? মাথায় রাখতে হবে, এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের প্রথম ১৫০টি সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকায় নিজের জায়গা করে নিয়েছে।

এই দুটো প্রশ্নের উত্তরই পাওয়া উচিত আমাদের কর ব্যবস্থা থেকেই। সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা তো আশা করতেই পারি যে, বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তির নাগরিক হিসাবে আমাদের সন্তানরা যদি যোগ্য হয়, তাহলে তারা দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু পড়তেই পারবে তাই নয়, জীবন গড়ার সুযোগও পাবে অনায়াসে। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা অন্যরকম। বেশ কঠিন ও করুণ।

বিশ্বব্যাংকের হিসাবে কর ও জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ১৫ শতাংশের নীচে হলে সেই দেশের দীর্ঘকালীন উন্নয়ন সুষম হয় না। কারণ এর ফলে সরকারের হাতে দেশ গড়ার জন্য যে আয় থাকার প্রয়োজন তা সরকারের হাতে থাকে না। এটা বোঝার জন্য আমাদের বিরাট কোনও অর্থনীতি বোঝার দরকার নেই। সংসারের খরচের অঙ্ক থেকেই তা বুঝতে পারি আমরা। পকেটে যথেষ্ট রেস্ত থাকলে বেসরকারি ইংরেজি স্কুল, না হলে কোনও সাধারণ স্কুল। না। তার মানে এই নয় যে, সাধারণ স্কুলে পড়লেই সন্তান গোল্লায় যাবে এবং অন্য যাত্রায় তার ভাগ্যে সোনা ফলবে। কিন্তু ঘটনাটা হল এই যে, আপনার সংসারের দৈনন্দিন খরচের কথা মাথায় রেখেই বাকি রাস্তা হাঁটেন। তাতে আপনার মনে যতই কষ্ট হোক না কেন।

সরকারের ক্ষেত্রেও তাই। বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর ভারতের রাজকোষে কিন্তু কর বাবদ যে টাকা আসে তা কিন্তু তার শক্তির সমানুপাতিক নয়। আমাদের কর অনুপাত ১১.৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের অঙ্ক বলছে, যে সমস্ত দেশের এই কর অনুপাত ১২ শতাংশের কম তাদের একটা বড় অংশই ভোগে নানা অশান্তিতে। আমাদের দেশ এই অঙ্কে কিন্তু একদম সীমানাতেই।

আরও একটা ধন্দের তথ্য। আমরা কাদের সঙ্গে এক পাতে বসার কথা বলছি? সরকারের দাবি অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি বা ইংল্যান্ড এদের সঙ্গেই তো। শুধু তাই নয়, আমাদের দাবি এদের মধ্যে অনেককেই আমরা পিছনে ফেলে দেব আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই! কিন্তু দেখুন আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের মাত্র ২ শতাংশ আয়কর দিয়ে থাকেন। অথচ মার্কিন দেশে দেন ৫০.১৭ শতাংশ, ফ্রান্সে ৭৮.৩ শতাংশ, ইংল্যান্ডে ৫৯.৭ শতাংশ এবং জার্মানিতে ৬১.৩ শতাংশ!

সুষম কর ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল, যার যত আয়, তার কাছ থেকে তত কর নিয়ে শিক্ষা ইত্যাদি পরিকাঠামো উন্নতিতে ব্যবহার। এমনভাবে যাতে দেশের সামগ্রিক সুষম উন্নয়নকে সুগম করে। উন্নয়ন মানে এটা নয় যে, দেশের সামগ্রিক সম্পদ বাড়ল, কিন্তু রইল মাত্র কিছু সংখ্যক নাগরিকের কুক্ষিগত হয়ে।

কর দিতে আয় লাগে। দেখা যাক বিশ্বের অন্যতম আর্থিক শক্তিধর দেশের নাগরিকদের আয়ের সরকারি খতিয়ান। মাস গেলে যে নাগরিকের আয় ২৫,০০০ টাকা তিনি আয়ের অঙ্কে দেশের জনসংখ্যার শীর্ষ ১০ শতাংশের একজন! দেশের অসাম্য নিয়ে ২০২২ সালের সরকারি সমীক্ষা বলছে এই কথা। যিনি ২৫০০০ টাকা মাস গেলে ঘরে আনেন, তিনি সংসার চালাতেই গলদঘর্ম হয়ে যান। তারপরে গিয়ে ভাবার পরিসর তাঁর কতটুকুই বা।

এইবার ভাবুন আর একটি অঙ্কের কথা। যেখানে দেখা যাচ্ছে করের ভার আয়ের শীর্ষে যাঁরা আছেন তারা নন, এই ভার আসলে বহন করছেন মধ্যবিত্তরা।

ফেরা যাক শিক্ষার সুযোগকে সূচক ধরে দেশের নাগরিক জীবনের সুযাপনের গল্পে। যাঁর আয় ২৫ হাজার টাকা মাসে এবং দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ আয় করেন গোষ্ঠীর অংশ, তাঁকেও কিন্তু সন্তানকে ভালো শিক্ষা দিতে গেলে ঘটিবাটি পণ করেই পা ফেলতে হয়!

আমাদের কর ব্যবস্থা যে দেশের গভীর অসাম্যের মূলে, তা কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবন দিয়েই বুঝতে পারি। হয়তো কীভাবে তা হয়েছে তা বোঝার জন্য যে গভীর অর্থনীতি চর্চার প্রয়োজন তা আমাদের না থাকতে পারে, কিন্তু এই প্রশ্নটা তো আমরা করতেই পারি যে, 'বিশ্বের যে সমস্ত দেশের সঙ্গে এক পাতে বসার দাবি আমরা করি, তাদের মধ্যে কোন কোন দেশের সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ আয়ের অংশীদার হয়ে নাগরিককে ঘটিবাটি বেচে সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়?'

কিন্তু আমরা এই প্রশ্ন করি না। করলে কিন্তু আমাদের এই অবস্থা হত না। সুষম কর ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হল, গোদা বাংলায়, যার যত বেশি আয় তার কাছ থেকে কর বাবদ তত টাকা নিয়ে শিক্ষা ইত্যাদি নানা পরিকাঠামো উন্নতিতে ব্যবহার করা। এমনভাবে যাতে তা দেশের সামগ্রিক সুষম উন্নয়নের রাস্তা সুগম করে। উন্নয়ন মানে এটা নয় যে, দেশের সামগ্রিক সম্পদ বাড়ল কিন্তু তা রইল মাত্র কিছু সংখ্যক নাগরিকের কুক্ষিগত হয়েই। আর বৃহত্তর অংশ রইল বঞ্চিত হয়েই! এই বাজেটে কিন্তু এর উত্তর আশা করা বৃথা। কারণ আমরা সুষম কর ব্যবস্থার দাবি কখনোই স্পষ্ট করে তুলিনি। চাইনি সুষম বৃদ্ধি ও সুযোগ যাতে আমাদের সন্তান অন্তত থাকে দুধেভাতে।

(লেখক অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক)

আজ

১৯২৩

অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবীর জন্ম ১৯২৩ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৫

১৯৮৫ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরী।

আলোচিত

কখনও শুনেছেন, টাকা দিয়ে মন্ত্রক দেয়নি? জীবনে কখনও শুনিনি টাকা দিয়ে দল কিনে নেওয়া যায়। মন্ত্রিত্ব না দিয়ে পার পাওয়া যায়। এটাই বিজেপি। আর এইসব লোকেরাও টাকার কাছে সম্মান বিকিয়ে দেয়।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ক্রাউডস্ট্রাইক আপডেটের কারণে মাইক্রোসফটের সার্ভারে বিভ্রাট ঘটে। এর জেরে বিশ্ব বাণিজ্য কতটা প্রভাবিত হয়েছে তা বোঝাতে একটি মিম পোস্ট করেছেন আনন্দ মাহিন্দ্রা। দেখা যাচ্ছে, দুই আধিকারিক মহিষের পিঠে চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। হাস্যকর মন্তব্যের ফুলঝুরি উড়িয়েছেন নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করার ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছে উগান্ডার বাচ্চারা। 'শিশু' ট্রাম্প বক্তৃতা দিচ্ছে। পাশে নিরাপত্তারক্ষীরা। হঠাৎ 'আওয়াজ' শুনে লুকিয়ে পড়ে তারা। পরে নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে যাওয়ার সময় মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে 'ফাইট', 'ফাইট' চ্যাঁচাতে থাকে নকল ট্রাম্প।

জনমন জনমত

ক্রিকেটেই শুধু টাকা

রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া বিশ্বকাপ জিতে বিসিসিআইয়ের থেকে পুরস্কারস্বরূপ ১২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। এছাড়া আইসিসির প্রাইজ মানি ২০.৪২ কোটি টাকা। অন্যান্য স্পনসরদের দেওয়া অর্থের হিসাবটা জানা নেই ফলে সেটা নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ নেই।

এইসব দেখলে মনে হয় টাকা উপার্জন করা কত সহজ বিষয়! বাকি খেলার কী অবস্থা তা তো আমরা সবাই জানি। কিন্তু জেতার পর কে কত টাকা পায় জানেন? যেমন, নীরজ চোপড়া বিশ্ব মিটে দুই শতাধিক দেশের খেলোয়াড়দের উপস্থিতিতে এবং ৫ বিলিয়ন দর্শকের সামনে স্বপ্নের থ্রো করে গোল্ড মেডেল পাওয়ার পর পেয়েছিলেন মাত্র ৫৮ লক্ষ টাকা। এটা বিমাতৃসুলভ ব্যবহার না? ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস বা টেবিল টেনিস খেলার সঙ্গে কোনও আকর্ষণীয় স্পনসর নেই যে! তাই জিতলে এত টাকা নেই। কেন খেলবে এইসব খেলা?

আরেকটা উদাহরণ না দিলেই নয়। আমার পুত্রবধূ সাগরিকা মুখোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় স্তরের বিজয়ী খেলোয়াড়দের খেলাশ্রী সম্মান সহ আর্থিক পুরস্কার দিয়েছেন। সাগরিকা সিলভার ও ব্রোঞ্জ দুটি পদক পেয়ে আর্থিক পুরস্কারের দাবিদার ছিল। সেইমতো সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার নিতে গিয়ে দেখে পুরস্কারের অঙ্কটা চেকে ভুল লেখা। সেই মুহূর্তে কর্মকর্তাদের বিষয়টা জানানো হয়। তাঁরা ভুল স্বীকার করে চেকের অঙ্কটা ঠিক করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওর হাতে পৌঁছে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু সাত মাস পরেও সেই টাকা সাগরিকার হাতে পৌঁছায়নি।

ফলে কী আর করা, চলো ক্রিকেট খেলি...।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

বেথানি মিশন স্কুলের অপমৃত্যু

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষা প্রবেশ করে রায়গঞ্জের বেথানি মিশন স্কুলের হাত ধরে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে এই স্কুলটি শেষ সাত বছরে উত্তর দিনাজপুর জেলায় সেরা রেজাল্ট দিয়ে এসেছে কলা বিভাগে। এবছর ৪ জানুয়ারি জানা যায় যে, বেথানি মিশন স্কুল বিক্রি হয়ে গিয়েছে বা লিজে দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠানকে। এতে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের অতীত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল এবং একইসঙ্গে স্কুলের ঐতিহ্যও বিক্রি হয়ে গেল। কত সহস্র স্মৃতি চাপা পড়ে গেল ঝাঁ চকচকে নতুন কর্পোরেট স্কুলের গ্ল্যামারে।

তাহলে কি বেথানির মানুষ তৈরির আদর্শ চাপা পড়ে গেল চিরকালের মতো? 'তোমার আলো মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক' বলা বেথানি মিশন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা জর্নি ইমান্যুয়েলের দৈহিক মৃত্যুর সঙ্গে কি সব হারিয়ে গেল? তাঁর উত্তরসূরিরা কি এগুলো ভাবলেন না, নাকি আবেগ, ইতিহাস, ঐতিহ্য - এগুলোর আর মূল্য নেই সেভাবে? সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর নির্বিকার থেকেছে বলেই এভাবে অতীত ইতিহাস মুছে গেল। মাঝে পড়ে রইল এই স্কুলের ৪৭ বছরের আরও অজস্র টুকরো ইতিহাস।

বিনয় লাহা, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

ঘন মেঘের আড়ালেই মুক্তিতীর্থ বক্সা

হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্পের সৌভাগ্য হল না পরাধীন ভারতের প্রথম ডিটেনশন ক্যাম্প বক্সা-র। অথচ বক্সা আরও আগের।

শৌভিক রায়

'ডিটেনশন ক্যাম্প' শব্দবন্ধ শুনলেই শিরদাঁড়ায় স্রোত নামে আজও। নারকীয় পরিবেশ, চরম অত্যাচার আর অভিশপ্ত ইতিহাস নিয়ে এই দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অতীতের বেশ কিছু ডিটেনশন ক্যাম্প। আমাদের বক্সা দুর্গ যেমন। আন্দামানের সেলুলার জেলের মতো না হোক, কুখ্যাতিতে বক্সা পিছিয়ে থাকেনি।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পার করে, আজ বক্সা দুর্গ দেখলে, কেন জানি না হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প চোখে ভাসে। সেটি ছিল পরাধীন দেশের দ্বিতীয় ডিটেনশন ক্যাম্প। তৈরি হয়েছিল ১৯৩০ সালে। বক্সা দুর্গের অনেক পরে।

কিন্তু আজ কোথায় হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প আর কোথায় বক্সা দুর্গ! রক্ষণাবেক্ষণের দীর্ঘ অভাবে ভগ্নপ্রায় বক্সা দুর্গের বেহাল অবস্থা কমবেশি অনেকেই জানেন। সম্প্রতি অবশ্য কিছু প্রচেষ্টা সেখানে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বহু কিছুই হারিয়ে গিয়েছে।

এমনিতে এই গতির যুগেও বক্সায় পৌঁছানো যথেষ্ট কঠিন। ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা এখনও আধুনিক জীবনের সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত। পায়ে হাঁটা উঁচুনীচু পথ, পাহাড় কেটে সামান্য চাষবাস আর দিনগত পাপক্ষয় যেন সেই কবে থেকেই বক্সার নিয়তি! অথচ আলিপুরদুয়ারের আগে বক্সা ছিল অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার মহকুমা। কিন্তু ফালাকাটার মতোই বক্সা হারিয়েছিল মহকুমার মর্যাদা।

দুর্গম বক্সা দুর্গে, পরাধীন ভারতে বন্দি ছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর মতো প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী।

পরবর্তীতে স্বাধীন ভারতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও এখানে অন্তরিন করা হয়। কিন্তু বক্সা বরাবর অবহেলিত থেকে গিয়েছে। আজকের বক্সা দুর্গ আক্ষরিক অর্থেই খণ্ডহর। জাতীয় সৌধ ঘোষিত হলেও দেশের প্রথম ডিটেনশন ক্যাম্পের ভাগ্য যেন বরাবরই মন্দ!

অন্যদিকে, অতীতের হিজলি ডিটেনশন ক্যাম্প কিন্তু আজ দেশের 'প্রিমিয়াম' প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এখান থেকেই শুরু হয়েছিল খড়্গপুর আইআইটি'র জয়যাত্রা। স্বাধীনতার পর ১৯৫১ সালে এই ক্যাম্পেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্য তথা দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। ডিটেনশন ক্যাম্পকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার এরকম দৃষ্টান্ত আর নেই বললেই চলে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল স্বাধীন ভারতে। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও। বিরাট ক্যাম্পাসের মধ্যে নির্দিষ্ট সেই ভবনটি এখন 'নেহরু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংগ্রহশালা' নামে পরিচিত। দ্রষ্টব্যও প্রচুর। স্বাধীনতা দিবসে খড়্গপুর আইআইটি'র মূল অনুষ্ঠান এই সংগ্রহশালার সামনেই হয়ে থাকে। চলে অন্যান্য কাজও। সংগ্রশালার উলটোদিকের খুপরি খুপরি সেলগুলিতে দেখা যায় 'বন্ডেজ টু ফ্রিডম, দ্য নেশনস জার্নি' লেখা প্ল্যাকার্ড।

এতটা না হলেও বক্সা দুর্গের জন্য হয়তো অনেক কিছুই করা যেত। দুর্ভাগ্য হল, 'করা' তো অনেক দূরের বিষয়, রাজ্য ও দেশবাসীর কাছে আমরা বক্সাকে আজও সেভাবে পৌঁছে দিতে পারিনি। অধিকাংশ মানুষই জানেন না তার কথা।

দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বহু কারাগার, ক্যাম্প নতুন করে সেজে উঠেছে। কলকাতার আলিপুর জেল আজ অনবদ্য মিউজিয়ামে পরিণত। আন্দামানের সেলুলার জেলে গিয়ে দেখেছি কতটা সযত্নে রক্ষিত সেটি। তুলনায় বক্সার ক্ষেত্রে আমরা যেন উদাসীন। অবশ্যই কিছু সংস্কার হয়েছে। সেকথা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাই অন্যতম মুক্তিতীর্থ বক্সা, ভুটান পাহাড়ের ঘন মেঘের অন্তরালেই রয়ে গেল যেন!

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৯২

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। ঠগ, প্রতারক ৫। খাওয়াদাওয়া, ভোজন ৭। অনুগ্রহ, করুণা, সাঁওতালি উৎসব বিশেষ ৮। বিবিকে প্রিয় সম্বোধন, আদুরে বিবি ৯। ভূসম্পত্তি, জমি-জিরেত ১১। গাড়ুজাতীয় জলপাত্র ১৩। শাঁখ, শঙ্খ ১৪। তরল পদার্থের মাপবিশেষ ১৫। লঘু, ঠাট্টা ইয়ার্কি করে এমন, ফাজিল, প্রবঞ্চক।

উপর-নীচ : ১। আড্ডা, মজলিশ ২। সমাপ্তি, শেষ, খুন ৩। নাকে পরার গয়না ৬। চালাক, চতুর ৯। আড়ম্বর, ঘটা, জেল্লা ১০। শুভপ্রদ, কল্যাণকর, মঙ্গলগীতি ১১। ক্ষীর চিনি ও বাদামে তৈরি চারকোনা মিঠাইবিশেষ ১২। ঢালু, নীচু, নিম্নমুখী।

সমাধান ■ ৩৮৯১

পাশাপাশি : ১। খানদান ৩। বাহবা ৫। নবনবতি ৭। নানান ৯। রকম ১১। মানবজাতি ১৪। বনাত ১৫। কপিঞ্জল।

উপর-নীচ : ১। খানাপিনা ২। নন্দন ৩। বাথান ৪। বাইতি ৬। বর্ণিক ৮। নাদান ১০। মনজিল ১১। মাধব ১২। বরাত ১৩। তিলেক।

বিন্দুবিসর্গ

সর্বদল বৈঠকে বিরোধের ছায়া

বিশেষ মর্যাদা চেয়ে অনড় শরিকরা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : 'অল ইজ ওয়েল' কিছুতেই হচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারে।

বিরোধী ইন্ডিয়া জোট তো বটেই, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে শরিক জেডিইউ-ও। উলটোদিকে জল মাপছে আরও এক শরিক টিডিপিও। এমনকি কোনও শিবিরে না থাকা সত্ত্বেও সুযোগ বুঝে কোপ মারার কৌশল তৈরিতে ব্যস্ত নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিও।

সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। তার আগে রবিবার কেন্দ্রের ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে সেই বিরোধের ছায়া শাসক শিবিরকে অস্বস্তিতে রেখে দিল। যা থেকে স্পষ্ট, বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই একাধিক ইস্যুতে সংসদের উভয় কক্ষে ঝড় উঠতে চলেছে। এদিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে ওই সর্বদলীয় বৈঠকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জেডিইউয়ের তরফে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদার দাবি তোলা হয়। একই দাবি তোলেন ওয়াইএসআর কংগ্রেসের প্রতিনিধিরাও। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপিও দীর্ঘদিন ধরে ওই দাবি তুলছে। কিন্তু তারা এদিন সর্বদলে বিশেষ মর্যাদা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য না করায় কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ।

উলটোদিকে নবীন পট্টনায়েকের বিজেডিও কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিয়েছে, ২০১৪র ওড়িশা বিধানসভা ভোটে বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে রাজ্যকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। একের পর এক রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার দাবিতে কেন্দ্রকে কোণঠাসা হতে দেখে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারের পদ, নিট কেলেঙ্কারি, উত্তরপ্রদেশের কাঁওয়ার যাত্রা ঘিরে বিতর্কের মতো ইস্যুগুলিতে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস এবং বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। এদিনের বৈঠকে হাজির ছিলেন সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু, বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা, কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ ও কে সুরেশ, জেডিইউ নেতা সঞ্জয় ঝা, এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, আপের সঞ্জয় সিং, সপার রামগোপাল যাদব, আরজেডির অভয় কুশওয়াহা, এনসিপির প্রফুল প্যাটেল প্রমুখ। বৈঠকে রাজনাথ সিং বিরোধীদের অধিবেশন মসৃণভাবে চালানোর জন্য আবেদন করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমরা সমস্ত দলের নেতাদের পরামর্শ শুনেছি। সংসদ মসৃণভাবে চালানোর দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী উভয় শিবিরেরই।'

> আমরা সমস্ত দলের নেতাদের পরামর্শ শুনেছি। সংসদ মসৃণভাবে চালানোর দায়িত্ব সরকার এবং বিরোধী উভয় শিবিরেরই।
>
> **কিরেন রিজিজু**

> বিহারের জন্য জেডিইউ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস অন্ধ্রের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে। কিন্তু এনডিএ শরিক টিডিপি কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।
>
> **জয়রাম রমেশ**

সম্প্রতি বিশেষ অধিবেশনের সময় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ চলাকালীন বিরোধীরা যেভাবে হল্লা পাকিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গও তোলে শাসক শিবির। রিজিজু বলেন, 'রাজনাথ সিং বিরোধীদের আর্জি জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা বিশেষ অধিবেশনে যা করেছিলেন সেটা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য মোটেই ভালো নয়। প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য রাখছেন তখন গোটা সংসদ এবং দেশের উচিত সেই কথাগুলি শোনা।' সোমবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আর্থিক সমীক্ষা পেশ করবেন। মঙ্গলবার সাধারণ বাজেট পেশ করবেন তিনি। ১২ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে সংসদের বাদল অধিবেশন। সর্বদল নিয়ে জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে জেডিইউ। ওয়াইএসআর কংগ্রেসও অন্ধ্রের জন্য বিশেষ মর্যাদা চেয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এনডিএ শরিক টিডিপি এই দাবি নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি।'

রবিবারের বৈঠকের পর। রাজনাথ সিংয়ের পিছনে জয়রাম রমেশ।

হরপ্পা সভ্যতার বদলে 'সিন্ধু-সরস্বতী' উল্লেখ

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : এনসিইআরটি'র বইয়ে ফের রদবদল। এবার বদল ঘটেছে ষষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে। বহু বছর ধরে সিন্ধু নদের তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে বোঝাতে 'হরপ্পা সভ্যতা', 'হরপ্পা সমাজ' কথাগুলি ব্যবহার করা হত। এনসিইআরটি'র ষষ্ঠ শ্রেণির বইয়েও এতদিন সিন্ধু সভ্যতা সংক্রান্ত প্রবন্ধে 'হরপ্পা সভ্যতা' শব্দটির উল্লেখ ছিল। নতুন বইয়ে হরপ্পা সমাজ-সভ্যতাকে 'সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে একাধিকবার সরস্বতী নদীর উল্লেখ রয়েছে।

হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ হিসাবে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুরোনো বইয়ে অবশ্য এই নদীর কথা মাত্র একবার উল্লেখ করা হয়েছিল। এনসিইআরটির বইয়ে সিন্ধু নদের বদলে সরস্বতী নদীকে প্রাধান্য দান তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় সভ্যতায় সরস্বতী নদীর গুরুত্ব বোঝাতে বলা হয়েছে, এই নদীর অববাহিকায় অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি হল রাখিগড় এবং গানেরিওয়ালা। এগুলি ছোট শহর ও জনপদগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিল। সরস্বতী নদীটি ভারতে বর্তমানে 'ঘাগর' এবং পাকিস্তানে 'হাকড়া' নামে পরিচিত।

এনসিইআরটি প্রকাশিত বই

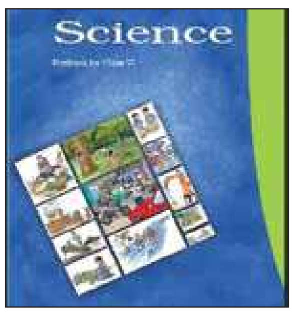

পাঠ্যবইয়ের বিবরণ অনুযায়ী, হরপ্পা সভ্যতার পতনের পিছনে মূলত ২টি কারণ রয়েছে। একটি জলবায়ু পরিবর্তন। অপরটি হল, সরস্বতী নদীর মূল প্রবাহ শুকিয়ে যাওয়া। এর ফলে সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত শহরগুলি (যেমন-কালিবঙ্গান, বনওয়ালি) পরিত্যক্ত হয়। পুরোনো বইয়ে যদিও হরপ্পা সভ্যতার পতনের মূল কারণগুলির মধ্যে সরস্বতী নদীর শুকিয়ে যাওয়ার উল্লেখ ছিল না। এপ্রসঙ্গে এনসিইআরটির একটি সূত্র জানিয়েছে, নতুন পাঠ্যবইয়ের যাবতীয় বিষয়বস্তু, ছবি এবং মানচিত্র নতুন পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এগুলি মূলগতভাবে ২০২৩-এর ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কের অন্তর্গত। তাই পুরোনো ও নতুন বইয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনার প্রশ্ন ওঠে না।

অতীতে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য আলাদা আলাদা বই প্রকাশ করত এনসিইআরটি। বর্তমানে সেই ব্যবস্থা বন্ধ করে সামাজিক বিজ্ঞান নামে একটি বই চালু করা হয়েছে। স্কুল শিক্ষার জন্য ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০২৩-এর আওতায় এনসিইআরটি যে বইটি প্রকাশ করেছে তার নাম 'এক্সপ্লোরিং সোসাইটি : ইন্ডিয়া অ্যান্ড বিয়ন্ড'। বিষয় ভিত্তিক বই প্রকাশ বন্ধ করে একটি সাধারণ বইয়ের মাধ্যমে পাঠদানের পক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্থাটির যুক্তি, সামাজিক বিজ্ঞানের অনেক শাখা রয়েছে। সেগুলি আলাদা করে বিষয়ভিত্তিক পড়াতে গিয়ে পড়ুয়াদের ওপর চাপ তৈরি হচ্ছে। বইয়ের সংখ্যা কমিয়ে যে সামাজিক বিজ্ঞান বইটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটি ৫টি থিমে বিভক্ত। এগুলি হল, 'ভারত ও বিশ্ব : ভূমি এবং মানুষ', 'অতীত আবরণ', 'আমাদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ঐতিহ্য', 'শাসন ও গণতন্ত্র', 'আমাদের পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক জীবন'।

কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে বানভাসি বাণিজ্যনগরী। রাজপথও জলের তলায়। রবিবার মুম্বইয়ের পারেলে।

'গণতন্ত্রের জন্য গুলি খেয়েছি'

ওয়াশিংটন, ২১ জুলাই : পেনসিলভেনিয়ার জনসভায় গুলি খেয়ে রক্তাক্ত হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পরে মিশিগানের প্রচার সমাবেশে যোগ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার তিনি বললেন, 'গণতন্ত্রের জন্য গুলি খেয়েছি।' কটাক্ষ করেছেন বাইডেনকেও।

মিশিগানের সভায় ট্রাম্প বলেছেন, 'আমি অগণতান্ত্রিক নই। চরমপন্থীও নই। গত সপ্তাহে গণতন্ত্রের জন্যই আমি গুলি খেয়েছি।' হাজার হাজার সমর্থকের হাততালির মধ্যে ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পের প্রশ্ন, আমি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে কী করেছি?' ট্রাম্প এও বলেন, 'আমি শুধু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঈশ্বরের কৃপায়। আমার এখানে থাকার কথা ছিল না।'

৪২ মহিলাকে খুনের পর টুকরো

নাইরোবি, ২১ জুলাই : কেনিয়ার এক যুবক ৪২জন মহিলাকে খুনের পর তাঁদের দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলে দিত নাইরোবির মুকুরির আবর্জনা ফেলার জায়গায়। ওই যুবক তার স্ত্রীকেও একইভাবে হত্যা করে তার দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে। ন'টি দেহ উদ্ধারের পর পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কলিন্স খালুসা নামে ওই ব্যক্তিকে। পুলিশ জানিয়েছে, খালুসা দোষ স্বীকার করেছে। কিন্তু কারণ জানা যায়নি। তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কুড়ুল, বস্তা, সেলোটেপ ইত্যাদি মিলেছে। জানা গিয়েছে, ২০২২ সাল থেকে এই কাণ্ড চলছে। কলিন্সের বিষয়টি সম্পর্কে পুলিশের অপদার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বন্ধ ইন্টারনেটে

নুহ, ২১ জুলাই : গত বছর ধর্মীয় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নুহ। মৃত্যু হয়েছিল ৫ জনের। বেশ কয়েকজন আহত হন। এবার সেই জলাভিষেক যাত্রা নিয়ে সতর্ক প্রশাসন। শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার ২৪ ঘণ্টা আগে নুহ জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট এবং একসঙ্গে একাধিক মেসেজ পাঠানোর পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।

মোদির প্রশংসা

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে ভারতীয়দের সাফল্যের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার গণিত অলিম্পিয়াডে ভারত চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। এটি দেশের সর্বকালীন সেরা সাফল্য। ভারতীয় দলের ঝুলিতে এসেছে ৪টি সোনা এবং একটি রুপোর পদক। সেকথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই সাফল্য শুধু অসংখ্য তরুণকে অনুপ্রাণিত করবে তাই নয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণিতের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

দেশে চালু হচ্ছে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন

ন্যাকের কর্মশালায় নেই বহু উপাচার্য

সুকুমার বাড়ুই

ভুবনেশ্বর, ২১ জুলাই : ন্যাকের বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক সংক্রান্ত পূর্বাঞ্চলীয় কর্মশালা ১৯ ও ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভুবনেশ্বরের উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে। অংশগ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ, ওডিশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েরপ্রতিনিধিরা।

প্রথম দিনের বিশেষ কর্মশালায় এরাজ্যের পাঁচজন প্রতিনিধি অংশ নেন। ছিলেন রাজ্যের টেকনিকাল এডুকেশন ডিরেক্টরেট অনীতা গঙ্গোপাধ্যায়, এডিপিআইয়ের মধুমিতা মান্না, কোচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথ, নিউ আলিপুর কলেজের অধ্যক্ষ জয়দীপ সারেঙ্গী এবং ডেব্রা কলেজের অধ্যক্ষ রূপা দাশগুপ্তা।

২০ জুলাই ওডিশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন উপাচার্য সহ প্রায় ৬০০ জন অংশগ্রহণকারী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপাচার্যদের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন এরাজ্যের।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস ছাড়া আর কোনও উপাচার্য হাজির ছিলেন না কর্মশালায়। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে নানা মহলে।

দেশজুড়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মান নির্ণয়ে শুরু হচ্ছে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক) এবছর সেপ্টেম্বরে সারা দেশে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি নতুন স্বীকৃতি ব্যবস্থা চালু করবে। এই বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্কটি প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে আলাদা।

ন্যাকের কার্যকরী সমিতির চেয়ারম্যান অনিল ডি সহস্রবুধে জানান, উচ্চশিক্ষার মানের উন্নতির জন্য রাধাকৃষ্ণন কমিটি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক তার অন্যতম। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির জন্য একটি গ্রেডিং ব্যবস্থা রয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সি থেকে এ++ পর্যন্ত গ্রেড পায়। দেখা যাচ্ছে, যে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ভালো গ্রেড না পাওয়ার ভয়ে ন্যাকের মূল্যায়নে অংশ নিচ্ছে না। তিনি আরও জানিয়েছেন, নতুন ব্যবস্থায় ন্যাকের মূল্যায়নকারী দলের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানে যাবেন না। প্রযুক্তির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মান মূল্যায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত কাঠামোটি তিন বছর মেয়াদে করা হবে। স্বীকৃতি ফিও কম হবে।

ন্যাকের এই পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়ার আগে বাইনারি অ্যাক্রিডিটেশন ম্যানুয়াল সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহের জন্য সারা দেশে পাঁচটি আঞ্চলিক কর্মশালা পরিচালনা করা হয়েছে। ভুবনেশ্বরে তার মধ্যে একটি কর্মশালা আয়োজিত হয়েছিল।

কেরলে মৃত নিপা সংক্রামিত

তিরুবনন্তপুরম, ২১ জুলাই : নিপা ভাইরাসে সংক্রামিত হয়ে কেরলে এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ জানিয়েছেন, শনিবার মাল্লাপুরমের বাসিন্দা ১৪ বছর বয়সি ওই কিশোরের নিপা সংক্রান্ত পরীক্ষার রিপোর্ট ইতিবাচক এসেছিল। তাকে হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। রবিবার সকাল থেকে কিশোরের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে হৃদযন্ত্র কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। সাড়ে ১১টা নাগাদ চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

গত কয়েকদিনে কেরলে নিপা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। নিপা সংক্রামিত সন্দেহে ২১৪ জনকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সংক্রামিতদের অধিকাংশ মাল্লাপুরমের পান্ডিক্কাদ এলাকার বাসিন্দা। মাঞ্জেরি মেডিকেল কলেজে ৪ জন গুরুতর অসুস্থের চিকিৎসা চলছে। নিপা সংক্রামিত কিশোরের মৃত্যুর পর কেরলে জারি হয়েছে স্বাস্থ্য সতর্কতা। নিপা সংক্রামিতদের সংস্পর্শে আশা মানুষজনকে মাস্ক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উপসর্গ দেখা দিলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। কোঝিকোড় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঢোকা ও বেরোনোর ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ জারি করেছে প্রশাসন।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজ

কর্ণাটক সরকারের নয়া বিল ঘিরে বিতর্ক

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই : বেসরকারি সংস্থায় কন্নড়দের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা নিয়ে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিল কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার। এবার তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে কর্মরতদের জন্য কাজের সময় বাড়িয়ে দিনে ১৪ ঘণ্টা করার কথা ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্যের কংগ্রেস শাসিত সরকার। যদি এটা শেষপর্যন্ত কার্যকর হয়, তাহলে কাজের সময় বেড়ে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা হবে। এমনটা হলে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি হাব বলে পরিচিত বেঙ্গালুরুর তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রভাব পড়তে পারে।

শনিবার কর্ণাটক স্টেট আইটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (কেআইটিইউ) জানায়, কর্ণাটক শপ অ্যান্ড কমার্শিয়াল বিল ২০২৪ নিয়ে শনিবার একটি বৈঠক ডেকেছিল রাজ্য শ্রম দপ্তর। তাতে বিভিন্ন পক্ষের মতামত শোনা হয়। সিদ্দারামাইয়ার সরকার অবশ্য এখনও এই বিল কার্যকর করার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি। কেআইটিইউ এক বিবৃতিতে বলেছে, ওই বিলে দিনে ১৪ ঘণ্টা কাজকে স্বাভাবিক করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান আইনে ওভারটাইম সহ দিনে সর্বোচ্চ ১০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি দেওয়া আছে। কিন্তু সংশোধনী আনা হলে সেটি উঠিয়ে দেওয়া হবে। এই বিল পাশ করানো হলে বেঙ্গালুরুর শ্রমজীবী মানুষের ওপর সবথেকে বড় আঘাত করা হবে।

কর্মচারী ইউনিয়নগুলির আশঙ্কা, নতুন বিল কার্যকর হলে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি বিদ্যমান থ্রি-শিফট সিস্টেমের বদলে টু-শিফট ব্যবস্থা কার্যকর হবে। সেইসঙ্গে এক-তৃতীয়াংশ কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে। গত বছর ইনফোসিসের সহপ্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীদের তৈরি থাকতে বলেছিলেন।

অমিত শা'র নিশানায় রাহুল, উদ্ধব

মুম্বই, ২১ জুলাই : ঝাড়খণ্ডের পর মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পুনেতে বিজেপির রাজ্য সম্মেলনে তাঁর দাবি, এই বছরের শেষে ৩টি রাজ্যের বিধানসভা ভোটে জিতে রাহুলের ঔদ্ধত্বের জবাব দেবে বিজেপি। শা বলেন, 'মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড ও হরিয়ানায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়ে রাহুলের ঔদ্ধত্ব ভেঙে দেবে।'

বর্তমানে হরিয়ানায় ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। মহারাষ্ট্রেও শিবসেনা এবং এনসিপির সঙ্গে জোট বেঁধে ক্ষমতায় রয়েছে তারা। একমাত্র ঝাড়খণ্ডে সরকারে রয়েছে জেএমএম-কংগ্রেসের জোট। গত

লোকসভা ভোটে ৩টি রাজ্যেই ২০১৯-এর চেয়ে ভালো ফল করেছে কংগ্রেস। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি নেতারা যে আরও জোরালোভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন অমিত শা'র বক্তব্যে তার আভাষ মিলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

রবিবার মহারাষ্ট্রের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাহুলের পাশাপাশি শিবসেনা (ইউবিটি) প্রধান উদ্ধব ঠাকরেকেও নিশানা করেছেন শা। কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ারের জোটকে 'আওরঙ্গজেব ফ্যান ক্লাব' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অমিত শা বলেন, 'আওরঙ্গজেব ফ্যান ক্লাবের অংশ কারা? যাঁরা কাসাবকে বিরিয়ানি পরিবেশন করেন, যাঁরা ইয়াকুব মেমনের জন্য ক্ষমা চান, যাঁরা (বিতর্কিত ইসলামিক প্রচারক) জাকির নায়েককে শান্তির বার্তাবাহক হিসেবে পুরস্কার দেন এবং যাঁরা (নিষিদ্ধ সংগঠন) পিএফআইকে সমর্থন করেন। উদ্ধব ঠাকরের এইসব লোকদের সঙ্গে বসতে লজ্জা হওয়া উচিত।' শারদ পাওয়ারকেও 'দুর্নীতি কা সরগনা' (দুর্নীতির প্রধান) বলে বর্ণনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

কেদারনাথের পথে ধসে মৃত ৩ পুণ্যার্থী

দেরাদুন, ২১ জুলাই : পুণ্য অর্জন হল না। রবিবার সকালে চিরবাসার কাছে কেদারনাথ যাত্রাপথে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধসের জেরে মৃত্যু হল তিন পুণ্যার্থীর। আহত হয়েছেন ৮ জন। ঘটনা ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে। মৃতদের দুজন মহারাষ্ট্রের। একজন রুদ্রপ্রয়াগের বাসিন্দা। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি জানিয়েছেন, ঘটনাটি নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ত্রাণ উদ্ধারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে গত কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টি চলছে। মাঝেমধ্যে ধসও নামছে। তারপরেও কেদারনাথের উদ্দেশে ট্রেকিং করে এগোচ্ছিলেন কয়েকজন পুণ্যার্থী। রবিবার সকাল থেকে ভারী বৃষ্টির জেরে গৌরীকুণ্ডের কাছে ধস নামে। বিশাল পাথরের চাঁই পুণ্যার্থীদের ঘাড়ে পড়ে। তাতে পিষ্ট হয়ে তিনজন মারা যান। রুদ্রপ্রয়াগের জেলাশাসক এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, রাজ্য ও জেলাবিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ধসের নীচে আরও কেউ চাপা পড়ে আছেন কি না তা দেখা হচ্ছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে নৈনিতাল, চম্পাবত, উধম সিং নগরে। রাজ্যের কিছু অংশে সোমবারের জন্য লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

লাইনের ত্রুটিতে ট্রেন দুর্ঘটনা, রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : উত্তরপ্রদেশের গোন্ডায় বৃহস্পতিবার দুপুরে চণ্ডীগড়-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস লাইনচ্যুত হওয়ার মূলে রয়েছে দুর্বল লাইন তথা লাইনের ত্রুটি। লাইনের ক্ষমতার তুলনায় ট্রেনের গতিবেগ যা হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশি গতিবেগ ছিল এক্সপ্রেস ট্রেনটির। রেললাইনের ত্রুটি, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ছয় সদস্যের তদন্তকারী টিমের রিপোর্টে একথাই রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় চারজন মারা যান।

রেলের বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার দিন ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার বেগে ট্রেনটি ছুটছিল। লাইনের যা হাল তাতে ওই লাইন দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ট্রেনের যাওয়ার কথা। তদন্তকারী টিমের সূত্র বলছে, দুর্ঘটনার এক ঘণ্টা আগে লখনউ বিভাগের সিনিয়ার সেকশন ইঞ্জিনিয়ার ট্র্যাকের ত্রুটি চিহ্নিত করেছিলেন। ওই ইঞ্জিনিয়ার লাইনের দুর্বলতা সম্পর্কে এক জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারকে ফোনে জানিয়েছিলেন। তারপরেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সতর্কতামূলক সিগনাল দেওয়া হয়নি। সতর্কতামূলক সিগনালের অনুপস্থিতির কারণে ট্রেনটি ৮০ কিলোমিটার বেগে চলছিল।

তদন্তকারী দলের ছ'জনই উত্তর-পূর্ব রেলের। তাঁরা দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে ট্রেনচালক, ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার ও প্রযুক্তি বিভাগের বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছেন। তবে শুধুমাত্র এই রিপোর্টটির ভিত্তিতেই রেলকর্তৃপক্ষ যাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেন সেই বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগকারী অফিসার পঙ্কজ সিং। তিনি জানিয়েছেন, কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি তদন্ত শুরু করেছেন। তাই এই রিপোর্টকে চূড়ান্ত বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না।

উত্তরপ্রদেশের দুর্ঘটনার রেশ মেলাতে না মেলাতে রাজস্থানের আলোয়ারে শনিবার গভীর রাতে একটি মালগাড়ির তিনটি বগি উলটে যায়। এর জেরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ওই লাইনের ট্রেন চলাচল। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কাঁওয়ার বিতর্কে যোগীর পাশে যোগগুরু

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : কাঁওয়ার যাত্রাপথের ধারে থাকা সমস্ত খাবারের দোকান, ধাবা, রেস্তোঁরাগুলির সাইনবোর্ডে তাদের মালিকের নাম লিখে রাখার যে নির্দেশ উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সরকার জারি করেছে তাতে বিতর্ক থামার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। এরইমধ্যে দুই সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে মুখ খুলেছেন যোগগুরু বাবা রামদেব।

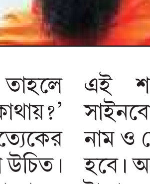

রবিবার তিনি বলেন, 'রামদেবের যদি নিজের পরিচয় জানাতে কোনও সমস্যা না হয় তাহলে রহমানের সমস্যাটা কোথায়?' যোগগুরুর সাফ কথা, 'প্রত্যেকের নিজের নামের জন্য গর্ব করা উচিত। নাম লুকিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি আমাদের কাজ খাঁটি হয় তাহলে আমরা হিন্দু না মুসলিম সেটা কোনও ব্যাপারই হয় না।' বিরোধীরা অবশ্য বিষয়টির এত সরলীকরণ করতে রাজি নয়। সংসদে আসন্ন বাদল অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে সরব হবে বলে জানিয়েছেন সপা নেতা রামগোপাল যাদব। সুপ্রিম কোর্টে সোমবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা।

এদিকে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের দেখাদেখি এবার বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানদারের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। উজ্জয়িনীর মেয়র মুকেশ তৎওয়াল জানিয়েছেন, প্রাচীন এই শহরের সমস্ত দোকানের সাইনবোর্ডে দোকানের মালিকের নাম ও মোবাইল নম্বর লিখে রাখতে হবে। অন্যথা হলে প্রথমে ২ হাজার টাকা আর পরে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে। নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতার স্বার্থেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছেন তিনি। মুসলিমদের নিশানা করার জন্য এই নির্দেশ জারি করা হয়নি বলে সাফাই দিয়েছেন মেয়র।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি গবেষণা অনুযায়ী, চার থেকে বারো মাস বয়সি সদ্যোজাতরা মুখ চিনতে তাদের মায়ের গন্ধ ব্যবহার করে। চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার দাবি, মায়ের গন্ধ থেকে শিশুরা উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়। পাশাপাশি এই বয়সের মধ্যে তাদের মুখ চেনার ক্ষমতাও বাড়ে।

সুস্থ থাকুন

১১ বছর বয়সি ছোট্ট ছেলেটি রোজ পায়রাকে খাবার দিত। সম্প্রতি শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে ভর্তি হয় হাসপাতালে। ক্রমে অবস্থার অবনতি হয়। হাইপার সেন্সিটিভ নিউমোনিয়া ও ফুসফুসের সমস্যা ধরা পড়ে। চিকিৎসকরা বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে পায়রার সংস্পর্শে থাকার কারণে পালক ও বিষ্ঠার মাধ্যমে ওর অ্যালার্জির সমস্যা হয়েছে। ঘটনাটি পূর্ব দিল্লির।

হঠাৎ মাথা ঘুরছে হতে পারে ভার্টিগো

অফিসে দিব্যি কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছেন, হঠাৎই মনে হল মাথাটা যেন টাল খেল। কখনও বা শুয়ে ফোন ঘাঁটছেন, মনে হল মাথাটা যেন ঘুরে গেল। অনেকেই একে মনের ভুল বলে এড়িয়ে যান কিংবা দুর্বলতার লক্ষণ ভাবেন। কিন্তু আদতে তা ভার্টিগোর লক্ষণ হতে পারে। আর এই 'মাথা ঘোরা' কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। লিখেছেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং ইএনটি বিভাগের প্রধান **ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতো**

ভার্টিগো কী

ভার্টিগো এমন এক অবস্থা যাতে মনে হয় আপনার মাথা ঘুরছে বা আপনার চারপাশের সবকিছু ঘুরছে। এমনটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। বেশিরভাগ কারণের সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি হয়ে থাকে। অস্বস্তি কমাতে এবং দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে যথাযথ রোগনির্ণয় ও সঠিক চিকিৎসা করানো উচিত।

কারণ

কারণ অনুযায়ী ভার্টিগো দু'ধরনের– পেরিফেরাল এবং সেন্ট্রাল ভার্টিগো। এদের মধ্যে পেরিফেরাল ভার্টিগো বেশি হয়। এটি সাধারণত অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল বা ভেস্টিবুলার নার্ভের সমস্যার জন্য হয়ে থাকে। এই নার্ভটি ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে, সেন্ট্রাল ভার্টিগোর জন্য দায়ী মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় কারণ, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক, ব্রেন টিউমার, মাথায় আঘাত এবং ইনফেকশন। তবে সেন্ট্রাল ভার্টিগো তুলনামূলক কম হয়ে থাকে।

ভার্টিগোর অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে কানে দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণ বা ল্যাবারিনথাইন ফিস্টুলা, মাইগ্রেন এবং কানে ক্ষতিকারক ওষুধ। এছাড়া চোখের সমস্যা এবং সাইনাস ইনফেকশনও ভার্টিগোর জন্য দায়ী।

ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস

শুধু ভেস্টিবুলার নার্ভে সংক্রমণ হলে তাকে ভেস্টিবুলার নিউরাইটিস বলা হয়। সাধারণত মারাত্মক ভার্টিগোর সঙ্গে বমিবমি ভাব ও বমি হতে পারে। এক্ষেত্রে রোগী হাঁটতে পারেন না, এমনকি বেশিরভাগ সময়ে দাঁড়াতেও পারেন না এবং তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। তবে চিকিৎসায় ভার্টিগো ধীরে ধীরে কমে যায়। এটা সাধারণত ফিরে আসে না। আর যদি ফিরেও আসে তার তীব্রতা কম হয়।

অ্যাকিউট ল্যাবারিনথাইটিস

সংক্রমণ যখন ল্যাবারিনথে প্রভাব ফেলে তখন তাকে বলে ল্যাবারিনথাইটিস। এক্ষেত্রে উপসর্গ ভেস্টিবুলার নিউরাইটিসের মতোই হয়। অতিরিক্ত উপসর্গ হিসেবে শ্রবণক্ষমতা কমে এবং মনে হতে পারে কানে কিছু বাজছে। সেক্ষেত্রে রোগনির্ণয় করতে হিয়ারিং টেস্ট করা প্রয়োজন। শ্রবণক্ষমতা কমে গেলে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত এবং শ্রবণক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চিকিৎসা করাতে হবে।

বিনাইন প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো (বিপিপিভি)

ভার্টিগোর সবথেকে বড় কারণ। এক্ষেত্রে মাথা ঘোরা বা চারপাশ ঘোরার অনুভূতিটা তীব্র হয়। এটি কয়েক সেকেন্ড থেকে কয়েক মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এমনকি এর পরবর্তী প্রভাব কয়েকদিন থাকতে পারে। মাথা নাড়ানো এবং অঙ্গভঙ্গির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে এমনটা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে বমিবমি ভাব ও বমি হতে পারে। এই সমস্যা বারেবারে হতে পারে। অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল থেকে খুব ছোট ক্যালসিয়াম কণা বেরিয়ে অর্ধবৃত্তাকার নালিতে যায়। কণার এই নড়াচড়াই ভার্টিগোর জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে রোগ লক্ষণ সম্পর্কিত উপসর্গ পরীক্ষানিরীক্ষা করে রোগনির্ণয় করা হয়। অ্যাকিউট স্টেজে ওষুধ সাহায্য করতে পারে। পার্টিকল রিপজিশনিং ম্যানুভার ট্রিটমেন্টে দীর্ঘস্থায়ী উপকার হয়।

মিনিয়ারস ডিজিজ

ভার্টিগোর আরেকটি কারণ মিনিয়ারস ডিজিজ। এটা তখনই হয় যখন অন্তঃকর্ণে অতিরিক্ত তরল জমা হয়। হঠাৎ করে মাথা ঘুরলে এমনটা হতে পারে, যা কয়েক ঘণ্টা থাকতে পারে। এর সঙ্গে শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়া কিংবা কানে কিছু বাজছে বলে মনে হতে পারে। প্রথমে এটা একটা কানেই প্রভাব ফেলে, পরে রোগ বাড়ার সঙ্গে অন্য কানকেও প্রভাবিত করতে পারে। এই রোগ বারেবারে হতে পারে। রোগের অগ্রগতির সঙ্গে উপসর্গ বাড়তে থাকে। অ্যাটাকের মাঝে রোগী উপসর্গমুক্ত থাকেন। রোগী আগেই বুঝতে পারেন যে, অ্যাটাক হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে তিনি উপসর্গ কমাতে অ্যাটাকের আগে ওষুধ খেতে পারেন। মাথা ঘোরানোর মুহূর্তে শ্রবণক্ষমতা কমে যাওয়া, কানে কিছু বাজা কিংবা হঠাৎ করে কান বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়তে পারে। কিন্তু অ্যাটাকের মাঝে এই সব উপসর্গ কম হয়।

মোশন সিকনেস

গাড়িতে যাতায়াত করলে মূলত চোখ এবং কানকে প্রভাবিত করে। দ্রুতগতিতে যাত্রা করলে বাইরের দৃশ্য অনবরত বিপরীত দিকে চলছে বলে মনে হয়। অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল মাথা নড়াচড়ার সময় দৃষ্টিকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে। একে বলে ভেস্টিবুলো অকুলার রিফ্লেক্স। কিছু মানুষের অন্তঃকর্ণের ভেস্টিবুল এই সামঞ্জস্য রাখতে পারে না। তখনই মাথা ঘোরানো, গা গোলানো এবং বমিবমি ভাব দেখা যায়, যা চিকিৎসা পরিভাষায় মোশন সিকনেস নামে পরিচিত। পাহাড়ে গেলে অনেকের সঙ্গে এমনটা হয়ে থাকে। যাঁরা এমন সমস্যায় বেশি ভোগেন তাঁদের বেরোনোর আগে অ্যান্টি ভার্টিগো ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

রোগনির্ণয় এবং সুস্থ হওয়ার উপায়

পেরিফেরাল ভার্টিগো নির্ণয় করতে রোগ লক্ষণ সম্পর্কিত পরীক্ষানিরীক্ষা ও একাধিক টেস্টের সাহায্য নেওয়া হয়। অন্যদিকে, অ্যান্টি ভার্টিগো মেডিসিন ৫-৭ দিনের জন্য বন্ধ রাখার পর ভেস্টিবুলার ফাংশন টেস্ট করানো উচিত, নয়তো রিপোর্টে বিভ্রান্তি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে হিয়ারিং টেস্ট অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া অন্যান্য কারণ জানতে এক্স-রে, সিটি স্ক্যান, এমআরআই এবং কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

রোগনির্ণয় করে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা এবং রোগীকে সেরে ওঠার আশ্বাস দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এছাড়া ভেস্টিবুলার রিহ্যাবিলিটেশন এক্সারসাইজ করারও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। তীব্র মাথা ঘোরালে ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তবে নিজে ডাক্তারি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

প্রস্টেটের সমস্যা পুষে রাখবেন না

অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া ও অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের প্রভাব পড়ে কিডনির উপরে। আর কিডনির সমস্যা ধরা পড়ে অনেক দেরিতে। তাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের ওপর জোর দিতে বলা হয়। অন্যদিকে, বয়স বাড়লে অনেক পুরুষই প্রস্টেটের সমস্যায় ভোগেন। অথচ বিষয়টিকে তেমন আমল দেন না। কিন্তু সমস্যা বেড়ে গিয়ে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে। তাই প্রস্টেটের সমস্যা পুষে রাখতে নেই। কিডনি ও প্রস্টেট সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন শিলিগুড়ির এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজির কনসালট্যান্ট ইউরোলজিস্ট **ডাঃ দেবব্রত দাস**

কখন ইউরোলজিস্টের কাছে যাবেন?

মূত্রনালির সংক্রমণ, প্রস্রাবে জ্বালা, কিডনি বা মূত্রনালিতে পাথর, প্রস্টেটের সমস্যা, মূত্রনালি সংকুচিত হওয়া, কিডনি, মূত্রনালি বা প্রস্টেটের ক্যানসার, পুরুষের যৌনগত সমস্যা বা প্রজনন সংক্রান্ত সমস্যা, কিডনি প্রতিস্থাপন বা ডায়ালিসিসের জন্য প্রয়োজনীয় ফিস্টুলা সার্জারি করাতে একজন ইউরোলজিস্টের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

কিডনিতে পাথর হওয়ার কারণ?

পরিমাণমতো জল না খাওয়া, যা প্রস্রাবের ঘনত্বকে বাড়িয়ে দেয় এবং কিডনিতে পাথর তৈরিতে সাহায্য করে। এছাড়া অতিরিক্ত লবণ, অতিরিক্ত প্রোটিন যেমন মাংস, অতিরিক্ত অক্সালেট ও ইউরিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার কিডনিতে পাথর তৈরির পথ প্রশস্ত করে। কিছু রোগ যেমন গাউট, বারবার মূত্রনালির সংক্রমণ, প্যারাথাইরয়েড সংক্রান্ত সমস্যা পাথর তৈরির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। পারিবারিক ইতাহাস থাকলেও পাথর হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

পাথর হলে কী উপসর্গ হতে পারে?

পাথরের অবস্থান এবং তা কত বড় - তার উপরই উপসর্গ নির্ভর করে। পাথর হলে সাধারণত তলপেটে ব্যথা, কোমরের দিকে ব্যথা, বমি বমি ভাব, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত পড়া, প্রস্রাব করার সময় ব্যথা বা জ্বরও হতে পারে। অনেক সময় কিডনিতে পাথর থাকলেও কোনওরকম উপসর্গ নাও থাকতে পারে।

পাথর হলে কোন পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

আল্ট্রাসনোগ্রাফি, এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। এছাড়া কিছু রক্ত পরীক্ষা এবং ইউরিন পরীক্ষা করার প্রয়োজন পড়তে পারে।

চিকিৎসা কী?

চিকিৎসা নির্ভর করে পাথরটা কত বড় এবং কোথায় রয়েছে তার ওপরে। সাধারণত ৭ মিলিমিটারের কম পাথর হলে কিছুই করার প্রয়োজন পড়ে না। পরিমিত জল খাওয়া এবং কিছু খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করলেই হয়। তবে মূত্রনালিতে ছোট পাথরও খুব ব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারে যার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়তে পারে। অনেক সময় ছোট পাথর ইউরেটারের একদম নীচের দিকে থাকলে ওষুধের মাধ্যমেও বের করে দেওয়া যেতে পারে।

আজকাল কোনও কাটাছেঁড়া ছাড়াই কিডনিতে পাথরের অস্ত্রোপচার আমরা করে থাকি। কিছু অস্ত্রোপচার যেমন ইউআরএসএল, পিসিএনএল, আরআইআরএস নিয়মিত করা হয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি আধুনিক পদ্ধতিতে লেজার ব্যবহার করে ইসিআইআরএস প্রক্রিয়ায় কিডনির পাথরের অস্ত্রোপচার করা যায়।

কিডনিতে পাথর প্রতিরোধের উপায় কী?

সারা দিনে অন্তত দুই থেকে আড়াই লিটার জল খাওয়া উচিত। এছাড়া অতিরিক্ত প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। ফুলকপি, ব্রোকোলি, পালং শাক, পুঁই শাক, বেগুন, টমেটো, ফলের মধ্যে আতা, চিকু, আঙুর, ড্রাই ফ্রুটস যেমন কাজুবাদাম এড়িয়ে চলাই ভালো। অতিরিক্ত লবণ ও প্যাকেটজাতীয় খাবার এড়িয়ে চলুন। বেশি ঘি, মাখন, চিজ, চকোলেট, কোকো পাউডার, কফি না খাওয়াই ভালো।

প্রস্টেটের সমস্যায় কী উপসর্গ দেখা দেয়?

প্রধান উপসর্গের মধ্যে রয়েছে - মূত্রত্যাগের সময়ে সমস্যার সম্মুখীন হওয়া, ঘন ঘন মূত্রত্যাগের প্রয়োজন বিশেষ করে রাতে, দুর্বল বা বিঘ্নিত মূত্র প্রবাহ, মূত্রত্যাগের শেষে ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়া, সম্পূর্ণ মূত্রাশয় খালি করতে না পারা, তলপেট, কুঁচকি বা পিঠে ব্যথা।

প্রস্টেটের সমস্যা কীভাবে নির্ণয় করা যায়?

পুরুষদের মধ্যে প্রস্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি সাধারণত বয়সজনিত কারণে হতে পারে বা প্রস্টেটের ক্যানসার হলেও হতে পারে। প্রস্টেটের সমস্যায় যেসব পরীক্ষা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে -

ডিজিটাল রেক্টাল এগজাম (ডিআরই) : মলদ্বারের দেয়ালের মাধ্যমে প্রস্টেট পরীক্ষা করা হয়।

মূত্র পরীক্ষা : সংক্রমণ বা অন্যান্য অবস্থার পরীক্ষা করা হয়।

রক্ত পরীক্ষা : পিএসএ (প্রোস্টেট-নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন) স্তর পরীক্ষা করা হয়।

ইমেজিং পরীক্ষা : প্রস্টেট এবং মূত্রনালির মূল্যায়নের জন্য আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই।

ইউরোডায়নামিক পরীক্ষা : মূত্রের চাপ এবং প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।

প্রস্টেটের সমস্যার চিকিৎসা কী?

সবার আগে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। যেমন, শোয়ার আগে জল খাওয়া কমানো, ক্যাফিন এবং অ্যালকোহল সীমিত করা এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। পাশাপাশি ওষুধ তো রয়েইছে। প্রতিরোধের উপায় হিসেবে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার পাশাপাশি জীবনধারা বজায় রাখতে হবে।

প্রস্টেটের সমস্যায় অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

সবক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু ক্ষেত্রে মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি করার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন-

ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ দ্য প্রস্টেট : মূত্রনালির মধ্য দিয়ে একটি যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে প্রস্টেট টিস্যু অপসারণ করা হয়।

লেজার সার্জারি : লেজারের মাধ্যমে প্রস্টেট টিস্যু ধ্বংস করা হয়।

দোকানঘর খুঁজতে হন্যে ব্যবসায়ীরা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : প্রথমে ১৫ দিন তারপর আরও ৫ দিন বাড়ানো হয়েছিল সময়সীমা। রবিবার সেই সময়সীমাও পার হয়ে গেল। ফালাকাটায় অবৈধ দখলদার হটানো এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে ২১ দিনের চূড়ান্ত সময়সীমা পার হয়ে গেলেও রবিবার পর্যন্ত অবশ্য কেউই স্বেচ্ছায় সরকারি জমি থেকে দোকানঘর সরিয়ে নেননি।

কেন? ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তাঁরা নাকি হন্যে হয়ে দোকানঘর খুঁজছেন। কিন্তু কম দামে পছন্দসই ঘর মিলছে না। এদিকে, প্রথমে হকার উচ্ছেদ নিয়ে কড়াকড়ি করলেও পরে কিন্তু আবার ধীরে চলো নীতির কথাই বলেছে রাজ্য সরকার। তাহলে কি এই অবস্থায় ফালাকাটা পুরসভা দখলমুক্তি অভিযান শুরু করবে? তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশার মধ্যেই আছে ফালাকাটার ব্যবসায়ীদের একাংশ।

শহরের ব্যবসায়ী শান্তনু রায় বলেন, 'সরকারি জমির উপরেই আমার দোকানঘর ছিল। পুরসভা বলেছে উঠে যেতে। কিন্তু অন্য কোথাও পছন্দমতো দোকানঘর পাচ্ছি না। পেলেও তার ভাড়া প্রচুর। সামান্য ব্যবসা করে মোটা টাকা ভাড়া দেওয়া সম্ভব নয়।'

যদিও পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য কড়া বার্তা দিচ্ছে। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'যাঁরা সরকারি জমি দখল করে ব্যবসা করছেন তাঁদের সরে যেতে আমরা সময় বেঁধে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যেই সেই সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার বিদ্যুৎ দপ্তরকে বলব ওইসব প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে। এর মধ্যেই আমরা এসডিও'র উপস্থিতিতে ফের সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে অভিযান করব।'

ফালাকাটা পুরসভা কর্তৃপক্ষ গত ১ জুলাই ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে অভিযানে নেমেছিল। ওই দিন শহরের মেইন রোড, নেতাজি রোড, হাটখোলা সহ অলিগলিতেও অভিযান করা হয়। এমনকি যেসব সরকারি জমি কয়েক বছর আগে দখল হয়েছে সেগুলিও খালি করতে অভিযান চালায়। সূত্রের খবর, ফালাকাটার ব্যবসায়ীদের একাংশ ছাড়াও ক্লাব, রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠন সহ অসংখ্য মানুষ সরকারি জমি দখল করে রয়েছেন। গত ১ জুলাই খোদ পুরসভার চেয়ারম্যান অবৈধ দখলদারদের কাছে গিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে জায়গা খালি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবে পরে তা ২০ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়। রবিবার সেই সময়সীমাও পার হয়ে গিয়েছে।

ফালাকাটা

স্বাভাবিকভাবেই এবার পুরসভা কী পদক্ষেপ করে সেটা দেখার জন্যই অপেক্ষা করছেন শহরের বাসিন্দারা।

এদিকে জানা গিয়েছে, অনেক ব্যবসায়ীই যাঁরা ভাড়া দোকানঘর নিয়ে ব্যবসা করছিলেন তাঁরা এখন বিকল্প ঘর খুঁজছেন। তবে পছন্দমতো দোকানঘর পাচ্ছেন না। পেলেও তার ভাড়া অনেক চড়া। বিশেষ করে শহরের মূল রাস্তার আশপাশে দোকানঘর নেই বললেই চলে। এই অবস্থায় পছন্দসই দোকানঘর না পেলে কী করে ব্যবসা চালু করবেন তা ভেবেই চিন্তিত ব্যবসায়ীরা।

এমনই এক ব্যবসায়ী বললেন, 'একেবারে মেইন রোডের ধারে আমার অফিস ছিল। শুনছি পুরসভা সেটা ভেঙে দেবে। তাই বিকল্প জায়গায় অফিস করতে মোটা টাকা দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছি।'

উচ্ছেদের আশঙ্কায় দিন গুনছেন ব্যবসায়ীরা। ফালাকাটায়।

ডলোমাইট ওঠানো-নামানো এবং লেভেল ক্রসিংয়ে যানজট বীরপাড়ার বাসিন্দাদের মাথাব্যথার দীর্ঘস্থায়ী কারণ। -সংবাদচিত্র

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

রবিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	-	৩
বি পজিটিভ	-	১৪
ও পজিটিভ	-	২৯
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	২

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	১
বি পজিটিভ	-	১
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	৫
ও পজিটিভ	-	২
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

উপনির্বাচনের মুখে ঘুরে দাঁড়াতে প্রতিবাদ আরএসপি'র

ইস্যু আরওবি, ডলোমাইট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : যানজট সমস্যা মেটাতে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি, বীরপাড়া বাইপাস রোড হিসেবে ব্যবহারের জন্য দলমোর-হরিপুর রাস্তাটিকে প্রস্তুত করা এবং ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি বীরপাড়া থেকে সরানোর দাবিতে রবিবার বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ৪ ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল আরএসপি। বীরপাড়ার ওই জ্বলন্ত তিনটি ইস্যুতে আরএসপি'র আন্দোলনকে এলাকায় বামেদের হারানো মাটি পুনরুদ্ধারের চেষ্টার একটি ধাপ হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, কয়েকদিনের মধ্যেই মাদারিহাট বিধানসভায় উপনির্বাচন হবে। ভোটের মুখে ওই তিনটি ইস্যুতে আন্দোলন নৈতিক সমর্থন জোটাতে বামেদের সহায়ক হবে বলে ধারণা অভিজ্ঞদের।

ওই আন্দোলনে আরএসপি নৈতিক সমর্থন পেয়েও গিয়েছে। তাও আবার তৃণমূলের বীরপাড়া ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে। আরএসপিকে শুভেচ্ছা জানালেও সোমনাথ অবশ্য বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি। সোমনাথের বক্তব্য, 'আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানাই। আরওবি'র স্বার্থে দলমতনির্বিশেষে বীরপাড়ার সবার গর্জে ওঠা উচিত যাতে ওই দাবি সাংসদ মনোজ টিগ্গা সহ রেলমন্ত্রকের কানে পৌঁছায়।'

ঘটনা হল, বীরপাড়ায় প্রস্তাবিত আরওবি নিয়ে বছরের পর বছর বিজেপি-তৃণমূলে চাপানউতোর চলছে। রেলমন্ত্রক এবং বিজেপির অভিযোগ, অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি করার জন্য এখনও রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। ফলে আরওবি তৈরির কাজ শুরু হয়নি। সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলছেন, 'জমি পাওয়ামাত্রই রেলমন্ত্রক কাজ শুরু করবে।' তবে আরওবি নিয়ে মনোজকে দোষারোপ করলেও আপাতত আরএসপি'র মতো দুর্বল প্রতিপক্ষকে খোঁচাতে রাজি নয় তৃণমূল। বরং সোমনাথের বক্তব্যে স্পষ্ট, বিজেপি এবং রেলমন্ত্রকের ওপর চাপ বাড়াতে আরএসপি'র আন্দোলনকেও পরোক্ষভাবে ব্যবহার করতে পিছপা নয় তৃণমূল।

৩০ জুন বীরপাড়ায় আরএসপি'র রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় জানিয়েছিলেন, মানুষের

আরএসপির কর্মসূচি। রবিবার বীরপাড়ায়। -সংবাদচিত্র

সমস্যা নিয়ে স্থানীয় ইস্যুগুলিতে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে দল। রবিবার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে দলের জেলা সম্পাদক সুব্রত রায় বলেন, 'জেলাজুড়ে বিভিন্ন স্থানীয় ইস্যুতে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। বীরপাড়ার সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন এরই একটি অঙ্গ।' আরএসপি'র বীরপাড়া লোকাল কমিটির সম্পাদক বিকাশ দাস বলেন, 'ডলোমাইটের দূষণে বীরপাড়াবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত। লেভেল ক্রসিংয়ের যানজটে আটকে প্রাণ যাচ্ছে রোগীদের। এদিকে, সমস্যাগুলি নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলের চাপানউতোরে চাপা পড়ে রয়েছে মানুষের কণ্ঠস্বর। তবে আমরা আর চুপ করে থাকব না।' একই বক্তব্য সংযুক্ত কিষান সভার জেলা সম্পাদক জ্ঞানেন দাস, ডুয়ার্স চা বাগান ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গোপাল প্রধানদেরও।

বাম আমলে মাদারিহাট বিধানসভা এলাকাটি ছিল লালদুর্গ। বিশেষ করে মাদারিহাট ছিল আরএসপি'র ঘাঁটি। বিধানসভা ভোটে মাদারিহাটে বামফ্রন্টের প্রার্থী মনোনীত হতেন আরএসপি থেকেই। ২০১৬ সালে মাদারিহাট হাতছাড়া হয় আরএসপি'র। এরপর থেকেই ক্রমশ রক্তক্ষরণ হচ্ছে দলটির। চা বাগানেও চূর্ণবিচূর্ণ সংগঠন। এবছরের লোকসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার লোকসভার মাদারিহাট বিধানসভায় মাত্র ৪ হাজার ৪৩ ভোট পেয়েছেন আরএসপি প্রার্থী। তবে উপনির্বাচনে মাদারিহাটে প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বামফ্রন্ট, খবর আরএসপি সূত্রের। পাশাপাশি উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার আগেই ওই বিধানসভার অন্যতম সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলনে নামল আরএসপি। তবে বিকাশ দাসের বক্তব্য, ভোটমুখী নয়, মানুষের সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালাবেন তাঁরা।

দু'ঘণ্টার মধ্যে ধৃত চোর

বীরপাড়া, ২১ জুলাই : শুক্রবার রাতে বীরপাড়ার বড়বাজারে বাসনপত্রের একটি দোকানের টিনের বেড়া কেটে ভেতরে ঢুকে লুঠপাটের ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালবেলা দোকান খুলতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে দোকান মালিক কল্যাণ পালের। এরপরই তিনি বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ দায়েরের ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লির কুড়ি বছর বয়সি বিকি বাসফোরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘণ্টা চারেকের মধ্যে উদ্ধার করা হয় চুরির সামগ্রীগুলি।

চার ঘণ্টায় চোরাই মাল উদ্ধার

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী জানান, প্রেসার কুকার, টিফিন বক্স, হট পট, ফ্রাইং প্যান সহ নানা সামগ্রী খোয়া গিয়েছিল। সিসিটিভি ক্যামেরাও তছনছ করে রেখে গিয়েছিল দুষ্কৃতী। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, চুরির সামগ্রীগুলি রেললাইন লাগোয়া এলাকায় লুকিয়ে রেখেছিল বিকি। জেরায় ভেঙে পড়ে মালপত্রগুলি বের করে দেয় সে। রবিবার আলিপুরদুয়ার মহকুমা আদালতের বিচারক বিকির জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ব্যবসায়ী কল্যাণ পাল বলেন, 'পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করতেই হয়। অত্যন্ত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।'

প্রসঙ্গত, বীরপাড়ায় মাঝে মাঝেই ছিঁচকে চুরির ঘটনায় স্থানীয়দের দুশ্চিন্তা বেড়েছে। ঘটনায় জড়িতদের সিংহভাগই অল্পবয়সি। এদের অনেকেই জড়িয়ে পড়ছে নেশার সামগ্রী চোরাচালানে। ফলে চাপ বেড়েছে পুলিশেরও। পুলিশ সূত্রের খবর, চুরির ঘটনায় শনিবার ধৃত বিকিও নানা ধরনের নেশায় আসক্ত। নেশার টাকা জোগাড় করতে দোকানে চুরি করেছিল সে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছে বিকি।

পুজোর থিমে দেওয়াল লিখন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : দুর্গাপুজোয় দেওয়াল লিখন! হাইটেক প্রচারের যুগে এই কথাটা কিছুটা অদ্ভুত লাগলেও লাগতে পারে। বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কিন্তু সেই সাবেকিয়ানাই ধরে রাখতে চাইছে। তাই এবার তাদের রজত জয়ন্তী বর্ষের পুজোর থিমই হচ্ছে 'দেওয়াল লিখন'। রবিবার বাবুপাড়ার মন্দিরের দেওয়াল লিখনের মাধ্যমেই এবার তাদের ২৫তম পুজোর আয়োজন শুরু হল। রবিবার প্যান্ডেল তৈরির সূচনাও হয়ে যায়। হারিয়ে যেতে বসা দেওয়াল লিখন এখন বাবুপাড়ার পুজোর থিম।

ফালাকাটার অন্য বিগ বাজেটের পুজো কমিটিগুলি যখন বাইরের থিম রেখে, সেই হিসেবে মণ্ডপসজ্জার প্রস্তুতি নিয়ে এবারের পুজোর সূচনা করতে চলেছে। তখন বাবুপাড়া ব্যস্ত হারিয়ে যেতে বসা 'দেওয়াল লিখন' ফুটিয়ে তুলতে।

বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক সুশান্ত সূত্রধর বলেন, 'আমরা বরাবর সাবেকিয়ানায় বিশ্বাসী। তাই এবার আমাদের পুজোর রজত জয়ন্তীতে সাবেক দেওয়াল লিখনকেই বেছে নিয়েছি। স্থানীয় শিল্পীরাই কাজ করবেন। রবিবার দেওয়াল লিখন করেই আমাদের পুজোর প্রচার শুরু করা হল।'

পুজো কমিটির সভাপতি সুজিত ভদ্রের কথায়, 'কুমোরটুলির সাবেকি প্রতিমা, চন্দননগরের আলোকসজ্জা এবং একেবারে সাবেকিয়ানার প্যান্ডেলে আমাদের মণ্ডপ সেজে উঠবে। এই শারদোৎসবেই আমাদের সাবেকি প্যান্ডেলে মিলন উৎসব হবে।'

বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির দেওয়াল লিখন। রবিবার।

রবিবার বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোর সূচনা হয়। সঙ্গে চলে দেওয়াল লিখনও। মন্দিরের দেওয়ালেই স্থানীয় শিল্পীকে দিয়ে দেওয়াল লিখন করা হয়। পাড়ার ছোট থেকে বড় সকলেই উপস্থিত ছিলেন পুজোর সূচনায়। সকলের নিজের পাড়ার উৎসব নিয়ে বেশ আগ্রহী এবং উৎসাহিত। মনোযোগ সহকারে দেওয়াল লিখন দেখতে দেখা যায় আট থেকে আশি সকলকেই।

এদিকে বাবুপাড়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির তরফে জানানো হয়, এই বছর প্রায় ১৫ ফুটের প্রতিমা থাকবে। পুজোর ক'দিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সঙ্গে থাকছে ধামসা-মাদলের দল। অষ্টমীতে গোটা পাড়া একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করবে, এমন আয়োজন থাকছে।

ফালাকাটায় এবার বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো হচ্ছে। ওই তালিকায় এবার অবশ্য বাবুপাড়াও যুক্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের দাবি, এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ। তাই কমিটির সদস্য, পাড়ার সকলের থেকে চাঁদা তোলা হচ্ছে। কাউকে চাঁদার জন্য জোর করা হচ্ছে না, যাঁদের ইচ্ছে, তাঁরাই চাঁদা দিচ্ছেন। এখন মণ্ডপসজ্জা, দেওয়াল লিখন এবং পুজোর সমস্ত আয়োজনে মনোযোগ দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

কংগ্রেসের শহিদ দিবস

ফালাকাটা, ২১ জুলাই : ফালাকাটা বিধানসভা যুব কংগ্রেসের তরফে শহিদ দিবস পালন করা হল। রবিবার ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ের পার্টি অফিসে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানান যুব কংগ্রেস নেতারা। পরে নীরবতা পালন করা হয়। শহিদ স্মরণে উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি ইমরান হোসেন, সহ সভাপতি আরমান আলি, ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস সহ সভাপতি আনোয়ার হোসেন সহ যুব কংগ্রেস কর্মীরা। এই খবর জানান কংগ্রেস নেতা সন্দীপ বসু।

কবি সম্মেলন

জয়গাঁ, ২১ জুলাই : রবিবার জয়গাঁ শহরে প্রথমবার কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটির আয়োজক জয়গাঁ এলাকার বিশিষ্ট কবি কবিরুল ইসলাম। এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা, মুর্শিদাবাদ ও অসমের কবিরা। এদিন বাংলা কবিতা ও সাহিত্যের নানা দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কবিরা। কবি সম্মেলন নিয়ে কবিরুল বলেন, 'ভুটান সীমান্তে অনেক বাঙালি বাস করেন। তাঁদের মন থেকে যাতে সাহিত্যচর্চা বিলুপ্ত না হয়, তাই প্রতি বছর এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

বৈঠক

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রবিবার শান্তিনগর এলাকার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে এবিভিপি'র জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে আগামীদিনে সংগঠনকে কীভাবে বিস্তার করা যায়, সে বিষয়ে সাংগঠনিক আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ সভাপতি গৌরাঙ্গ বসাক, রাজ্য সম্পাদক দীপ্ত দে, জেলা সংযোজক অভীক দে ও অন্যরা।

রক্তসংকট মেটাতে তিনটি শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার ইনস্টিটিউট হলে কেয়ারিং লাইফ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রবিবারের এই শিবিরে ৭৬ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ছিলেন ১৮ জন মহিলা ও ১৪ জন নতুন রক্তদাতা। শিবির উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক প্রান্তিক দে, সভাপতি মানব দত্তগুপ্ত সহ অন্যরা। প্রান্তিক দে বলেন, 'জেলা হাসপাতালে এই মুহূর্তে রক্তসংকট চলছে। সেই কারণে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন।'

আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় অবস্থিত এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের অফিসেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের তরফেই এই আয়োজন। ৭৩ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিভাস জোয়ারদার জানান, সংগঠনের সদস্য ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভানেত্রী প্রিয়া গুপ্তার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই আয়োজন। শুধু তাই নয়, জেলা হাসপাতালে রক্তসংকটের কথা সকলেরই জানা। আর এর মোকাবিলা করার জন্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জংশন জিআরপির উদ্যোগে ও ফালাকাটা ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় আলিপুরদুয়ার জংশন রেলস্টেশনেও একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৫৪ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। রক্তদান করেন আলিপুরদুয়ার জংশন জিআরপির সদস্যরা।

প্যারেড গ্রাউন্ড এখন গোচারণ ভূমি

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : বৃহস্পতিবার পুরসভার চেয়ারম্যান রাস্তায় গোরু ধরতে নামতেই আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ড এখন হয়ে উঠেছে গোচারণ ভূমি। রবিবার বিকেলে অন্তত শ'খানেক গোরু প্যারেড গ্রাউন্ডে চরতে দেখা গিয়েছে। পুরসভার অভিযানের পর অবশ্য শহরের রাস্তায় চরে বেড়ানো গোরু খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। অনেকেই গোরু রাস্তায় ছাড়া বন্ধ করে দিয়ে এখন প্যারেড গ্রাউন্ডে এনে চরাতে শুরু করেছেন। কেউ কেউ গোরুর গলায় লম্বা দড়ি দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে গোরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছেন। মাঠে গোরুর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় খেলোয়াড়রা খেলাধুলোর চর্চা করতে সমস্যায় পড়ছেন। আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার বলেন, 'প্যারেড গ্রাউন্ডে গোরু ছেড়ে পালন করা যাবে না। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ার শহর ও শহরতলি এলাকার বহু মানুষ গোরু পালন করেন। এদিকে পুরসভার অভিযান শুরু হতে যাঁরা এতদিন ছেড়ে গোরু পালন করতেন, তাঁরা অনেকেই এখন রাস্তায় গোরু না ছেড়ে প্যারেড গ্রাউন্ডকে গোচারণের জন্য বেছে নিয়েছেন। রবিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে গোরু বেঁধে মাঠেরই কোণে বসে অপেক্ষা করছিলেন সরস্বতী দাস, মায়া পণ্ডিত, পলানি দাসরা। তাঁরা সকলেই শহরতলির ভোলারডাবরি এলাকার বাসিন্দা। সরস্বতী দাসের কথায়, 'পাঁচটি বড় গোরু রয়েছে। রাস্তায় গোরু ছাড়লে পুরসভা ধরতে পারে। তাই গলায় দড়ি বেঁধে প্যারেড গ্রাউন্ডে গোরুগুলিকে চরাতে নিয়ে এসেছি। স্বামী ওয়াল পেইন্টারের কাজ করেন। সংসারের বাড়তি একটু আয়ের আসায় ক'টা গোরু পালন করি।' গোরু চরাতে এসে মায়া বলেন, 'ফুটপাথে আমাদের ফাস্ট ফুডের দোকান। তিনটে গোরুর একটি দুধ দেয়। পুরসভার অভিযানের পর ফাস্ট ফুডের দোকান বন্ধ রয়েছে। গোরু আগে ছেড়ে পালন করলেও এখন বেঁধে মাঠে ঘাস খাওয়াচ্ছি। নিজেদের বসতবাড়িটুকু ছাড়া গোরু চরানোর কোনও জমি আমাদের নেই।' পলানির চারটি গোরু তিনটি বাছুর রয়েছে। পলানির কথায়, 'মানুষের অসুবিধা যাতে না হয়, তাই দড়ি বেঁধে মাঠে গোরু চরাতে এনেছি। বিকেলের পর গোরু বাড়িতে নিয়ে যাব।'

শহরের রাস্তায় দিনরাত গোরু চরে বেড়ানোয় শহর দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। রাস্তার গোরুর জন্য ইতিমধ্যে শহরে একাধিক দুর্ঘটনাও ঘটেছে। রাস্তায় গোরু না ছাড়ার জন্য পুরসভা থেকে বিভিন্ন সময়ে মাইকে প্রচারও করা হয়। কিন্তু টনক নড়েনি গোরুর মালিকদের। গত বৃহস্পতিবার রাস্তার গোরু ধরার অভিযান শুরু করে পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর নিজে গোরু ধরতে রাস্তায় নামেন। রাস্তায় চরে বেড়ানো গোরু পুরসভার হেপাজতে রাখা হয়। গোরু ছাড়াতে মুচলেকা সহ পুরসভাকে মোটা টাকা আর্থিক জরিমানা দিতে হবে। পুরসভার চেয়ারম্যানের অভিযানের পর শহরের রাস্তা, বাজার ও ঘনবসতি এলাকায় গোরু কেউ ছাড়ছেন না। মহকুমা শাসকও জানিয়েছেন, প্যারেড গ্রাউন্ডকে গোচারণ ভূমি করতে দেওয়া হবে না। গোরুর মালিকদের এখন বাড়িতে গোরু বেঁধে পালন করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

প্যারেড গ্রাউন্ডে দিব্যি চরে বেড়াচ্ছে গোরু। রবিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মার্কিনি ধাঁচে হুপ কারে বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : প্রতি রবিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বেশ কয়েকটি গ্রামে পৌঁছে যান গোবিন্দ। বাস্কেটবলের জগতে জনপ্রিয় নাম গোবিন্দ শর্মা। শুধু গ্রাম নয়, বিভিন্ন শপিং মলের সামনেও তাঁর দেখা মেলে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বহুবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন গোবিন্দ।

কয়েকদিন আগে 'ন্যাশনাল ক্রিয়েটর্স অ্যাওয়ার্ডে' তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ করা গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই তিনি 'হুপ কার' তৈরি করে বাচ্চাদের বাস্কেটবল শেখানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত। শিলিগুড়িতে সম্ভবত তিনিই প্রথম কোচিং সেন্টার খুলে বিনামূল্যে দুঃস্থ শিশুদের বাস্কেটবল শেখাচ্ছেন। উল্লেখ্য, এই ধরনের হুপ কার আমেরিকায় বেশ জনপ্রিয়।

প্রতি রবিবার নিজের হুপ কার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন গোবিন্দ। কখনও নকশালবাড়ি, কখনও ফকদইবাড়ি। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে বাস্কেটবল সম্পর্কে বাচ্চাদের বোঝান, শেখান। উৎসাহ দেন। তাঁর এই উদ্যোগে শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশও সহায়তা করে বলে জানিয়েছেন শিলিগুড়ির খোলাচাঁদ ফাঁপড়ির বাসিন্দা গোবিন্দ।

বাবা কর্মসূত্রে জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে থেকেছেন। তাই গোবিন্দর ছোটবেলা থেকে বিভিন্ন জায়গায় থাকার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই সমস্ত রাজ্যের হয়ে একাধিবার খেলেছেন তিনি। পেয়েছেন সেরার শিরোপাও। যারা বাস্কেটবল জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু জানে না কীভাবে তা করবে তাদের জন্য এবং দুঃস্থ শিশুদের শেখাতে এগিয়ে এসেছেন তিনি। বর্তমানে তাঁর সংস্থায় বহু ছেলেমেয়ে বিনামূল্যে বাস্কেটবল শিখছে।

হুপ কারের সঙ্গে প্রশিক্ষক গোবিন্দ শর্মা। শিলিগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

ফ্রান্স, কাতার, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর সহ বিভিন্ন দেশে বাস্কেটবল খেলেছেন গোবিন্দ। তাঁর বানানো হুপ কারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই ন্যাশনাল ক্রিয়েটর্স অ্যাওয়ার্ডের জন্য আমন্ত্রণ পান তিনি। সেখানে পুরস্কার হাতে না পেলেও তাঁর কাজের জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। চোখের সামনে দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ এত খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের অনবদ্য স্মৃতি বলে জানাচ্ছেন তিনি।

গোবিন্দ বলছেন, 'উত্তরবঙ্গে বাস্কেটবল শেখার জায়গার অভাব রয়েছে। অনেকে খেলতে চায়, শিখতে চায়। তবে কীভাবে খেলবে, কিংবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে সেই সম্পর্কে জানা নেই। আমি সেই সমস্ত ইচ্ছুককে একটু উৎসাহ দিতে পারি।' তাঁর ইচ্ছে, 'আর্থিক অনটনের কারণে কিংবা সুযোগের অভাবে যাতে কোনও প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে পিছিয়ে না থাকে, সেই ব্যবস্থা করা।'

এখনও পর্যন্ত ৫০০-র বেশি বাচ্চাকে হুপ কারের মাধ্যমে বাস্কেটবল শিখিয়েছেন তিনি। তাঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে হেমন্ত ছাউনারে ন্যাশনাল খেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের হয়ে দু'মাস আগেই অনূর্ধ্ব ১৭ দলে অংশ নিয়েছিল হেমন্ত। হুপ কার নিয়ে আরও ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছানোই গোবিন্দর স্বপ্ন।

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে স্বস্তিতে ছাত্রীরা। রবিবার।

বিজেপির বিক্ষোভ

কালচিনি, ২১ জুলাই : রবিবার বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও আন্দোলন শুরু হল কালচিনিতে। এদিন বেলা ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিজেপির তরফে কালচিনি চৌপথিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেখানে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার দাবিতে সোচ্চার হন বিজেপি নেতা ও কর্মীরা। বিক্ষোভে শামিল কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা বলেন, 'মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম কয়েকদিন আগে ধর্মীয় ভাবাবেগ আঘাত করে বক্তব্য দিয়েছেন। একজন জনপ্রতিনিধির এমন বক্তব্যের আমরা কড়া নিন্দা করছি। তাঁর ইস্তফার দাবি তোলা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। এর বিরোধিতা করছি আমরা।'

নতুন সভাপতি

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির নতুন সভাপতি ও সম্পাদকের নাম ঘোষণা করলেন সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক। রবিবার কলকাতায় সংগঠনের কার্যালয়ে এই ঘোষণা করা হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নতুন জেলা সভাপতি হিসেবে স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হিসেবে সুদেব দাসের নাম ঘোষণা করা হয়। সভাপতি পদে আগে ছিলেন দেবাশিস ঘোষ এবং সম্পাদক ছিলেন চয়ন আচার্য। কয়েক মাস আগেই দেবাশিস প্রয়াত হওয়ায় সেই পদ ফাঁকাই ছিল। আবার নতুন করে জেলা কমিটি কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা হবে বলে জানা গিয়েছে।

শহিদ দিবস

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রবিবার আলিপুরদুয়ার শহরে কলেজ হল্ট এলাকায় জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। দলের পতাকা উত্তোলন করার সঙ্গে শহিদ বেদিতে মাল্যদানও করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শান্তনু দেবনাথ, জেলা যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সানিয়া বর্ধন, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর সাহা।

জেলার খেলা

রাজ্য ব্যাডমিন্টন

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : রাজ্য সিনিয়ার ব্যাডমিন্টন কলকাতার হরিনাভিতে ২২ জুলাই শুরু হবে। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে জলপাইগুড়ি জেলার হয়ে ডাবলসে সৌম্যজিৎ নাগ কলকাতার সুতীর্থ মানির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন। করণজিৎ সাহা খেলবেন কলকাতার সৃজন বাগচীর সঙ্গে। মিক্সড ডাবলসে সৌম্যজিৎ নাগ কলকাতার উজ্জয়িনী সোমের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন।

চ্যাম্পিয়ন কোচবিহার

আলিপুরদুয়ার, ২১ জুলাই : নর্থবেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আলিপুরদুয়ার জেলার একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার হরিজন সংঘ। রবিবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে আলিপুরদুয়ার হরিজন সংঘকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

সেরা নাইন

শামুকতলা, ২১ জুলাই : গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন আলিপুরদুয়ার পূর্ব জোনালের আট দলীয় ফুটবলে সেরা হল ভায়রাগুড়ি নাইন স্টার। রবিবার দক্ষিণ সলসলাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ভাই ভাই সংঘকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা বাপি কুণ্ডু। প্রতিযোগিতার সেরা জয়ন্ত কুজুর।

বৃষ্টিমুখর দিনে... আলিপুরদুয়ারের নিমতি বাগান লাগোয়া এলাকায় রবিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

দু'কিমি ঘুরপথে যাতায়াত

হিমালি টোল-ইন্দ্রাণী টোলের মাঝে সেতু দাবি

জয়গাঁ, ২১ জুলাই : গোবরজ্যোতি নদী ফুলেফেঁপে উঠলেই যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায় খোকলাবস্তির হিমালি টোল ও ইন্দ্রাণী টোলের মাঝে। বর্ষাকালজুড়েই এই সমস্যা চলে। নদীতে জল বাড়লে প্রায় দু'কিলোমিটার ঘুরপথে পাশাখা হাইওয়ে ধরে যেতে হয় ইন্দ্রাণী টোল এলাকায়। তাতে সময় যেমন লাগে, তেমনি বাড়ে খরচ।

ভুলন টার্নিং থেকে শুরু হয় খোকলাবস্তি। জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোকলাবস্তিতে রয়েছে দুটি ভাগ। হিমালি টোল ও ইন্দ্রাণী টোল। মাঝ দিয়ে বয়ে যায় গোবরজ্যোতি নদী। ভুলন টার্নিংয়ের পর থেকে শুরু হয় হিমালি টোল। আর ওপারে ইন্দ্রাণী টোল। বছরের অন্য সময়ে গোবরজ্যোতি নদীতে তেমন জল থাকে না। যার ফলে ছোট গাড়ি, বাইক, সাইকেল সবই পার হয়ে যায় নদী দিয়ে। এমনকি এলাকাবাসীরা হেঁটেও যাতায়াত করেন। আর বর্ষায় নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় এলাকাবাসীদের প্রায় ২ কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়। অনেকে আবার ঝুঁকি নিয়েই সেই নদী পারাপার করেন। এই দুই এলাকার মাঝে সেতুর দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু সেটি নিয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই বলেই অভিযোগ স্থানীয়দের।

সেতু নেই। এভাবেই পারাপার। - সংবাদচিত্র

হিমালি টোল এলাকার বাসিন্দা বুদ্ধিমান লামা বলেন, 'একটা সেতুই তো চেয়ে আসছি আমরা, সেটাও পাচ্ছি না। শুধু আশ্বাসের ওপর আশ্বাস মেলে। তিন বছর আগে শুনেছিলাম সেতু হবে। তারপর থেকে তো আর কোনও কাজ হতে দেখলাম না।'

এবিষয়ে জয়গাঁ উন্নয়ন দপ্তরের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই সেচ দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।' এছাড়া নদীর জল বাড়লে জরুরি ভিত্তিতে আর্থমুভার দিয়ে নদীর স্রোতের গতিমুখ পরিবর্তন করারও চেষ্টা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বর্তমানে ইন্দ্রাণী টোল ও হিমালি টোল যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে পাশাখা এশিয়ান হাইওয়ে। ১০ টাকার ছোট গাড়ির ভাড়ায় আগে যেখানে কাজ হত, এখন তা লাগছে ২৫ টাকা। ইন্দ্রাণী টোল এলাকার বাড়িগুলিতে জল ঢুকছে। যদিও বৃষ্টি না থাকলে তা আর থাকছে না।

> একটা সেতুই তো চেয়ে আসছি আমরা, সেটাও পাচ্ছি না। শুধু আশ্বাসের ওপর আশ্বাস মেলে। তিন বছর আগে শুনেছিলাম সেতু হবে। তারপর থেকে তো আর কোনও কাজ হতে দেখলাম না।
>
> **বুদ্ধিমান লামা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা, হিমালি টোল*

ইন্দ্রাণী টোল এলাকার বাসিন্দা রাজু প্রধান বলেন, 'নদীর জল বেড়ে এলাকায় ঢুকে যাচ্ছে, আমরা বাড়িঘরের জল পরিষ্কার করেছি। ইন্দ্রাণী টোল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু এপার থেকে ওপার যাতায়াতে প্রচুর খরচ হচ্ছে। মঙ্গলাবাড়ি বা বিবাড়ি বাজারে ঘুরে যেতে হয়। না খেয়ে তো আর দিন কাটাতে পারব না।'

জোটে ভিন্ন রসায়ন একুশের মঞ্চে

প্রথম পাতার পর

সরাসরি না বললেও উত্তরপ্রদেশ ও বাংলার ঐক্যের ইঙ্গিত ছিল সমাজবাদী পার্টির প্রধানের মন্তব্যে।

তাঁর কথায়, 'বাংলায় বিজেপিকে আপনারা হারিয়ে দিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের মানুষও তাই করেছে।' মমতার মুখে ছিল অখিলেশের ভূয়সী প্রশংসা। তিনি বলেন, 'আমরা কখনও বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাব না। এজেন্সির ভয় দেখিয়ে আমাদের থামানো যাবে না। আমরা লড়াই করব। যো ডরতে হ্যায়, উও মরতে হ্যায়।' অঝোর বৃষ্টিতে অবিচল বিপুল জনসমাবেশ দেখে বিস্ময় গোপন করলেন না অখিলেশ।

মুক্তকণ্ঠে বললেন, 'কর্মীদের বলতে চাই, আপনাদের নেতা অনেক বড় নেতা। যিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দলকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন। আগামী লড়াইয়ে আমরাও আপনাদের পাশে থাকব।' তৃণমূল নেত্রীর কথায় ছিল বাঙালি অস্মিতার সুর। তিনি স্মরণ করান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার গুরুত্ব। মনে করান, এ রাজ্যের তমলুকে প্রথম স্বাধীন সরকার তৈরি হয়েছিল। এ রাজ্যের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশে থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। এ দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা এ রাজ্যের মানুষ।

অখিলেশ বলেন, 'দিল্লির মসনদে যাঁরা আছেন, তাঁরা ভাগ করে রাজত্ব চালাতে চান। দেশের জনতা যখন জেগে ওঠে, তখন এ ধরনের বিভেদকামী শক্তিকে হারতেই হয়। আমরা নেগেটিভ নয়, পজিটিভ রাজনীতি করি। দেশ ও সংবিধান বাঁচানোর জন্য আমরা একসঙ্গে লড়াই করব।'

এবার কেন্দ্রে সরকার গঠনে বিশেষ ভূমিকা ছিল চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতীশ কুমারের। মমতার অভিযোগ, 'বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও কাউকে কিনে নিয়েছে, কারও ঘাড়ে কেলেঙ্কারি চাপিয়েছে। আপনারা কখনও শুনেছেন, টাকা দিয়ে সমর্থন নিয়েও মন্ত্রিত্ব দেয়নি? আর এই লোকগুলো এত ভীতু, এত নোংরা ও লোভী যে ওঁরা টাকার জন্য সম্মান বিকিয়ে দিয়েছেন।'

মুখ্যমন্ত্রী, অভিষেকের হুঁশিয়ারি নিয়ে তৃণমূলে জল্পনা

কলকাতা, ২১ জুলাই : রবিবার ভরা সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া হুঁশিয়ারির পর তৃণমূলের সর্বস্তরের অন্দরে রীতিমতো জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। সদ্য বিভিন্ন ভোটে তৃণমূলের ধারাবাহিক বিপুল জয়ের পরও যে দলে দুর্নীতির প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী সহ রাজ্য নেতৃত্ব এখনও চরম অস্বস্তিতে, তাঁদের ভাষণে বারবার তা স্পষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার তাঁর ভাষণে হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন, 'দুর্নীতি করলে, অন্যায় করলে দলের জনপ্রতিনিধিদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিষেকের কঠোর হুঁশিয়ারি, 'সদ্য লোকসভা ভোটে যেসব পুরসভায় দল খারাপ ফল করেছে সেই সব জায়গায় দলের পুর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আগামী তিন মাসের মধ্যে এর ফল মিলবে বলে অভিষেক জানানোর পর দলের অনেক জনপ্রতিনিধি প্রমাদ গুনছেন।

সমাবেশে হাজির শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বলেন, 'ঠিকই বলেছেন অভিষেক। ভুল কথা বলেননি। 'পারফরমেন্সই' শেষ কথা। পারফরমেন্স করতে না পারলে দল ব্যবস্থা নেবেই, নেওয়ারই কথা।' শুধু পুরসভা নয়, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে দলের সবস্তরের জনপ্রতিনিধির ক্ষেত্রে পারফরমেন্স শেষ কথা, বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক।

রাজ্যে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুললেও জাতীয় স্তরে ওই দলের ভূমিকা নিয়ে কোনও কথা বলেননি মুখ্যমন্ত্রী। অখিলেশও কংগ্রেস সম্পর্কে কিছু বলেননি। 'ইন্ডিয়া' জোটের স্বার্থে এই নীরবতা বলে মনে করা হচ্ছে। বরং দু'জনই কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের স্বল্পায়ুর কথা বলেছেন।

সংরক্ষণ

প্রথম পাতার পর

বলে তিনি সওয়াল করেন। ১৯৭২ সালে চালু ব্যবস্থায় সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারের জন্য ছিল ৩০, মহিলাদের ১০, বিভিন্ন জেলার ১০, জনজাতিদের ৫ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ। ২০১৮ সালে সংরক্ষণ সংস্কার আন্দোলনের জেরে ওই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করে সরকার। সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তিন বছর আগে ৭ মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের আর্জি মেনে গত ৫ জুন হাইকোর্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনে।

বাংলাদেশ ছাড়লেন ৫৪৫ পড়ুয়া

সজল দে

চ্যাংরাবান্ধা, ২১ জুলাই : উত্তপ্ত বাংলাদেশ। ডাক্তারির পড়ুয়ারা দেশে ফেরা শুরু করেছিলেন শুক্রবারই। শুক্রবার ৩৩ জন এবং শনিবার ১৩ জন ফিরলেও রবিবার রেকর্ড সংখ্যক পড়ুয়া বাংলাদেশ ছাড়লেন। রবিবার ৫৪৫ পড়ুয়া বাংলাদেশ ছেড়ে চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারতে ঢোকেন। পরে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় নিজের নিজের জায়গায় ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সকলের চোখেমুখে এখন হতাশার ছাপ। বাংলাদেশ কবে স্বাভাবিক হবে? কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবেন? এই প্রশ্ন নিয়েই বাড়ি ফিরলেন মারিয়া, প্রিয়া ও সন্দীপরা।

ছাত্র আন্দোলনে বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত বাংলাদেশ। সংঘর্ষ, মৃত্যু থেকে শুরু করে সেনা নামানো বাদ যায়নি কিছুই। দেশজুড়ে জারি কার্ফিউ এবং বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা। বন্ধ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। এমনকি হস্টেলগুলোও খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ভিনদেশের পড়ুয়াদের দেশে ফেরা ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না। পরিস্থিতি যে এই পর্যায়ে আসতে পারে এটা আন্দাজ করে শুক্রবার রংপুর মেডিকেল কলেজের ৩৩ জন পড়ুয়া চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। শনিবার ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের ১২ জন পড়ুয়া বাংলাদেশ ছাড়েন। আর রবিবার সকাল হতেই চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে বাংলাদেশ ফেরত ডাক্তারি পড়ুয়াদের উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়।

চেকপোস্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিন এই সীমান্ত দিয়ে মোট ৫৪৫ জন ডাক্তারি পড়ুয়া ভারতে আসেন। যার মধ্যে ভারতের ৩৩৩ জন, নেপালের ১৮৬ জন, ভুটানের ২৫ জন এবং একজন মালদ্বীপের। রংপুরের ডেন্টাল মেডিকেল কলেজে, প্রাইম মেডিকেল কলেজ এবং কমিউনিটি মেডিকেল কলেজে পড়তেন তাঁরা। এছাড়া চিকিৎসা সংক্রান্ত ও অন্য বিভিন্ন কারণে ৪৬ জন পর্যটকও ভারতে আসেন। পরিস্থিতি আঁচ করেই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট চত্বরে পুলিশের একটি অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ করা হয়। ক্যাম্পে কোচবিহার জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাথাভাঙ্গা সন্দীপ গড়াই, মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস পি সুব্বা, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মিঠুন বিশ্বাস এবং ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

> পড়ুয়াদের সহযোগিতার পাশাপাশি তাঁরা যাতে নিশ্চিন্তে বাড়ি পৌঁছোতে পারেন সেটার উপর নজর রাখা হবে পুলিশের তরফে। সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
>
> **সন্দীপ গড়াই**
> *অতিরিক্ত পুলিশ সুপার*

এছাড়া জেলা পুলিশের তরফে ভারতে আসা পড়ুয়াদের জন্য গাড়ি এবং টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারি পড়ুয়াদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ১০টি গাড়ি আনা হয়। ২৫ জন পড়ুয়াকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চ্যাংরাবান্ধায় ভুটানের তরফে একটি গাড়ি পাঠানো হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'পড়ুয়াদের সহযোগিতার পাশাপাশি তাঁরা যাতে নিশ্চিন্তে বাড়ি পৌঁছোতে পারেন সেটার উপর নজর রাখা হবে পুলিশের তরফে। সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

বাঙালির অস্মিতা এবার অস্ত্র মমতার

প্রথম পাতার পর

মমতা এবং অভিষেক যে এই বার্তা দেবেন, এটা দলের নেতারা আগেই আঁচ করেছিলেন। এতে খুব একটা চমকিত তাঁরা হননি। তৃণমূলেরই এক নেতা রবিবারই বলছিলেন, লোকসভা ভোটের পর থেকেই দলনেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, দলের তৃণমূল স্তরকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। আর এই বার্তা দেওয়ার জন্য একুশে জুলাইয়ের থেকে ভালো মঞ্চ আর কী হতে পারে।

এর পাশাপাশি আর একটি নতুন প্রসঙ্গ এনেছেন তৃণমূল নেত্রী। বুঝিয়ে দিয়েছেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোন অস্ত্রে কোণঠাসা করতে চান বিজেপিকে। যে মোক্ষম অস্ত্রটিকে তিনি বেছেছেন সেটি বাংলা এবং বাঙালির অস্মিতা। বাংলা-বাঙালির অস্মিতাকে যে তিনি এবার অস্ত্র করতে চাইছেন, তা অবশ্য এবার লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই, খুব ধীরে হলেও, বোঝাচ্ছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতির ওপর জোর দেওয়ার কথা বারবার বলছিলেন। লোকসভা নির্বাচনের পরে সেই কথাটি আরও জোর দিয়ে বলেছেন। রবিবার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বাঙালি মনীষীর উল্লেখ করে বাংলা-বাঙালির অস্মিতার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই বাঙালি অস্মিতাকে সঙ্গী করেই তিনি এই রাজ্যে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিজেপিকে ঘায়েল করতে চান।

বাঙালি অস্মিতাকে যদি সঙ্গী করে মমতা রাজনৈতিক ময়দানে নামেন, তাহলে বিজেপির পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনাটাই বেশি। বিজেপি এখনও এই রাজ্যে নিজেদের মাছ-ভাত খাওয়া বাঙালির পার্টি করে তুলতে পারেনি। তার বড় কারণ, রাজ্য বিজেপিতে উত্তরপ্রদেশ, গুজরাটের হিন্দিভাষী নেতাদের ছড়ি ঘোরানো। বিজেপির এই হিন্দিভাষী নেতারা বাংলা এবং বাঙালির সংস্কৃতিকে আত্মস্থ না করে এখানে গোবলয়ের কায়দায় যে রাজনীতি চালু করতে চাইছেন, তা বাংলাভাষী গরিষ্ঠাংশ মানুষ পছন্দ করেন না। নির্বাচনগুলিতে বিজেপির বিপর্যয়ের সেটাও একটা কারণ।

তৃণমূল নেত্রী বোঝেন, বাংলা এবং বাঙালির অস্মিতাকে সঙ্গী করে তিনি যদি ময়দানে নামেন তার মোকাবিলা করা ভিনরাজ্যের হিন্দিভাষী নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে চলা এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের পক্ষে কঠিনই হবে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-বধের নানা অস্ত্রের ভিতর বাংলা-বাঙালির অস্মিতাও একটি বড় অস্ত্র হতে চলেছে তৃণমূল নেত্রীর। রবিবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশেই বোঝা গিয়েছে, আগামী দিনগুলিতে এই অস্ত্রে আরও ভালো করে শান দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবারের একুশে জুলাইয়ের সমাবেশে মমতা দুটি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। একটি অবশ্যই ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে দলের সংগঠনে শুদ্ধকরণ করা। আগামী দু'বছর যদি নিরন্তর এই শুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দলের ভিতর চালিয়ে যেতে পারেন, তাহলে ২০২৬-এর ফসল ঘরে তোলা অনেকটা সহজ হবে, বোঝেন মমতা। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে, দলের ভিতর শুদ্ধকরণের প্রক্রিয়াটি আপাতত বন্ধ হচ্ছে না। বরং তা কঠোরতরই হবে।

আর এরই সঙ্গে বাংলা-বাঙালির অস্মিতাকে প্রতিষ্ঠা করার জোরদার স্লোগান এবার থেকে শোনা যাবে তৃণমূল নেত্রীর কণ্ঠে।

পদে বদলের আভাস

প্রথম পাতার পর

১৯৯৮ সাল থেকে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতির দায়িত্ব দীর্ঘদিন সামলেছেন প্রসেনজিৎ। ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। এরপর পুরসভা প্রশাসক থেকে চেয়ারম্যান হয়েছেন। মমতা ও অভিষেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি জেলা স্তরে সাংগঠনিক পুরোনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগবে দলের। তাই অনুগামীদের একাংশের দাবি, প্রসেনজিৎ অনেকের থেকে জেলা সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন।

যদিও দলের জেলা সভাপতি প্রকাশের অনুগামীদের দাবি, জেলা সভাপতি বদল নিয়ে রাজ্য থেকে কেউ জেলা নেতৃত্বের কাছে কিছু জানতেই চায়নি।

তবে প্রসেনজিৎ জেলা সভাপতি হলে আবার পুরসভার চেয়ারম্যান পদেও বদল হতে পারে। দলের অন্দরে চর্চা, সেক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছেন টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় ও পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী।

গত লোকসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার মতো কৃষিবলয় ও শহর এলাকায় শাসকদলের ভোটব্যাংক এবারেও ধাক্কা খেয়েছে। ফলে শাসকদলের জেলা নেতারা অনেকেই মনে করছেন, ২০২৬ সালের ভোটের আগে দলের জেলা সভাপতি হিসেবে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা এলাকা থেকে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলে ভালো। তাতে সামনের বিধানসভা ভোটে শাসকদলের ফল ভালো হতে পারে। তাই জেলা সভাপতি হিসেবে ফালাকাটায় শাসকদলের কৃষিবলয়ের নেতা সুভাষ রায়ের নাম যেমন চর্চায় রয়েছে, তেমনি প্রাক্তন দুই জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী ও মৃদুল গোস্বামীরাও শীর্ষ নেতৃত্বের নজরে রয়েছেন। বিজেপি থেকে আসা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার সাংগঠনিক দক্ষতাকেও দল কাজে লাগাতে পারে। চেয়ারম্যান পদ থেকে প্রমোশন দিয়ে গঙ্গাকে জেলা সভাপতি করার সম্ভাবনা তাঁর অনুগামীরা উড়িয়ে দিচ্ছেন না।

খেলায় আজ

২০১২ : দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ত্রিশতরান করলেন হাসিম আমলা। ৩১১ রানের তাঁর অপরাজিত ইনিংসের সুবাদে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওভাল টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা ১২ রানে জয় পায়।

সেরা অফবিট খবর

নীরজদের জন্য সাড়ে ৮ কোটি বিসিসিআইয়ের

প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী ১১৭ জন অ্যাথলিটের জন্য ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সাড়ে ৮ কোটি টাকা ঘোষণা করল। সচিব জয় শা সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'সাড়ে ৮ কোটি টাকা আমরা ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দিচ্ছি। সকল প্রতিযোগীর জন্য শুভেচ্ছা থাকল। দেশকে গর্বিত করো তোমরা। জয় হিন্দ।'

ভাইরাল

হৃদয় জিতলেন স্মৃতি

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয় দিয়ে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে অভিযান শুরুর পর স্মৃতি মান্ধানাকে দেখা গিয়েছিল মাঠেই আদিশা হেরাথের সঙ্গে আড্ডা দিতে। বিশেষভাবে সক্ষম আদিশা শ্রীলঙ্কার সমর্থক। ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়কের সঙ্গে আড্ডা দিতে পেরে আদিশা প্রচণ্ড খুশি ছিল। তার আনন্দ বাড়িয়ে দিয়ে স্মৃতি তাকে মোবাইল ফোন উপহার দেন। বিপক্ষ দলের সমর্থকের সঙ্গে এই মানবিক ব্যবহারে স্মৃতি হৃদয় জিতে নিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. প্রশ্ন : টানা কয়টি অলিম্পিকে ভারতীয় দল পদক জিততে পারেনি?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

গতকালের সঠিক উত্তর

১. জিনেদিন জিদান,
২. ১৯১১ সালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড জয়ের স্মরণে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিমাই সরকার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, অমৃত হালদার, অসীম হালদার।

হল অফ ফেমে পেজ, অমৃতরাজ

লন্ডন, ২১ জুলাই : এশিয়ার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক টেনিসের হল অফ ফেমে জায়গা পেলেন প্রাক্তন দুই তারকা লিয়েন্ডার পেজ ও বিজয় অমৃতরাজ। সম্মানিত হওয়ার পর ডাবলসে ১৮টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক লিয়েন্ডার বলেছেন, 'এই সম্মান বিরাট। সবাইকে ধন্যবাদ যাঁরা একজন ভারতীয়কে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন।'

দুয়ারে কড়া নাড়ছে প্যারিস অলিম্পিক। শ্যেন নদীর তীরে গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থের শুরু হতে অপেক্ষা আর চারদিনের।

PARIS 2024

নিজের ভাগ্য গড়তে চান 'পরিণত' নিখাত

২০২২ ও ২০২৩ - পরপর দুই বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন নিখাত জারিন। এবার কেরিয়ারের প্রথম অলিম্পিক থেকে তিনি পদক নিয়ে ফেরার লক্ষ্য স্থির করেছেন।

সারব্রুকেন (জার্মানি), ২১ জুলাই : 'নিজের ভাগ্য নিজেকেই লিখতে হয়।' ফোকাস ধরে রাখার জন্য এই কথাটি সারাদিন মন্ত্রের মতো জপছেন নিখাত জারিন।

গতবার অলিম্পিকের ছাড়পত্র পাননি। ২০২২ ও '২৩ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে প্যারিসের ছাড়পত্র পেয়েছেন ভারতের এই তারকা মহিলা বক্সার। তেলেঙ্গানার নিজামাবাদ থেকে প্যারিসের যাত্রাপথ তাঁকে শিখিয়েছে, সাফল্য ভাগ্যের ওপর নয়, নিজের দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। তাই জার্মানির সারব্রুকেনে গত এক মাস ধরে হওয়া জাতীয় শিবির থেকে সোমবার প্যারিসের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে তিনি বলেছেন, 'কেরিয়ারে অনেক কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু আমার প্রথম কোচের (মহম্মদ শামসুদ্দিন) সঙ্গে এখনও নিয়মিত কথা বলি। ওঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই একই কথা বারবার বলেন। তবে ওঁর একটা পাঠ আমি আজীবন মনে রাখব। উনি সবসময় বলেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরি করতে হয়। প্যারিসের মাটিতে পা রাখা পর্যন্ত এই কথাটাই বারবার নিজেকে বলে উজ্জীবিত করছি।'

ক্রীড়াজগতের কঠিনতম মঞ্চে সামান্যতম ভুলের অর্থ পদক হাতছাড়া হওয়া। তাই প্রতিদিন নিজেকে আরও নিখুঁত করে তুলতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন নিখাত। তাই নিজের অধ্যবসায়ে আস্থা রেখে পদক জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিখাত বলেছেন, 'নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলছি। প্রতিযোগিতায় কী করব, তা নিজেকে বোঝাচ্ছি। বড় মঞ্চে ভালো পারফরমেন্স করতে হলে সঠিক মানসিকতা থাকাও জরুরি। আমি আগের থেকে অনেক শান্ত হয়েছি। আগের তুলনায় এখন আমি অনেক বেশি পরিণত। প্রস্তুতিতে নিজেকে যতটা সম্ভব নির্ভুল করে তোলার চেষ্টা করেছি।

প্রথম কোচ মহম্মদ শামসুদ্দিনের সঙ্গে নিখাত জারিন।

> কেরিয়ারে অনেক কোচের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু আমার প্রথম কোচের (মহম্মদ শামসুদ্দিন) সঙ্গে এখনও নিয়মিত কথা বলি। তাঁর বয়স হয়ে গিয়েছে। তাই একই কথা বারবার বলেন। তবে স্যারের একটা পাঠ আমি আজীবন মনে রাখব। তিনি সবসময় বলেন, নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরি করতে হয়। প্যারিসের মাটিতে পা রাখা পর্যন্ত এই কথাটাই বারবার নিজেকে বলে উজ্জীবিত করছি।
>
> **নিখাত জারিন**

অলিম্পিকের জন্য আমি তৈরি।'

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি ২৭ বছরের নিখাতের ঝুলিতে কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসের সোনাও রয়েছে। অলিম্পিকে ৫০ কেজি বিভাগে তাঁর আগে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রের আইকন এমসি মেরি কম দাপট দেখিয়েছেন। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিকে তিনি ব্রোঞ্জ জেতেন। তারপর এই বিভাগে কোনও পদক আসেনি। নিখাতের ধারাবাহিক সাফল্যই সেই অপেক্ষা মেটানোর আশা দেখাচ্ছে।

প্যারিসে পদক জয়ের স্বপ্ন নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার পর ভারতীয় হকি দল। রবিবার।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন শ্রীজেশ

'প্যারিসে খেলব বলে অবসরে না'

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকে ৪১ বছরের পদক খরা কেটেছে। এবার কি দীর্ঘ ৪৪ বছরের সোনা জয়ের অপেক্ষা মিটবে?

এই উত্তরের খোঁজে শনিবার প্যারিসে পৌঁছেছে ভারতীয় হকি দল। ২৭ জুলাই গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। সেদিন গোলরক্ষক পিআর শ্রীজেশের কাছে ইতিহাসের হাতছানি। কেরিয়ারের চতুর্থ অলিম্পিকে খেলতে চলেছেন তিনি। এর আগে ভারতীয় হিসাবে এই নজির স্পর্শ করা এলিট তালিকায় রয়েছেন মাত্র তিনজন- লেসলি ক্লডিয়াস, উধম সিং ও ধনরাজ পিল্লাই। এঁদের মধ্যে কেউই গোলরক্ষক ছিলেন না। অর্থাৎ প্রথম গোলরক্ষক হিসাবে এই নজির ছুঁতে চলেছেন ৩৬ বছরের শ্রীজেশ।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রীজেশের আবেগঘন বার্তা, 'খুব কম ভারতীয় খেলোয়াড় এই নজির ছুঁতে পেরেছেন। তাই অবশ্যই উত্তেজিত। চারটি অলিম্পিক খেলে ফেলার অর্থ বাড়তি দায়িত্ব নেওয়া। গতবার আমরা দারুণ খেলেছি। এবার তার থেকেও ভালো খেলতে হবে। সেই লক্ষ্যে দলের অন্যতম অভিজ্ঞ খেলোয়াড় হিসাবে আমায় বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। দলকে সাহায্য করার জন্য আমায় সেরাটা দিতে হবে।'

প্রায় দুই দশকের সোনালি কেরিয়ার। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বপ্ন টোকিওতেই পূর্ণ করেছেন। তারপরও কীসের অনুপ্রেরণায়

> গতবারের পারফরমেন্সের পর আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছে। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বাদ কেমন হয়, সেটা দলের প্রত্যেকেই জানে। তাই প্রত্যাশাকে চাপ নয়, শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
>
> **পিআর শ্রীজেশ**

আবার সেই মঞ্চে ফেরা? শ্রীজেশের কথায়, 'যে কোনও কাজ করার আগে সবসময় নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত। কাজটা আমরা আদৌ করতে চাই কি না, সেটা নিজেদের জানা উচিত। আমি প্যারিসে খেলতে চেয়েছিলাম। তাই এই মুহূর্তে প্যারিসের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছি। নাহলে তিন বছর আগেই অবসর নিয়ে নিতাম।'

গতবারের ব্রোঞ্জ জয় এবার প্রত্যাশার চাপ বাড়াবে। তবে তাকে সদর্থকভাবে নিতে চেয়ে শ্রীজেশ বলেছেন, 'গতবারের পারফরমেন্সের পর আমাদের নিয়ে প্রত্যাশা বেড়েছে। অলিম্পিকে পদকজয়ের স্বাদ কেমন হয়, সেটা দলের প্রত্যেকেই জানে। তাই প্রত্যাশাকে চাপ নয়, শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।' টোকিওর পদকজয়ী দলের সঙ্গে এই দলের যে তুলনা চলে না, সেই কথাও জানান শ্রীজেশ, 'টোকিওর দলটা অন্যভাবে তৈরি হয়েছিল। সেসময় আমরা একে অপরের কাছে থেকে দূরত্ব বজায় রাখতাম। অনেক সময়ই জুম কলে আলোচনার মাধ্যমে প্রস্তুতি সারতাম। এতে ভিন্ন ধরনের টিম বন্ডিং তৈরি হয়েছিল। এবার সবকিছুই পালটে গিয়েছে। দলে বেশ কিছু নতুন ফুটবলার আসার পাশাপাশি কোচিং স্টাফরাও নতুন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, এটাই অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতের সেরা দল।' শ্রীজেশের কথায় 'সেরা দল' সেরা পারফরমেন্স উপহার দিতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

বিতর্কের মাঝেও কুস্তিতে আলো দেখছেন যোগেশ্বর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : শেষ চারটি অলিম্পিকে কুস্তি থেকে পদক এসেছে। এবারও কি তার ধারা বজায় থাকবে? এই কুস্তি থেকেই অলিম্পিকে ব্যক্তিগত বিভাগে সবচেয়ে বেশি পদক পেয়েছে ভারত। অথচ সেই কুস্তির অবস্থা এবারে বেশ সঙ্গিন। গত একবছর ধরে সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে কুস্তিগিরদের আন্দোলনের জেরে উত্তাল সারা দেশ। এই আন্দোলনে সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো অলিম্পিকে পদক জয়ী কুস্তিগিররা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যার ফলে বর্তমানে ভারতীয় কুস্তির অবস্থা বেশ করুণ। সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ার মতো তারকা কুস্তিগিররা প্যারিস অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করছেন না। তবে ভিনেশ ফোগট প্যারিস যাচ্ছেন।

এবারে ছয়জন কুস্তিগির প্যারিস অলিম্পিকে যাচ্ছেন, যার মধ্যে পাঁচজন মহিলা। তবে এতকিছুর পরেও অলিম্পিকে ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন অলিম্পিকে পদকজয়ী কুস্তিগির যোগেশ্বর দত্ত। তিনি বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার ড্রয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। শুরুর দিকে সহজ প্রতিপক্ষ পেলে তিনটি পদকের আশা করাই যায়।' ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী

> প্রতিযোগিতার ড্রয়ের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। শুরুর দিকে সহজ প্রতিপক্ষ পেলে তিনটি পদকের আশা করাই যায়।
>
> **যোগেশ্বর দত্ত**

এই কুস্তিগিরের মতে, 'আমরা গত চারটি অলিম্পিকে পদক জিতেছি। এবারও সেই ধারা বজায় থাকবে বলে আমি আশাবাদী। সবাই অলিম্পিকের জন্য ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে।'

১৯৫২ সালে কেডি যাদবের হাত ধরে কুস্তিতে প্রথম অলিম্পিক পদক আসে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়েছে। পদক তালিকায় নাম তুলেছেন সুশীল কুমার, যোগেশ্বর, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগির। এর মধ্যে সুশীল কুমারই একমাত্র কুস্তিগির যাঁর দুটি অলিম্পিক পদক রয়েছে। গত অলিম্পিকেও দুইটি পদক পেয়েছিল ভারত। যোগেশ্বরের

মতে কুস্তিই ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত ইভেন্ট। তিনি বলেছেন, 'হকির পর কুস্তি থেকেই সবচেয়ে বেশি অলিম্পিক পদক জিতেছে ভারত। কোনও সন্দেহ নেই, কুস্তিই সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত ইভেন্ট।'

তুরুপের তাস মণিকা-সৃজা

পদক জিততে ভরসা এখন 'কৃত্রিম মেধা'

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকের প্রস্তুতিতে অভিনবত্ব আনছে ভারতীয় টেবিল টেনিস দল। নিজেদের পারফরমেন্স আরও ক্ষুরধার করতে 'কৃত্রিম মেধা'-র সাহায্য নিচ্ছে তারা। ভারতের ইতালিয়ান কোচ ম্যাসিমো কসট্যানটিনি বলেছেন, 'কৃত্রিম মেধা ও প্রযুক্তি আমাদের পারফরমেন্সকে আরও ভালো করতে সাহায্য করবে। অনেক সময় আমাদের মনে হবে, ভালো খেলেছি। কিন্তু প্রযুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা মোটামুটি পারফরমেন্স করেছি। আবার অনেক সময় মনে হয় খারাপ খেলেছি, কিন্তু প্রযুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, আমরা ভালো খেলেছি।'

তৃতীয় মেয়াদে এবছর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার পর কসট্যানটিনি খেলোয়াড়দের পারফরমেন্সের উন্নতির জন্য 'কৃত্রিম মেধা' ব্যবহার করছেন। এজন্য একটি ভারতীয় ডেটা বিশ্লেষক সংস্থার সাহায্য নিচ্ছেন তাঁরা। অলিম্পিকের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতীয় দল টেবিল টেনিসে টিম ইভেন্টে অংশগ্রহণ করবে। তাদের সামনে বড় সুযোগ রয়েছে র‌্যাংকিংয়ে প্রথম ষোলোয় ঢুকে পড়ার। তবে ভারতের কোচ কসট্যানটিনি এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয়, প্রথম ষোলোতে অবস্থান করাটা একটা কৃতিত্বের। কারণ, র‌্যাংকিংয়ে প্রথম ষোলোতে থাকাটা মোটেও সহজ নয়।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেছেন, 'তবে আমার লক্ষ্য লড়াই করে প্রথম ষোলোটি দলের মধ্যে থাকা নয়। আরও উন্নতি করে প্রথম দশে উঠে আসাটাই লক্ষ্য।'

আসন্ন অলিম্পিকে ভারতের অন্যতম ভরসা হয়ে উঠতে চলেছেন তারকা মণিকা বাত্রা ও সৃজা আকুলা। মণিকা গত মে মাসে সৌদি স্ম্যাশে চ্যাম্পিয়ন হয়ে শীর্ষ ২৫ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন। এই দুই টিটি তারকার ওপর ভারতীয় দল অনেকাংশে নির্ভরশীল। কোচ কসট্যানটিনি বলেছেন, 'মণিকা একবছর ধরে ৩৫-৩৮ র‌্যাংকিংয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছিলেন। যা বজায় রেখে একটা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে র‌্যাংকিংয়ে উন্নতি করেছেন তিনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের মহিলা দল ভালো পারফরমেন্স করছে। কিন্তু এর থেকেও ভালো পারফরমেন্স করার ক্ষমতা আমাদের আছে।'

নীরজ সম্পূর্ণ ফিট : ক্লস

আন্তালিয়া (তুরস্ক), ২১ জুলাই : চোটের কারণে গত ডায়মন্ড লিগ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন নীরজ চোপড়া। মে মাসে ভুবনেশ্বরে হওয়া ফেডারেশন কাপে প্রত্যাবর্তনে সোনা জেতেন। তবে তাঁর সেরা প্রয়াসটি ছিল ৮২.২৭ মিটার, যা সুস্থ অবস্থায় তিনি অনায়াসেই অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখেন। ১৮ জুন ফিনল্যান্ডে হওয়া পাভো নুরমি গেমসে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রত্যাবর্তনে ৮৫.৯৭ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন, যা তাঁর সেরা পারফরমেন্সের থেকে অনেকটাই কম। তাই প্রশ্ন জাগছে, অলিম্পিকে তিনি কি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে পারবেন?

নীরজ-ভক্তদের নিশ্চিন্ত করে তাঁর কোচ ক্লস বার্তোনিজ বলেছেন, 'সবকিছু পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছে। এইমুহূর্তে চোটের জায়গায় কোনওরকম অস্বস্তি নীরজের হচ্ছে না। আশা করা যায় অলিম্পিক পর্যন্ত ওর শারীরিক অবস্থা এমনই থাকবে। ইভেন্ট শুরুর আগে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি। অনুশীলনে নীরজ পূর্ণ শক্তি দিয়েই জ্যাভলিন ছুড়ছে। চোটের জন্য যে প্রস্তুতিতে বাড়তি সতর্কতা পালন করছে, এমনটা নয়।' অলিম্পিকের মঞ্চে ফের নীরজ শো দেখার অপেক্ষায় গোটা দেশ।

কলকাতায় পৌঁছোলেন দিমিত্রিয়স

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ জুলাই : কলকাতায় পৌঁছে গেলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

দিমিত্রিয়স আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গলের পাঁচ বিদেশি যোগ দিয়ে দিলেন অনুশীলনে। এবার দলগঠন নিয়ে শুরু থেকেই খুশি সমর্থকরা। তাই ফুটবলারদের জন্য আবেগতাড়িত হয়েই তাঁরা বারবার পৌঁছে যাচ্ছেন বিমানবন্দরে। দিমিত্রিয়স এলেন কাতার এয়ারওয়েজে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি কলকাতার মাটিতে পা রাখেন মাঝরাতে। কিন্তু সেই রাতেও কলকাতা বিমানবন্দর যেন জনসমুদ্র। প্রায় সাত-আটশো সমর্থককে সামলাতে হিমসিম খেলেন বিমানবন্দরের দায়িত্বে থাকা

ইস্টবেঙ্গলের নতুন বিদেশি ফুটবলার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। রবিবার।

নিরাপত্তকর্মীরা। এমনিতেই দিমি দিমি চিৎকারে কান পাতা দায়। তার সঙ্গে, সকলেই এনেছিলেন ক্লাবের উত্তরীয়, ফুল, পতাকা। তাঁরা চাইছিলেন, গোল্ডেন বুটজয়ী স্ট্রাইকারকে বরণ করে নিতে। যা শেষপর্যন্ত আর সম্ভব হয়নি। এমনকি অপেক্ষারত সংবাদমাধ্যমও তাঁর সঙ্গে কথা বলার কোনও সুযোগ পায়নি। দিমিত্রিয়সকে কোনওক্রমে গাড়িতে তোলেন পুলিশ ও ক্লাবের লোকজন। এদিন সারা দিনটাই ঘুমিয়ে কাটালেন তিনি। কোচ কার্লোস কোয়াদ্রাত এদিন এমনিই ছুটি দেন। সোমবার গোটা দল ও কোচ নিজে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পরিচিত হবেন ও কথা বলবেন বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে।

এদিকে, আনোয়ার আলি ইস্যুতে পিছু হটার ইঙ্গিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। ইতিমধ্যে হঠাৎই যোগাযোগ করা হয়েছে প্রাক্তন অধিনায়ক প্রীতম কোটালের সঙ্গে। তাঁকে কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে ট্রান্সফার ফি দিয়ে আবার ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রয়েছে দীপক টাংরির সঙ্গে সোয়াপ ডিলের সম্ভাবনাও। প্লেয়ার্স স্ট্যাটাস কমিটির কাছে এখন গোটা বিষয়টি। আনোয়ার নিজে চুক্তি ভাঙতে আগ্রহী। তাঁকে না পাওয়া গেলে পরিবর্ত তৈরি রাখা হচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। তবে এখনও প্রীতম নিজে বা তাঁর বর্তমান ক্লাব কেরালা ব্লাস্টার্সের তরফে সরকারিভাবে কিছুই জানানো হয়নি।

ক্ষোভের মুখে জাতীয় সংস্থা

ছাড়পত্রই পেলেন না তিরন্দাজি কোচ

প্যারিস, ২১ জুলাই : অলিম্পিকের আগেই বিতর্কে ভারতের তিরন্দাজি সংস্থা। তিরন্দাজি দল ইতিমধ্যে ফ্রান্সে পৌঁছে গিয়েছে। দলের সঙ্গে গিয়েছেন কোচ বেক উং কি। কিন্তু দলের সঙ্গে গেলেও ম্যাচ চলাকালীন টেকনিকাল এরিয়ায় থাকার ছাড়পত্র তিনি পাননি। ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য প্যারিসের একটি হোটেলে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। তিনি শেষপর্যন্ত ছাড়পত্র পাননি। তাই তাঁকে ভারতে ফেরার কথা বলা হয়েছে। এমনকি তাঁকে দেশে ফেরার জন্য টিকিটও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টিতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ এই দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমি গত দুই বছর ধরে ভারতীয় দলকে অলিম্পিকের জন্য প্রস্তুত করছিলাম। কিন্তু শেষমুহূর্তে আমাকে অলিম্পিকে কোচের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ঘরে ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেওয়া হয়। যদি অলিম্পিকের সময় দলের সঙ্গে থাকতে নাই পারলাম, তাহলে আমাকে কেন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি প্র্যাকটিস বা ম্যাচ চলাকালীন দলের সঙ্গে থাকতে পারব না।' উং কি আরও যোগ করেছেন, 'আমার সঙ্গে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। আমি ভারতে ফেরার পর দেশে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেব।'

PARIS 2024

তিনি চুক্তি পুনর্নবীকরণ না করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে দলের সঙ্গে না থাকলেও পদক জয়ের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী এই কোরিয়ান। তিনি বলেছেন, 'এই বছর ভারতের পদক জয়ের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আমি ভারতীয়দের জন্য প্রার্থনা করব।'

রুট-ব্রুকের শতরান

ট্রেন্টব্রিজ, ২১ জুলাই : জো রুট (১২২) ও হ্যারি ব্রুকের (১০৯) শতরানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের চতুর্থ দিনে চালকের আসনে ইংল্যান্ড। দুই তারকা ব্যাটারের দাপটে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ৪২৫ রান তোলে থ্রি লায়ন্স। তাছাড়া ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে রান করেন বেন ডাকেট (৭৬) ও ওলি পোপ (৫১)। ৪ উইকেট নেন জেডেন সিলস। এছাড়া আলজারি জোসেফ দুইটি এবং শামার জোসেফ, জেসন হোল্ডার ও কেভিন সিনক্লেয়ার একটি করে উইকেট পেয়েছেন। ৩৮৫ রান তাড়া করতে নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ৯১/৫।

শিলিগুড়ির মেয়ের তাণ্ডবে ইতিহাস ভারতের

টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিতে এক পা হরমনপ্রীতদের

ডাম্বুলা, ২১ জুলাই : চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এবারের এশিয়া কাপের অভিযান শুরু করেছিল তারা। রবিবার ডাম্বুলায় ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। যার নেপথ্যে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষের তাণ্ডব। যার ফলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭৮ রানে হারিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় জয় পেল ভারত। একইসঙ্গে সেমিফাইনালের পথে এক পা বাড়িয়ে রাখল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

গত ম্যাচে ব্যাট হাতে নামার দরকার পড়েনি রিচার। এদিন টি২০ আন্তর্জাতিকে কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরানে দুর্বল আমিরশাহির বোলারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করলেন শিলিগুড়ির এই উইকেটকিপার-ব্যাটার। অধিনায়ক হরমনপ্রীতের (৪৭ বলে ৬৬) সঙ্গে ৭৫ রানের পার্টনারশিপে ভারতকে প্রথমবার টি২০ আন্তর্জাতিকে দুইশোর গণ্ডি পার করিয়ে দেওয়ার মূল কারিগর রিচাই (২৯ বলে অপরাজিত ৬৪)। সঙ্গে নিজেও গড়লেন একাধিক রেকর্ড।

এদিন জেমিমা রডরিগেজের আউটের পর ক্রিজে আসেন রিচা। প্রথম গোটা চারেক বল দেখে নেওয়ার পর হাত খোলেন তিনি। এরপর আর রিচাকে আটকানো যায়নি। গোটা ইনিংসে ছয় একটি মারলেও রিচার ব্যাট থেকে এসেছে ১২টি চার। যার মধ্যে ১৫তম ওভারে এষা ওজার থেকে চারটি চার সহ নেন ১৭ রান। ইনিংস শেষ করেন টানা পাঁচটি চারে। ২২০.৬৮ স্ট্রাইক রেটে এদিন ব্যাটিং করেছেন রিচা। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ৫০ প্লাস স্কোরে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক। মহিলাদের টি২০ এশিয়া কাপে দ্বিতীয় দ্রুততম অর্ধশতরানের পথে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক রান করেন রিচা। ভারত পৌঁছে যায় ২০১/৫ স্কোরে।

আমিরশাহির পক্ষে এই রান তোলা সম্ভব ছিল না। দীপ্তি শর্মা (২৩/২), পূজা বস্ত্রকাররা (২৭/১) কোনও অঘটন ঘটতেও দেননি। আমিরশাহি আটকায় ১২৩/৭ স্কোরে। আঙুলে চিড় ধরায় এবারের এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়া স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের বদলে অভিষেক হওয়া তনুজা কানোয়ারও (১৪/১) কৃপণ বোলিং করেন।

নজরে পরিসংখ্যান

৬৪ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে রিচা ঘোষের স্কোর। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারদের মধ্যে সর্বাধিক। আগের রেকর্ডটি ছিল সুলক্ষণা নায়েকের (৫৯, ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে)। রিচার এদিনের স্কোর এশিয়া কাপ টি২০-তে যে কোনও দেশের উইকেটকিপারদের মধ্যেও সর্বাধিক।

২৬ অর্ধশতরান করতে ২৬ বল নিয়েছেন রিচা। মহিলাদের টি২০ এশিয়া কাপে যা দ্বিতীয় দ্রুততম। রিচার আগে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা (২৫ বল, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২০২২ সালে)।

২২০.৬৮ অর্ধশতরানের ইনিংসে রিচার স্ট্রাইক রেট। মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ৫০ প্লাস স্কোরে ভারতীয়দের মধ্যে যা সর্বাধিক। আগের সেরা ছিল মান্ধানার (২২০)।

৭৫ রিচা ও হরমনপ্রীত কাউরের পঞ্চম উইকেটের পার্টনারশিপে রান। যা মহিলাদের এশিয়া কাপ টি২০-তে পঞ্চম বা নীচের উইকেটের জুটিতে সর্বাধিক স্কোর।

২০১/৫ মহিলাদের এশিয়া কাপ টি২০-তে কোনও দলের সর্বাধিক স্কোর। এদিন ভারত নিজেদের রেকর্ডই (১৮১/৪, ২০২২ সালে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে) টপকে যায়।

১ মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারত প্রথমবার দুইশোর গণ্ডি পেরোল। ভারতের আগের সর্বাধিক স্কোর ছিল ১৯৮/৪। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালে।

বিস্ফোরক অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। ডাম্বুলায় রবিবার।

হ্যারিদির পরামর্শেই এই ইনিংস, বলছেন রিচা

ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে ভাবছেন না বাবা

ডাম্বুলা ও শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : বড় রানের মঞ্চ তৈরিই ছিল। যার উপর দাঁড়িয়ে ফিনিশিং টাচ দিয়ে আসেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। নিটফল, রিচার দাপটে টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের প্রথমবার দুইশোর গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া। সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭৮ রানে হারিয়ে মহিলাদের চলতি এশিয়া কাপে টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিফাইনালের কক্ষপথে ঢুকে পড়া। ছয় নম্বরে নেমে ২৯ বলে অপরাজিত ৬৪, দেশের জার্সিতে টি২০ কেরিয়ারের প্রথম অর্ধশতরান, হরমনপ্রীতের সঙ্গে ৭৫ রানের জুটি- ম্যাচের সেরার জন্য ২০ বছরের রিচা ছাড়া দ্বিতীয় কারোর নাম ভাবার দরকার পড়েনি।

অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের সঙ্গে রানের দৌড়ে রিচা ঘোষ। ডাম্বুলায়।

শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার যদিও কৃতিত্ব দিচ্ছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীতকে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রিচা বলেছেন, 'হ্যারিদির (হরমনপ্রীত) সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করি। ক্রিজে যখনই ও উলটো পাশে থাকে, পরামর্শ দেয় বলের মেরিট বুঝে নিজের সহজাত শট খেলতে। আজকেও ইনিংসের সময় বারবার হ্যারিদি একই কথা বলছিল। ওর পরামর্শেই আমার এই ইনিংস। অনুশীলনে যা করি আজও সেটাই করার চেষ্টা করেছি। কভার ড্রাইভে প্রথম চার মেরে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি।'

রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির বাড়িতে বসে টিভিতে মেয়ের প্রথম টি২০ আন্তর্জাতিক অর্ধশতরানের সাক্ষী থেকেছেন। স্ত্রী, বড় মেয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে বসে খেলা দেখার পর তিনি বলেছেন, 'কোনও নির্দিষ্ট একটি শট নয়, আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে যেভাবে ক্রিকেটীয় শটে ইনিংসটা সাজাল তা দেখে। শুরুর দিকে ভি-তে খেলার পর রিভার্স সুইপ মারতেও ইতস্তত করেনি। আমাদের বরাবরই বিশ্বাস ছিল কুড়ির ক্রিকেটে ওর অর্ধশতরান আসা সময়ের অপেক্ষা। সেই বিশ্বাস নিয়েই আজ টিভি খুলেছিলাম আমরা।'

ছয় নম্বরে নেমে এদিন বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন রিচা। অথচ একটা সময়ে তাঁকে তিন নম্বরে ব্যবহার করছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। এই ইনিংসের পর পুরোনো ব্যাটিং পজিশন কি ফিরবে? রিচার বাবা অবশ্য এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। জোরালো গলায় তাঁর মন্তব্য, 'টিম ম্যানেজমেন্ট ভালোই জানে কোথায় ওর সেরাটা পাওয়া যাবে। তাই রিচার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে আমরা চিন্তায় নেই। একইভাবে চিন্তায় ছিলাম না দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ক্যাচ ধরতে গিয়ে মাথায় লাগার পর ওকে একাদশের বাইরে রাখা নিয়ে। বিশ্বাস ছিল, এশিয়া কাপের জন্য দলের অন্যতম সেরা অস্ত্রকে নিয়ে ওরা সঠিক পরিকল্পনাই করবে।'

রিচার এই ইনিংসের ভিডিও তাঁর বাবার কাছ থেকে চাইবেন শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। বলেছেন, 'ওর এই ইনিংসটার ভিডিও আমাদের কোচিং ক্যাম্পের মেয়েদের দেখাতে চাই। নিজের শহরের মেয়ের ক্রিকেটের অন্যতম সর্বোচ্চ আসরে এমন একটি ইনিংস খুদে শিক্ষার্থীদেরও প্রভাবিত করবে। এবার শিলিগুড়ির যে সমস্ত মেয়ে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলেছে তাদের রিচার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিতে চাই।'

মরশুম শেষে অবসর, শিলিগুড়িতে ঘোষণা ঋদ্ধির

বিশ্বকাপ জয়ের পরও রোহিতদের থেকে এগিয়ে রাখছেন শচীনদের দলকে

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ২১ জুলাই : দেশের হয়ে তিনটি শতরান ও হাফ ডজন অর্ধশতরান ছাড়াও ঋদ্ধিমান সাহার ১৭ বছরের বর্ণময় কেরিয়ারে একাধিক স্মরণীয় ইনিংস রয়েছে। মাসদেড়েক আগেই ত্রিপুরার পাট চুকিয়ে শিলিগুড়ির পাপালি আবার বঙ্গ ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু সব ভালো কিছুরই যে একটা শেষ থাকে। চল্লিশ ছুঁইছুঁই ঋদ্ধিও বাস্তবটা বুঝতে পেরে রবিবার দুপুরে নিজের ছোটবেলার ক্লাব অগ্রগামী সংঘে দাঁড়িয়ে বলে দিলেন, 'ক্রিকেটার হিসেবে এটাই শেষ মরশুম হতে চলেছে আমার। মাঝে একবার ভেবেই ফেলেছিলাম ব্যাট-প্যাড তুলে রাখব। কিন্তু এরপর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে লোক পাঠিয়ে, ফোন করে আমাকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন বাংলায় ফিরে আসার। তাঁর মর্যাদা রাখতেই ফিরে এসেছি। কিন্তু আর নয়, মরশুম শেষ হলেই ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়াব।'

বছর দুয়েক আগে এক সিএবি কর্তার কথায় অসন্তুষ্ট হয়ে ঋদ্ধিমান ত্রিপুরায় চলে গিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্তের জন্য কোনও আফসোস আছে কি না জানতে চাইলে তাঁর মন্তব্য, 'একেবারেই না। ওখানে সবাই আমাকে খুব ভালোভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ত্রিপুরার ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে এখনও আমার সম্পর্ক রয়েছে। ওঁরা ভবিষ্যতে ক্রিকেটের উন্নতিতে আমাকে কাজে লাগাতে চান।'

অবসর পরবর্তী জীবনে তাঁর পরিকল্পনায় শিলিগুড়ির ক্রিকেট খুব বেশি আছে বলে মনে হল না। অগ্রগামীতে ছোটবেলার কোচ জয়ন্ত ভৌমিকের সঙ্গে খুদে উইকেটকিপারদের বেসিক শিক্ষা দেওয়ার ফাঁকে পাপালি বলেছেন, 'এখানে বাড়ি যখন তখন অবশ্যই ফিরব। কিন্তু শিলিগুড়ির ক্রিকেট কি আমাকে চায়? কখনও কোনও প্রস্তাব তো পাইনি। তাছাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম দূরের কথা নিয়মিত ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ করা যায় এমন মাঠও তো নেই। ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ বছরে অন্তত ১৫টি না খেলার সুযোগ পেলে ক্রিকেটাররা নিজেদের স্কিলের পরিচয় কীভাবে দেবে? আর আমিই বা কোথায় আমার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারব?'

> শিলিগুড়ির ক্রিকেট কি আমাকে চায়? কখনও কোনও প্রস্তাব তো পাইনি। তাছাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম দূরের কথা নিয়মিত ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ করা যায় এমন মাঠও তো নেই এখানে। ৪০-৪৫ ওভারের ম্যাচ বছরে অন্তত ১৫টি না খেলার সুযোগ পেলে ক্রিকেটাররা নিজেদের স্কিলের পরিচয় কীভাবে দেবে? আর আমিই বা কোথায় আমার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারব?
>
> **ঋদ্ধিমান সাহা**

শুধু শিলিগুড়ির ক্রিকেট নয়, অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার দিনও ঋদ্ধিমানের মাথায় ভারতীয় দল। ১৪ বছর আগে জাতীয় দলে অভিষেক হওয়ার সময় তিনি সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বীরেন্দ্র শেহবাগ, গৌতম গম্ভীর, হরভজন সিংদের। রোহিত শর্মার নেতৃত্বে বিরাট কোহলিদের টি২০ বিশ্বকাপ জয় দেখার পরও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর দেখা সেরা ভারতীয় টিম শচীন-দ্রাবিড়-ধোনি সমৃদ্ধ ভারতীয় দলটাই। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের আগে এই ভারতীয় দলটা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে। দুইবার টেস্ট বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছেছে। আইসিসি ট্রফিতে সাফল্যের নিরিখে রোহিত-বিরাটরা এগিয়ে থাকলেও আমার দেখা সেরা ভারতীয় টিম শচীন-দ্রাবিড়-ধোনি সমৃদ্ধ ভারতীয় দলটাই। ব্যক্তিগত পারফরমেন্সের নিরিখে ওই দলে কিংবদন্তির ছড়াছড়ি ছিল। ওই দলেই কিছু আগে খেলে গিয়েছে সৌরভ-অনিল কুম্বলেরা। সঙ্গে মনে রাখবেন তখন (টেস্টে) সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হত যুবরাজ সিংকেও।'

একটা সময় গম্ভীরের নেতৃত্বে তিনি ওডিআই খেলেছেন। এইবার কাছ থেকে দেখেন মেন্টর গোতির ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল জয়। গম্ভীরের জাতীয় দলে কোচ হিসেবে সাফল্য নিয়েও তিনি সমান আশাবাদী। শুনিয়েছেন, 'নাইটদের মেন্টর হয়ে গম্ভীর বেশকিছু সাহসী পদক্ষেপ করেছিলেন। যা ওদের ট্রফি জয়ে সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া গৌতমভাই বরাবরই স্পষ্টবক্তা। যা খেলোয়াড়দের বাস্তবটা বুঝতে সাহায্য করবে। তাই ভারতীয় দল ওর কোচিংয়ে সাফল্য পেলে অবাক হব না আমি।'

গুরু পূর্ণিমায় কল্যাণ বিশ্বাসের (পুলক) মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন ঋদ্ধিমান সাহা ও তাঁর কোচ জয়ন্ত ভৌমিক। অগ্রগামী সংঘে রবিবার দুপুরে।

শুভমানের মধ্যে রোহিতের ছায়া দেখছেন রাঠোর

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : স্টপগ্যাপ দায়িত্বে সফল। বিশ্বকাপের পর সিনিয়ারদের ছাড়াই জিম্বাবোয়ে সিরিজে বড় জয়। ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে নিজের দাবিটা জোরদার করে নিয়েছেন। পুরস্কারস্বরূপ ভারতীয় ওডিআই দলে রোহিত শর্মার ডেপুটির গুরুভার। আগামীতে শুভমান আরও বড় দায়িত্ব পেতে চলেছেন, ইঙ্গিত পরিষ্কার।

ভারতীয় প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোরও আস্থা রাখছেন। শুধু রঙিন ফরম্যাট নয়, তাঁর বিশ্বাস, তিন ফর্ম্যাটেই নেতৃত্বের দায়িত্ব পাবেন শুভমান। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ছায়াও দেখছেন শুভমানের মধ্যে। দাবি, নেতৃত্বের দায়িত্বে চুপসে যাওয়ার বদলে রোহিতদের মতো নিজের সেরা খেলাটা বের করে আনবেন।

আজ এক সাক্ষাৎকারে রাঠোর বলেছেন, 'অধিনায়ক হওয়ার পর রোহিত, বিরাটদের থেকে যেভাবে সেরা খেলা দেখা গিয়েছে, শুভমানের ক্ষেত্রেও তাই হবে। এখনও দায়িত্ব পায়নি। তবে লিডারশিপ গ্রুপে থাকার ফলে ওর থেকে সেরাটা বেরিয়ে আসবে। শুভমানের মতো তরুণের কাছে যা খুব ইতিবাচক। আশাবাদী, একদিন ও তিন ফরম্যাটেই নেতৃত্ব দেবে।'

শুভমানের নেতৃত্বের হাতেখড়ি গুজরাট টাইটান্সের হয়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার অবর্তমানে দায়িত্ব। দল সেভাবে সাফল্য না পেলেও ছোট্ট কাঁধে যেভাবে দলকে সামলেছেন, তার ভূয়সী প্রশংসা প্রাক্তনদের মুখে। জিম্বাবোয়ে সফরে ০-১ থেকে ভারত ঘুরে দাঁড়িয়ে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতে। বিক্রমের মতে, 'গুজরাট হোক বা জিম্বাবোয়ে সফর, যতটুকু দেখেছি, ভালো কাজ করেছে। শরীরী ভাষাও বেশ ভালো। অধিনায়কদের যেমন হওয়া উচিত। আশাবাদী, শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড যে বাড়তি দায়িত্ব দিয়েছে, তা সফলভাবেই পালন করবে শুভমান।'

ইংল্যান্ড সিরিজে নিজেই রাহুল দ্রাবিড়, রোহিতের কাছে গিয়ে বলেছিলেন তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে চান। অথচ, শুভমানের প্রিয় জায়গা ওপেনিং। আর তখন ব্যাডপ্যাচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাঠোরের দাবি, 'শুভমানের যে মনোভাব বুঝিয়ে দেয়, মানসিকভাবে ও কতটা শক্তিশালী। বিশ্বাস, এই চারিত্রিক দৃঢ়তা অধিনায়ক শুভমানকে বাকিদের থেকে এগিয়ে রাখবে।' ব্যাটার শুভমানকে নিয়ে বিক্রম বলেছেন, 'প্রথম যখন নেটে দেখি, বাকিদের মতো আমারও নজর ছিল ওর দিকে। শুভমানের প্রতিভা নিয়ে প্রচুর কথা শুনেছিলাম। প্রথম দর্শনেই ওর ব্যাটিং বেশ ভালো লেগে যায়। ও জানে কোন পরিস্থিতিতে কোন শট খেলতে হয়।'

মেন্টর ধোনিকে 'গুরুপ্রণাম' ঋষভের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই : গুরুপূর্ণিমা। গুরুপ্রণামের মেজাজে ভারতীয় ক্রিকেটাররাও। স্পেশাল দিনে ঋষভ পন্থের মুখে 'মেন্টর' মহেন্দ্র সিং ধোনির কথা। রোহিত শর্মা অপরদিকে এখনও রাহুল দ্রাবিড়ে মজে। সদ্য প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গুরুপূর্ণিমার দিনে রোহিত বলেছেন, 'দ্রাবিড়ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ওর নেতৃত্বেই আয়ারল্যান্ডে আমার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অভিষেক ঘটেছিল। দ্রাবিড়ভাই আমার আদর্শও। ওকে দেখে শিখতাম। কঠিন পরিস্থিতিতে যেভাবে দলকে বারবার উদ্ধার করেছে, তা অসাধারণ।' কোচ দ্রাবিড়ের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন।

রোহিতের মুখে দ্রাবিড়-বন্দনা

রোহিত বলেছেন, 'দ্রাবিড়ভাই কোচ হওয়ার পর ওর সঙ্গে আরও সময় কাটানোর সুযোগ মিলেছিল। প্রচুর শিখেওছি। আমার যা কাজে লেগেছে। মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়েছি। ওর নেতৃত্বে অনেক ট্রফি জিতেছে ভারত। শেষটা বিশ্বকাপ দিয়ে।'

ঋষভ পন্থ আবার মাহিতে মজে। বরাবর এমএস-কে নিজের 'মেন্টর' আখ্যা দিয়েছেন। সেই শ্রদ্ধা নিয়েই ঋষভ জানান, ক্রিকেট হোক বা জীবন, যখনই বিপদে পড়েছেন ধোনির দ্বারস্থ হয়েছেন। রাস্তাও দেখিয়েছেন 'ক্যাপ্টেন কুল'। ঋষভ বলেছেন, 'শুধু মাঠেই নয়, মাঠের বাইরেও মাহিভাই আমাকে সবসময় সাহায্য করে। যখনই সমস্যায় পড়ি ছুটে যাই। বিপদে পড়লে আমার ভরসা ধোনিভাই।'

মহম্মদ সামির মুখে আবার মাথা উঁচু করে অবসর নেওয়ার ধোনি-মন্ত্রের কথা। পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'মাহিভাইকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একজন ক্রিকেটারের কখন অবসর নেওয়া উচিত। বলেছিল, যখন তুমি বুঝবে খেলা নিয়ে বিরক্ত হচ্ছো, যখন মনে হবে তোমাকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। ওর কথা শুনে বুঝেছিলাম, নিজের অবসর সময় নিজেই ঠিক করা উচিত।'

ডালাসে স্ত্রী রীতিকা ও মেয়ে সামাইরার সঙ্গে রোহিত।

শারীরিক নয় মানসিকভাবে 'ক্লান্ত' হার্দিক

ফিটনেস নিয়ে কড়া বার্তা গম্ভীরের

মুম্বই, ২১ জুলাই : ব্যক্তিগত জীবন ও ক্রিকেট কেরিয়ার।

জোড়া ধাক্কায় টলমল হার্দিক পান্ডিয়া। একদিকে বিবাহবিচ্ছেদ, অপরদিকে ভারতীয় দলের লিডারশিপ গ্রুপ থেকে 'ছাঁটাই'। শ্রীলঙ্কায় টি২০ সিরিজে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে খেলতে হবে। ঘুরছে ফিটনেস নিয়ে নানান জল্পনা।

সাঁড়াশি চাপে হাঁসফাঁস হাল। এহেন পরিস্থিতিতে প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন হার্দিক। জানালেন, মানসিকভাবে তিনি 'ক্লান্ত'। এক বিজ্ঞাপনি প্রচারে অংশ নিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক বলেছেন, 'শরীর ক্লান্ত না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে মানসিকভাবে ক্লান্তি থাকি। বারবার এমন হয়েছে আমার। তার মাঝেই নিজের সীমাবদ্ধতা সরিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেছি। এরকম পরিস্থিতিতে বাড়তি পরিশ্রম দরকার। মনকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।'

ফিটনেস নিয়ে তরুণদের গুরুমন্ত্রও শুনিয়েছেন। নিজের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'পরিশ্রম যদি একই করি, তাহলে আপনি, আমি এক জায়গায় থাকব। কিন্তু এগিয়ে যেতে হলে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে বেশি ঘাম ঝরাতে হবে। ধরুন, দুইজনেই ২০টি করে পুশআপ দিই। তাহলে পার্থক্য কী থাকল? এগিয়ে যেতে হলে আমাকে সংখ্যাটা ২৫-৩০ করতে হবে। আমি সবসময় সেই চেষ্টা করি।' হার্দিকের মতে, লড়াই জীবনের অঙ্গ। প্রতিদিন সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। বলেছেন, 'নিজের সঙ্গে লড়াই করো। নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেল। আগে আমার বলের গতি ১৩০ কিলোমিটার ছিল। এখন তা ১৪০-১৪২। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এরজন্য। পরিশ্রম করলে উন্নতি ঠিক হবে।'

হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে জল্পনা চলছেই। চোটআঘাতের ফলে গত ২ বছর যত খেলার থেকে বেশি সময় মাঠের বাইরে ছিলেন। আইপিএলে প্রত্যাবর্তনের পর টি২০ বিশ্বকাপজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেও, হার্দিকের ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের।

শ্রীলঙ্কার দল নির্বাচনি বৈঠকের আগে নাকি যা নিয়ে কথাও হয়েছে দুইজনের। সূত্রের খবর, বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন গম্ভীর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক কর্তার দাবি, ওডিআই ক্রিকেটে হার্দিককে চান গম্ভীর। তবে অলরাউন্ডার হিসেবেই। শর্ত, ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি দশ ওভার বোলিংয়ের ধকলও সামলাতে হবে।

নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার আবার অধিনায়ক হিসেবে হার্দিককে 'নম্বর' দিতে নারাজ। আগরকারের যুক্তি, গুজরাট টাইটান্সের সাফল্যে হার্দিক নয়, মূল কৃতিত্ব হেডকোচ আশিস নেহেরার। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে মার্ক বাউচারের থেকে সেই সাহায্য না পাওয়ায় অসহায় দেখিয়েছে। হার্দিক যে নেতা হিসেবে এখনও পরিণত নয়, তা পরিষ্কার। এদিকে, শোনা যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় বোলিং দলের কোচের দায়িত্ব পাচ্ছেন সাইরাজ বাহুতুলে।

> নিজের সঙ্গে লড়াই করো। নিজেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলো। আগে আমার বলের গতি ১৩০ কিলোমিটার ছিল। এখন তা ১৪০-১৪২। অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এরজন্য। পরিশ্রম করলে উন্নতি ঠিক হবে।
>
> **হার্দিক পান্ডিয়া**